



বৈভবকে নিয়ে
টানা পোড়েন
সিরিজ দখলে চোখ

১২

গেট টপকে
যন্তরমন্তরে বিক্ষোভ

৭

আজকের সন্ধ্যা তাপমাত্রা

৩৪° | ২০° | ৩৩° | ২০° | ৩৪° | ২০° | ৩৩° | ১৯°

সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন

শিলিগুড়ি কোচবিহার আলিপুরদুয়ার

উমা
হাসছে

২ দিন পর

শিলিগুড়ি ২৬ আশ্বিন ১৪৩৩ বুধবার ৫.০০ টাকা 14 October 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangesambad.in Vol No. 47 Issue No. 148

আজ চতুর্থী



সেন্ট্রাল কলোনির মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ঢল। শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর



একজন ব্যক্তি পুরো ব্যবস্থাকে (সিস্টেম) উপহাস করে রেখে দিয়েছেন। এই আদালতের আগের নির্দেশ অমান্য করেছেন। কীভাবে এমন হতে পারে!

প্রশান্ত্যয় সুপ্রিম বিস্ময়

গ্রেপ্তারে
গড়িমসি নয়,
কড়া শুভেন্দু

ডেরা বদলে
নেপালে?

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

লোকজনও আসেন বাড়িটিতে।

কোথায় গেলেন প্রশান্ত বর্মণ? সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরও কেন তাঁকে ধরছে না পুলিশ? পশ্চিমবঙ্গে এটাই এখন কোর্ট টাকার প্রবণ। পুলিশের খাতায় পলাতক হলেও বিশ্বস্ত সূত্রের খবর অনুসারে, এক সপ্তাহ ধরে ডেরা বদলে কখনও উত্তরবঙ্গ, কখনও অসমে গা-ঢাকা দিচ্ছেন প্রশান্ত। তার সঙ্গে বিশ্বস্ত দুজন শাগরেদ রয়েছেন। তাঁদের একজনের বাড়ি কোচবিহারের খোন্টা এলাকায়, অন্যজনের বোকালিরমুঠে। শিলিগুড়ির এক আইনজীবীর মাধ্যমে যাবতীয় যোগাযোগ রাখছেন স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা হত্যার প্রধান অভিযুক্ত। তবে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর প্রশান্ত শিলিগুড়ি হয়ে নেপালে পালিয়ে গিয়েছেন বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে।

■ এক সপ্তাহ ধরে ডেরা বদলে কখনও উত্তরবঙ্গ, কখনও অসমে গা-ঢাকা দিচ্ছেন প্রশান্ত

■ হাইকোর্টের রায়ের পরের দিনই আলিপুরদুয়ারের তপসিখাতায় দেখা গিয়েছে

■ শুক্রবার গুয়াহাটির একটি গোপন ডেরায় দুই আইনজীবী ও কয়েকজন বিশ্বস্ত সঙ্গীর সঙ্গে বৈঠক করেন প্রশান্ত

■ সোমবার শিলিগুড়ির স্টেশন ফিডার রোডের এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা করেন প্রশান্তের এক শাগরেদ

খনিষ্ঠ শিলিগুড়ির আইনজীবীর এক জুনিয়ার উপস্থিতি ছিলেন। সেখানেই সুপ্রিম কোর্টের মামলা সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ওই বৈঠকেই মেথালয়ের একটি প্রত্যন্ত এলাকায় রিসোর্টের খোঁজখবর করেন প্রশান্ত। সুযোগ বুঝে তিনি সেখানে গা-ঢাকা দিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।

এরপর দশের পাভায়

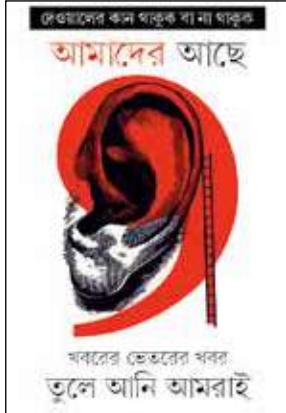
উত্তরের ঠোঙে

বিরোধী
অনৈক্য,
উৎসবের
মরশুমের
অপেক্ষা পদ্মে

রূপায়ণ ভট্টাচার্য



রাজধানীর গত তিনদিন ধরে যে সাইক্লোন বয়ে যাচ্ছে, জনসমুদ্রে জেগেছে জোয়ার। তার অভিঘাত আটকে নেই শুধু দিল্লির সীমানায়। প্রতিবাদের সাইক্লোন ছড়িয়ে পড়ছে দেশের রাজনৈতিক মানচিত্রে। একসময় যে কথাটা ফিশিশ করে বলত লোকে, এখন সেটাই শোনা যাচ্ছে প্রকাশ্যে রাষ্ট্রায়। দ্বিধাহীন, দ্বন্দ্বহীন। হকারদের মুখে, অটো ড্রাইভারদের মুখে, পথচারীদের মুখে, ব্যবসায়ীদের মুখে। বিজেপি ভোট জিতছে নির্বাচন কমিশনের সাহায্যে চুরি করে। 'ভোট চোর' শব্দটা অনেক দেওয়ালে সাদা চুনকাম করে মোছার চেষ্টায় দিল্লির পুলিশ। লাভ হচ্ছে কই ভাই? ক্ষমতার সবথেকে বড় শক্তি মানুষের ভয়। সেই ভয়টাই যদি ভেঙে যায়, তা হলে সরকারের



হাতে আর কতটা শক্তি অবশিষ্ট রইল? রাজধানীর তিনদিনের ঘটনাবলি সেই প্রশ্নটাই সামনে এনে দিয়েছে। রাজপথে যাতে বিক্ষোভকারীরা শুয়ে পড়তে না পারে, সেইজন্য কর্পোরেশনের কর্মীরা ময়লা গাড়িতে এনে ঝকঝকে রাজপথে ফেলে দিচ্ছে। ভাবা যায়? কার মস্তিষ্কপ্রসূত এটা! যন্তরমন্তরও বন্ধ।

পশ্চিমবঙ্গই আপাতত একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হয়ে আছে গোটা দেশে। তরঙ্গহীন, প্রতিবাদহীন। বাকি সব রাজ্যে 'ভোট চোর' শব্দটা মানুষের বিশ্বাসের মাঝে গেঁথে গিয়েছে। মোদি সরকার যে নির্বাচন কমিশনের কাজে লাগিয়ে ভোট চুরি করতে অভ্যস্ত, সেই অভিযোগ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। রাজধানীর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বললেই সবাই সম্মতের বলছেন তা। সেখানে রাষ্ট্রাঘাতে যেভাবে সবাই প্রকাশ্যে ভোট চুরির কথা বলছেন, তাতে বোঝা যায়, আগের মতো ভয় উধাও চারদিক থেকে।

তিপি সিং যখন রাজীব গান্ধি সম্পর্কে আওয়াজ তুলেছিলেন, এরপর দশের পাভায়

কেনাকাটার ফাঁকে মণ্ডপে টু

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : মা ও মেয়ে মিলে আইসক্রিম হাতে পছন্দের জুতো খুঁজছিলেন। সেই ফাঁকেই মণিকা সরকারের আবদার, 'কেনাকাটা শেষেই কিন্তু বাড়ি নয়! আগে দু'একটা ঠাকুর দেখব। তারপর কোথাও বসে একটু খাওয়াদাওয়া করে তবেই বাড়ি।' হেসে সায় দিতে মঞ্জু সরকার দু'সেকেণ্ডও সময় নিলেন না। মঙ্গলবার তৃতীয়ার সন্ধ্যায় মা-মেয়েতে আর পাঁচজনের মতোই শেষমহুর্তের পূজার বাজার সারতে বেরিয়েছিলেন। ঘটনা কয়েক ধরে বিধান মার্কেটের এক দোকান থেকে অন্য দোকানে ঘুরে কেনাকাটার তালিকাটা প্রায় শেষও করলেন। মণিকা জানিয়ে দিলেন, 'এদিন মায়ের সঙ্গে যতটা পারলাম ঠাকুর দেখা সেরে নিলাম। চতুর্থী থেকে অবশ্য নিয়ম করে পরিবারের সবার সঙ্গেই ঠাকুর দেখতে বের হব।' পাশাপাশি, জমিয়ে খাওয়াদাওয়াও যে হবে তরুণী জানাতে ভোলেননি। দক্ষিণী ক্রাইম থিলার 'সুজল : দ্য ভোর্টেজ' যারা দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই সেখানে 'মায়ানা কোলাই' নামক উৎসবের বিষয়টি জেনে

গিয়েছেন। সিরিজের গল্পে এই উৎসব দশদিন ধরে চলে। দেখে অনেকেরই মনে মনে আক্ষেপ, 'ইশ! দুর্গাপূজাও যদি এমনটা হত।' সেই আক্ষেপ অবশ্য অনেকটাই মিটেছে। বহুদিন থেকেই কলকাতায়



মিত্র সমিলনীর দেবীদর্শন। তৃতীয়ার সন্ধ্যায়। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

দুর্গাপূজা চারদিনেরও অনেকটাই বেশি। সেই প্রবণতা আস্তে আস্তে এসেছে উত্তরবঙ্গেও। আগে যেখানে সপ্তমীতেও এখানে মণ্ডপে মণ্ডপে হাতুড়ির ধ্বা পড়ত, সেই দ্রৈব অনেকটাই 'উধাও!' বেশিরভাগ পূজোমণ্ডপই এখন তৃতীয়া-চতুর্থীতেই 'রেডি'। পারলে আরও

এরপর দশের পাভায়



বাছাই করা
খবর দেখতে
স্ক্যান করুন

তৃতীয়াতেও মেলেনি বোনাস, ক্ষোভ মেডিকেলে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : চড়া রোদের মধ্যে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল চত্বরে দাঁড়িয়ে মাধব বর্মণ, উৎপল রায়। তাঁদের চোখেমুখে চিত্তর ভাঙ্গ। পূজার আর একসপ্তাহও বাকি নেই। অথচ বোনাস থেকে বেতন-হাতে পাননি কিছুই। উৎসবের মরশুমে কেউ বাড়ির বাচ্চাটির জন্য জামা কিনে দিতে পারেননি, কারও রোজকার সংসার খরচে টান পড়ছে। সবমিলিয়ে বিপাকে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রায় ৬০০ জন অস্থায়ী কর্মী। প্রতিবাদ জানাতে মঙ্গলবার সুপারস্পেশালিটি ব্লক মেডিকেল কলেজের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। হাজার হাজার কর্মীর বেতন আর বোনাস দেয়। এই বাবদ নির্দিষ্ট অর্থ মেটায় স্বাস্থ্য দপ্তর। কিন্তু সেই সংস্থার দাবি, স্বাস্থ্য দপ্তর গত সাত মাস ধরে সুপারস্পেশালিটি ব্লকে নিয়োগ হওয়া কর্মীদের জন্য টাকা দিচ্ছে না। ফলে পূজার মুখে সেই কর্মীদের বেতন এবং সমস্ত কর্মীর বোনাসের টাকা মেটাতে পারেনি তারা। বিষয়টি নিয়ে এদিন বিক্ষোভকারীদের পাশাপাশি এজেন্সির কর্মকর্তাদের সঙ্গেও

মেডিকেল সুপার ডাঃ কৌশিক ঈশোর কথা বলেন। পরে সুপারের বক্তব্য, 'স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। আশা করছি, পূজার আগে সমস্যা মেটানো সম্ভব হবে।'



উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে অস্থায়ী কর্মীদের মিছিল।

কর্মী রয়েছে। যাঁরা সেপ্টেম্বর মাসের বেতন এবং পূজার বোনাস পাননি। অন্যদিকে, মেডিকেলের পুরোনো ব্লকের কর্মরত প্রায় ৪০০ কর্মীর বেতন হলেও বোনাস অধরা রয়ে গিয়েছে। অস্থায়ী কর্মী স্বজল দপ্তর কথায়, 'মা' আর ক'চা দিন পূজার বাকি। আমাদের কি পরিবার নেই? এরপর দশের পাভায়

পোশাকে সাজবে রেমোরা

ভুলুরা যত্নের অপেক্ষায়

পূজো তো ওদেরও!



চকোলেট আদতে ল্যাব্রাডর কুকুর। ধূপগুড়িতে রাইয়ের পৈতৃক বাড়িতে থাকে। বিস্কুট রং। মায়াজরা চাহিনি। কখন যে সে পরিবারের একজন হয়ে উঠেছে, কেউই টের পায়নি।

পূজোর দিনগুলিতে পরিবারের সঙ্গে হুইহুই করে কাটানোর অপেক্ষায় থাকেন রাই। অবশ্যই চকোলেট-এর সঙ্গে খুনশুটির

এবারও হচ্ছে রয়েছে।' বাড়ির আর পাঁচজনের মতো চকোলেট-এরও পূজোর পোশাক চাই। এক নয়, একাধিক। একটি পোশাকে চকোলেট-এর মন উঠবে কি পায়নি।



এখন দুর্গাপূজো মানে শুধু একা বা পরিবারের সকলের সঙ্গে আনন্দ নয়, আনন্দের সমান অংশীদার হচ্ছে পোষারা

অপেক্ষা। রাইয়ের কথায়, 'চকোলেট আমার সন্তানসম। পেশার সূত্রে বছরের বেশিরভাগ সময় শিলিগুড়িতে থাকি। সে কারণে ওকে খুব একটা সময় দেওয়া হয় না। পূজোর সময় তাই ওর যত সখা আমার সঙ্গে। দিনেরবেলা কাছপিঠের মণ্ডপে ওকে নিয়ে যাই প্রতিবার।

না পরের কথা, কিন্তু রাইয়ের মন ভরে না। কী কী কিনেছেন চকোলেটের জন্য? রাই বললেন, 'অনলাইনে শেরওয়ানি, বো-টাই আর ব্যান্ডানা কিনেছি। পূজোর চকোলেট পরবে। উৎসবে আমরা নতুন পরব, ও পরবে না, তা কেনম করে হয় বলুন!'

শুধু কি পোশাক, পূজায় চকোলেট-এর ট্রিমিংয়ের পরিকল্পনাও রয়েছে রাইয়ে। একা রাই নন কিন্তু। এ গল্প রাইয়ের মতো আরও অনেক 'পেট-পেরেট'-য়ের। পোষাদের মালিক-মালিকিনদের এটাই স্মার্ট পরিচয়-পেট-পেরেট। তাঁদেরও বহু পরিকল্পনা পূজায়। নিজের যত্ন, পোশাক, স্টাইল স্টেটমেন্ট নিয়ে তারা যেমন সচেতন, তেমনই সতর্ক পোষার যত্ন, তাকে সাজানো নিয়ে। শিলিগুড়ির আরাক্রিকা দাসের কথা ধরা যাক। নিজের ও পোষার জন্য একই রংয়ের পোশাক কিনেছেন। তিনি বললেন, 'নিজের জন্য অলিভ গ্রিন শাড়ি কিনেছি। আর জেরির গোয়েন্দা রিট্রিভার' জন্য একই রঙের বো-টাই। আর হ্যাঁ, সঙ্গে সানগ্লাসও।' ঠিক ধরছেন, সানগ্লাস পরবে পোষাও। এতদিন পূজো মানেই ছিল পরিবারের সকলের নতুন জামা, প্যান্ডেল হিপিং, আর জমজমাট খাওয়াদাওয়া।

এরপর দশের পাভায়

পুরভোটে জোট নিয়ে সংশয়
পাহাড়ে একা
লড়ার প্রস্তুতি
পদ্ম-সঙ্গীদের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : পাহাড়ের তিনটি পুরসভায় বিজেপি একা লড়তে পারে, এমনটা ধরে নিয়ে খুঁটি সাজাতে শুরু করে দিয়েছে জেটসঙ্গী দলগুলি। দলীয়ভাবে প্রস্তুতি শুরু করে ফেলেছে গোঁরা জনমুক্তি মোর্চা, জিএনএলএফ, সিপিআরএমের মতো পাহাড়ের বিজেপির জোটসঙ্গীরা। মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুং বলেছেন, 'বিজেপি একা লড়তে চাইছে বলে আমি শুনেছি। কিন্তু দলীয়ভাবে আমাদের কিছু জানানো হয়নি। আমরাও নিবাচন কমিটি তৈরি করে ভোটের প্রস্তুতি নিছি। জোট হবে কি না সেটা পরে দেখা যাবে।' যদিও পুরভোটে একলা লড়বে কি না, সে বিষয়ে কিছু খোঁসসা করেনি পদ্ম শিবির। দার্জিলিংয়ের সাসেন্দ তথা পাহাড়ে বিজেপির নিবাচন কমিটির অন্যতম মুখ রাজু বিস্ট বলেছেন, 'এই বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। বিজেপির নিবাচন কমিটি তৈরি হয়েছে। আমরা চাই, জোটসঙ্গীরা আমাদের সঙ্গে থাকুক।'

রাজু স্পষ্ট বার্তা দিলেও পাহাড়ে পুরভোটে পদ্মের ভূমিকা নিয়ে ধন্দে জোটসঙ্গীরা। এর মধ্যেই জিএনএলএফের কার্সিয়াং মহকুমা সভাপতি নিমা লামা বলেন, 'বিজেপি পুরভোটে পাহাড়ে একা লড়তে চাইছে। লড়ুক, সময়মতো জবাব পাবে।'

২০১৭ সালে শেষবার কালিঙ্গাং, কার্সিয়াং এবং মিরিক পুরসভায় নিবাচন হয়েছিল। ২০২২ সালে তিনটি পুরসভার মেয়াদ শেষ হয়েছে। তারপর থেকে তৎকালীন রাজ্য সরকার তিনটিতেই পছন্দের নেতাকে প্রশাসক করে বোর্ড চালিয়েছে। রাজ্যে পালাবদলের পরে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সরিয়ে সেখানে মহকুমা শাসককে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনটি পুরসভাতেই বর্তমানে মহকুমা শাসক প্রশাসকের দায়িত্বে রয়েছেন। এর মধ্যেই রাজ্য নিবাচন কমিশন এই তিনটি পুরসভায় ২৮ নভেম্বর ভোটগ্রহণ এবং ২ ডিসেম্বর গণনা করাতে চায়। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের কাছে এই প্রস্তাব পৌঁছে গিয়েছে।

২৮ নভেম্বর নিবাচন ধরে নিয়েই পাহাড়েও রাজনৈতিক দলগুলি প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। অনীত থাপার ভারতীয় গোঁরা প্রজাতান্ত্রিক

পুজোর মরশুমে
থমকে খাদ্য সুরক্ষা
শিলিগুড়িতে বন্ধ অভিযান

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : সাম্প্রতিক সময়ে খাদ্য সুরক্ষায় জোর দিয়ে রাজ্যের নির্দেশে শহরের হোটেল-রেস্তোরা ও মিস্ট্রি দোকানে লাগাতার অভিযান শুরু হয়েছিল। শিলিগুড়ি পুরনিগম থেকে শুরু করে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ ও খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা যৌথভাবে অভিযানে শামিল হয়েছিলেন। তবে পুজোর মরশুমে সেই অভিযানে যেন ভাটা পড়ছে। খাদ্য সুরক্ষায় শহরজুড়ে যৌথ অভিযান নজরে আসছে না বলেই অভিযোগ। যদিও খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের কতদের দাবি, নিয়ম মেনে বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তোরাই অভিযান চালানোর পাশাপাশি প্রয়োজন অনুসারে খাবারের নমুনাও সংগ্রহ করা হচ্ছে।

দার্জিলিং জেলা খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'যৌথ অভিযান এই মুহূর্তে বন্ধ রয়েছে। যদিও নিয়ম মেনে এখনও হোটেল-রেস্তোরা ও মিস্ট্রি দোকানে অভিযান চালানো হচ্ছে।'

তাতে আশঙ্ক হচ্ছেন না শহরবাসী। তাদের দাবি, পুজোর আবেহে বেশিরভাগ বাড়িতেই দু'একবেলা রান্না বন্ধ থাকে। এই সময় অনেকেই হোটেল-রেস্তোরাই থেকে পছন্দ করেন। তাই পুজোর সময় বাড়তি নজরদারি চালানো প্রয়োজন বলে দাবি উঠছে। এ বিষয়ে শিলিগুড়ি শহরের ৩৫

নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা নুপেন বিশ্বাস বলেন, 'খাদ্য সুরক্ষার বিষয়টি সরাসরি স্বাস্থ্যের সঙ্গে জড়িত। সেক্ষেত্রে পুজোর মরশুমে প্রশাসনিকভাবে কড়া নজরদারি চালানো প্রয়োজন। সেইসঙ্গে সাধারণ মানুষকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কী খাচ্ছি, তার গুণগত মান কেমন এবং পরিবেশ

ও এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের সঙ্গে যৌথভাবে চলা অভিযানে একাধিক অনিয়ম প্রকাশ্যে এসেছিল। কোথাও মেয়াদোত্তীর্ণ প্যাকেটজাত খাবারের হুদিস মিলেছিল। আবার কোথাও অভিযান চালিয়ে বাসি-পচা খাদ্যসামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছিল। ঘটনায় খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের পাশাপাশি এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের তরফে নমুনা সংগ্রহ করে শালবাড়ির রিজিওনাল ফুড টেস্টিং ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল। খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর সত্রে খবর, ল্যাবে প্রায় একশো নমুনা পাঠানো হয়েছিল। তার মধ্যে তিনটি নমুনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের কতরা আবার উল্টো কথা জানিয়েছেন। তারা বলেন, নমুনা সংগ্রহ করে সময়মতো পাঠানো হলেও এখনও পর্যন্ত রিপোর্ট এসে পৌঁছায়নি।

রিপোর্ট আসুক বা না আসুক, যৌথ নজরদারির সময় শিলিগুড়িবাসী খানিক আশঙ্ক হয়েছিলেন। তাতে ইতি পড়তেই শহরবাসীর চিন্তা বাড়তে শুরু করেছে। তাদের আশঙ্কা, পুজোর সময় নজরদারি না থাকলে অনিয়ম বাড়বে বই কমবে না। শিলিগুড়ি কলেজের তরুণী শিখা দাস বলেন, 'হোটেল-রেস্তোরাই থেকে যেতে ভয় ভয় তো হবেই। আমাদের তো সভর হতেই হবে, সেইসঙ্গে প্রশাসনিক নজরদারিও আরও জোরদার হওয়া প্রয়োজন।'

■ পুজোর মরশুমে যৌথ অভিযান থমকে থাকায় উদ্বিগ্নে শিলিগুড়িবাসী

■ পুজোর দিনগুলিতে রেস্তোরাইর খাবারের কড়া নজরদারির দাবি

■ যৌথ অভিযান বন্ধ হলেও নজরদারি চলছে, দাবি প্রশাসনের



পুজোর মরশুমে যৌথ অভিযান থমকে থাকায় উদ্বিগ্নে শিলিগুড়িবাসী

পুজোর দিনগুলিতে রেস্তোরাইর খাবারের কড়া নজরদারির দাবি

যৌথ অভিযান বন্ধ হলেও নজরদারি চলছে, দাবি প্রশাসনের

কতটা স্বচ্ছ তা যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন।'

গত আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে রাজ্যের নির্দেশমতো খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর লাগাতার অভিযানে নেমেছিল। শিলিগুড়ি পুরনিগম

গাড়ির সিটের
তলায় গোরু

কোচবিহার, ১৩ অক্টোবর : বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে যাত্রীবাহী গাড়ি। ভিতরে যাত্রীও রয়েছেন বলে সন্দেহ হতে পারে। কিন্তু গাড়ির দরজা খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ! ডিকি ও সিটের নীচে নির্দিয়ভাবে বৈধে রাখা হয়েছে গোরু। সোমবার রাতে কোচবিহার শহরের দুর্গাবাড়ি এলাকায় গোরু পাচারের অভিযোগে গাড়িটি ভাঙচুর করেন বাসিন্দারা। চালক ও তাঁর সহযোগী পালিয়ে যাওয়ার পর গোরু সহ গাড়িটি উদ্ধার করে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। গোরুগুলি কোথা থেকে আনা হচ্ছিল, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। জেলা পুলিশের এক পদস্থ আধিকারিক বলেন, 'গোরু পাচারের বিরুদ্ধে জেলা পুলিশের তরফে অভিযান চলছে। অভিযুক্তদের তল্লাশি শুরু হয়েছে।'



অসুরের কথাও তো জানতে হয়। বালুরঘাটে। ছবি : অভিজিৎ সরকার

পুজোর দিনগুলোয় আপনাদের পরিষেবায় WBSEDCL

২৪ ঘন্টা কন্ট্রোল রুম খোলা

দুর্গাপূজো, লক্ষ্মীপূজো, কালীপূজো, জগদ্ধাত্রী পূজো এবং ছট পুজোর ছুটিতে বিদ্যুৎ ভবনে ডিস্ট্রিবিউশন কন্ট্রোল রুম ২৪ ঘন্টা খোলা থাকবে। গ্রাহকদের সুবিধার্থে কিছু জরুরি ফোন নম্বর নিচে দেওয়া হল :

বিদ্যুৎ ভবন কন্ট্রোল রুমে দিনরাতের যোগাযোগ নম্বর 8900793503/8900793504

- 24x7 হেল্পলাইন পরিষেবা : 19121
- বিদ্যুৎ না থাকলে SMS করুন : 8422990336
- বিদ্যুৎ না থাকলে ৩-এ জানান : 8433719121
- বিদ্যুৎ না থাকলে মিসড কল দিন : 8422990337
- বিদ্যুৎ বন্টন ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি বা বিপদ দেখলে জায়গার নাম সহ ছবি ৩ করুন : 9230962100

ক্যাশ অফিসও আপনার জন্য খোলা

পুজোর ছুটিতেও প্রিয় গ্রাহকদের সুবিধার্থে WBSEDCL-এর প্রত্যেক রিজিওনাল অফিস ও কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের (সিসিসি'র) আওতায় সকল ক্যাশ কালেকশন কাউন্টার এবং বিদ্যুৎ ভবনে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কমার্শিয়াল)-এর অধীনে ক্যাশ কালেকশন কাউন্টার ১৫.১০.২০২৬, ১৬.১০.২০২৬, ২৩.১০.২০২৬, ২৬.১০.২০২৬, ১০.১১.২০২৬, ১২.১১.২০২৬ এবং ১৬.১১.২০২৬ তারিখে খোলা থাকবে। ছুটির এই দিনগুলিতে ক্যাশ কালেকশন কাউন্টার সকাল ৯:৩০ থেকে দুপুর ৩:৪৫ পর্যন্ত খোলা থাকবে।

WBSEDCL আপনাকে জানায় পুজোর আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি উদ্যোগ)

রেজিস্টার্ড অফিস : বিদ্যুৎ ভবন, ব্লক-ডি ২, সেক্টর-II, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০১১
CIN : U40109WB2007SGC113473, www.wbsedcl.in

নেশার কারবারে
বাধা, বিজেপি
কর্মীকে মার

শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : নেশার সামগ্রী বিক্রির প্রতিবাদ করায় ফুলবাড়িতে বিজেপির এক কর্মীকে মারধর করার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। হামলায় ফুলবাড়ির যোগীভিটার বাসিন্দা অপূর্বকুমার দাস নামে ওই বিজেপি কর্মী আহত হয়েছেন। ওই ব্যক্তিকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মারধরের ঘটনায় অপূর্বর পরিবারের তরফে এলাকার দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনায়েদ খানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে যোগীভিটায় বিজেপির জনায়ক কর্মী সাফাই অভিযান চালাছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় দুই ব্যক্তি টোটে নিয়ে সেখানে হাজির হন। টোটে থেকে নেমে তারা অপূর্বকে আক্রমণ করেন। অভিযোগ, ওই বিজেপি কর্মীকে মাটিতে ফেলে মারধর করা হয়। বাকিরা এগিয়ে আসার আগেই দৃষ্টান্তে টোটে নিয়ে পালিয়ে যান।

অপূর্বর দাদা দীপককুমার দাস বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে ওই দুজন এলাকায় নানারকম নেশার সামগ্রী বিক্রি করছে। আমার ভাই ওই নেশার সামগ্রী বিক্রির চক্রের এক ব্যক্তিকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছিল। তারপর থেকে আমার ভাইকে চক্রের লোকজন নিশানা করেছেন।'

দলের কর্মীকে মারধরের ঘটনার খবর পেয়ে মেডিকেল যান বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলার সংখ্যালঘু সেলের সহ সভাপতি মতিউর রহমান। তিনি বলেন, 'ফুলবাড়ির বিভিন্ন এলাকায় নেশার সামগ্রী বিক্রির কারবার বেড়ে উঠেছে। পুলিশের কাছে আবেদন, এই নেশার কারবারিদের বিরুদ্ধে যাতে কড়া পদক্ষেপ করা হয়।'

বিপন্ন প্রকৃতি,
তবুও প্রেমময়
পৃথিবীর আশা



খড়িবাড়ি, ১৩ অক্টোবর : নির্বিচারে সবুজের ধ্বংস, অস্বাভাবিক হারে পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার থেকে শুরু করে জলাশয় বৃজিয়ে কবজিটের অট্টালিকা তৈরি সহ মানুষের নানা কুঅভ্যাসের জেরে প্রকৃতি আজ বিপন্ন। এই পরিস্থিতিতে ভাঙ্গোবাসা, সচেতনতা এবং শুভবুদ্ধির মাধ্যমে এই পৃথিবীকে কীভাবে আগামী প্রজন্মের জন্য সুন্দর ও বাসযোগ্য করে গড়ে তোলা সম্ভব, সেই ইতিবাচক আশার আলোকে দুর্গাপূজায় থিমের মোড়কে বার্ষিক খড়িবাড়ির বাতাসি পিএসএ রাব। ৬০তম বর্ষে তাদের নিবেদন 'বিপন্ন প্রকৃতি, তবুও প্রেমময় পৃথিবী'।

মণ্ডপে বিভিন্ন নিপুণ শিল্পকলায় সবুজ ও দৃশ্যমুগ্ধ প্রভুলের বনানী ও ফুলের মাধ্যমে মন্ডলের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলার কাজে ব্যস্ত নববীপের গৌরহরি গঙ্গোপাধ্যায়। মূলত স্পঞ্জ, কাপড় ও বাঁশ দিয়ে তৈরি বিভিন্ন মডেল দিয়ে মণ্ডপ সাজানোর কাজ চলছে। থিম ও মণ্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আলোকসজ্জার কাজ করছেন

শ্রেণ্তার তরুণ

শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : কর্তব্যরত এক পুলিশকর্মীর ওপর চড়াও হওয়ার ঘটনায় এক তরুণকে শ্রেণ্তার করল এনজিপি থানার পুলিশ। ধৃত শুভ রায় ফুলবাড়ির ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মমতাপাড়ার বাসিন্দা। মঙ্গলবার বিকেলে মমতাপাড়া এলাকায় জমিবিবাদ সংক্রান্ত ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে যায় এনজিপি থানার পুলিশ।

বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলার সময় শুভ এএসআই মনোজ মজুমদারের ওপর চড়াও হন বলে অভিযোগ। ধস্তাধারির ঘটনায় পুলিশকর্মীর ঠেটি ফেটে যায়। এরপরই শুভকে শ্রেণ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে বুধবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে।



বৃন্দাবনের
মন্দির
খড়িবাড়িতে

শিল্পী সুরঞ্জন পাল সনাতনী ডাকের সাজের আদলে মাটির প্রতিমা তৈরি করছেন।

পূজো কমিটির সম্পাদক বাসি জয়সওয়াল এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রাজু সিংহ ও সুশান্ত সিংহ জানান, মহাপঞ্চমীর পূর্ণ তিথিতে মণ্ডপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন স্থানীয় সাংসদ রাজু বিস্ট, বিধায়ক দুর্গা মুর্মু সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। প্রতি বছরের মতো এবারও



অঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ক্লাব। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে গরিব ও দুস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা হবে। বিশেষভাবে সক্ষমদের হুইলচেয়ারও দেওয়া হবে।

দর্শনাধীর্দের সুবিধার কথা মাথায় রেখে পূজো প্রাঙ্গণে পয়াল পানীয় জল ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রস্তুতিদের জন্য থাকছে ব্রেস্ট ফিডিং সেন্টার, জানালেন পূজো কমিটির সহ সভাপতি বিটু জয়সওয়াল। সব মিলিয়ে, কৃষ্ণলীলার উপস্থাপনা ও সামাজিক কর্মসূচির জেরে খড়িবাড়ি সবুজ ওয়েলফেয়ার সমবয় পুজো এবার দর্শনাধীর্দের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

দোকান
অপসারণ

শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : রেলের উচ্ছেদের আগে ফুলবাড়ির অধিকানগর বাজার এলাকায় তিনজন নিজেদের দোকানের অস্থায়ী কাঠামো খুলে নিলেন। রেলের তরফে ৭০টি অস্থায়ী দোকানকে বাস্তব পাশ থেকে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্র রাজা চণ্ডা করার কাজ শুরু হবে। সেই কারণে মঙ্গলবার দুটি চায়ের দোকান ও একটি খাবারের দোকান সরিয়ে নেওয়া হয়।

নিবেদিতার
প্রয়াণ দিবস

বাগাডাগরা, ১৩ অক্টোবর : শিবমন্দিরের সরোজিনী সংঘ ও পাঠাগারে মঙ্গলবার প্রতীপ পাঠকদের উপস্থিতিতে ভগিনী নিবেদিতার ১১৬তম প্রয়াণ দিবসে তাঁকে স্মরণ করা হয়। নিবেদিতার জীবনকর্ম, দর্শন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টিকট নোটিশ নং: এএস১.এস১-মৌড়ি
ই-এক্সপ্রেস, এজিএইচ, ২০২৬। তারিখ: ১০.১০.২০২৬। দিনটির ভিত্তিমূল্যে
নেকনিয়াল ইন্ডিয়ান, পূর্ব রেলওয়ে, নিয়ালবন, রুম নং: ৪২, ১ম তলা, ডিয়ারএম বিল্ডিং, কাইজুর স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪।
কর্তৃক পর্বত অভিযাত্রা ও আর্থিক সহকর্তা সম্পন্ন যাত্রানামা টিকসবরের কাছ থেকে নিচে উল্লিখিত কাজের জন্য নির্ধারিত টিকস ফর্ম 'সিঙ্গেল প্যাকেট সিঙ্গেল'-এ দিলমোহরজ খোলা টিকস আবেদন করা হচ্ছে।
কাজের নাম/বিবরণ: 'এক বছরের জন্য ১০১৪০৫/৪৪ মৌড়ি এক্সপ্রেসে দিনে বিতরণ পরিষেবা'
টিকসের মূল্য: ₹ ৪২০৫৪৬০.২০।
টিকসের মূল্য: ₹ ১১৬৮০০.০০।
টিকসের মূল্য: ₹ ১১৬৮০০.০০।
বিজিৎ গুপ্তার তারিখ: ১১.১০.২০২৬। টিকসের বন্ডের তারিখ ও সময়: ০২.১১.২০২৬ তারিখে ১০.০০ টায়। টিকসের বন্ডের তারিখ ও সময়: ০২.১১.২০২৬ তারিখে ১০.০০ টায়। ই-টিকস নোটিশ এবং কাজের বন্ডের মাধ্যমে পালকটি সহ টিকস নথি www.irps.gov.in ও পিসেসিটি ইউআরএল থেকে দেখা ও ডাউনলোড করা হতে পারে। কোনো সিদ্ধান্ত অস্বীকার গ্রহণ করা হবে না।
SDAH-26112026-27
পূর্ব রেলওয়ে হেডকোয়ার্টার: www.ea.indianrailways.gov.in
www.irps.gov.in -৪৫ টিকস বিজিৎ পণ্ডা হাউস
জামশেদপুরে অফিস কল: EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

ক্যাশ ? হাঁপানি! স্বাস নিতে কষ্ট

ডাক্তার নেবুলাইজার বললে বেছে নিন HICKS

সুস্থ পুজো ডোজিট HICKS: ৪.৫ লিটার

HICKS Nebulizer

বেছে নিন, যাকে ডাক্তাররা বিশ্বাস করেন।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির

১ কোটির বিজয়ী হলেন

নদিয়া-এর এক বাসিন্দা

24.07.2026 তারিখের দ্রুত ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 66J 32663 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোভাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বলছেন 'আমাদের এলাকার অনেকের মতো আমিও কয়েকটি ডিয়ার লটারির টিকিট কিনেছিলাম এবং প্রথম পুরস্কার হিসেবে এক কোটি টাকা জিতেছি। ভাগ্য আমার সহায় হয়েছে এবং এই অত্যন্ত আনন্দের মুহূর্তে আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকব।' ডিয়ার লটারির প্রতিটি দ্রুত সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, নদিয়া - এর একজন বাসিন্দা সঞ্জিত রায় - কে

*বিজয়ী তথ্য সরকারি ওয়েবসাইটে দেবে সন্মুখিত।



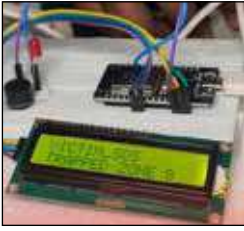
সব্যসাচীর জামিন

প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সজিত বসুর জামিনের আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। অপরদিকে তোলাবাজার মামলায় এদিন কলকাতা হাইকোর্ট থেকে অন্তর্বর্তী জামিন পেয়েছেন বিধাননগরের প্রাক্তন মেয়র সব্যসাচী দত্ত।



জরুরি শুনানি নয়

মিডিয়া ট্রায়ালের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের হারস্থ হয়েছিলেন কালীঘাট তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানিয়ে দেন, এখনই এই মামলার শুনানি সম্ভব নয়।



খোঁজার যন্ত্র

হারিয়ে যাওয়া আপনজনকে এবার খুঁজে পাওয়া যাবে সহজেই। বীরভূমের কাঁধহারের দশম শ্রেণির ছাত্র ফাইজুল হক এমনই একটি যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেলেছে। উজ্জারকারী দলের অবস্থানও যন্ত্রের মাধ্যমে সহজেই জানা যাবে।



গিল্ডের কমিটি

বুকসেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স গিল্ডের নয়া কমিটিতে সভাপতি পদ পেলেন সুধাংশু শেখর দে। যুগ্ম সহ-সভাপতি পদে দায়িত্ব পেয়েছেন অশোক দে ও অশোক নারায়ণ বর্মন এবং সাম্মানিক সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়।



মেক্ষেতে ছড়ানো চালচিত্রে তুলির টান বন্ধার। মঙ্গলবার নদিয়ায়। -পিটিআই

সপ্তমীতে কলকাতায় শা

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : সপ্তমীর রাতে শহরে পৌঁছেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। ইন্ডেনে রাজ্য সরকারের মহালয়ার অনুষ্ঠানে আসার কথা ছিল তাঁর। সেই অনুষ্ঠানে না এলেও শহরের পূজো দেখতে ১৭ অক্টোবর রাতে কলকাতায় পৌঁছানোর কথা তাঁর। বিজেপি সূত্রে একথা জানা গিয়েছে।

সপ্তমীর রাতে কলকাতায় পৌঁছে অষ্টমীর সকাল থেকেই পূজো দেখতে বেরোবেন শা। অষ্টমীর সকালে প্রথমে যাবেন বেলুড় মঠে। সেখানে মঠ ও মিশনের পূজো দর্শন এবং বেলুড় মঠের মহারাজদের সঙ্গে মিলিত হবেন তিনি। এরপর কলকাতা, বালি এবং উত্তর ২৪ পরগনার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পূজো মণ্ডপে যাওয়ার কথা। এর মধ্যে রয়েছে বালির দেশবন্ধু ক্লাব, চেম্বার ২৪-এর পল্লি, উত্তর ২৪ পরগনার লেকটাইনের শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব এবং সবশেষে শোভাবাজার রাজবাড়ির প্রতিমা দর্শন ও আরতিতে অংশ নেবেন তিনি।

শহরে পূজোয় আসা শা-র কাছে নতুন নয়। রাজ্যে বিজেপির সরকার হওয়ার আগেই একাধিকবার কলকাতার পূজোর উদ্বোধনে এসেছেন তিনি। তবে এবারের সঙ্গে তার কিছুটা ফারাক রয়েছে। কারণ, রাজ্যে বিজেপির সরকারের আমলে এটাই প্রথম পূজো। তাছাড়া বঙ্গ বিজেপির অনেকেই আশা করেছিলেন পূজোয় আসবেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু জ্ঞানেশ ইয়াসুতে আন্দোলনের জেদে এবারায় বঙ্গের পূজো দর্শন থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখলেন মোদী, এমনটাই মনে করছেন রাজ্য বিজেপি নেতৃদ্ব।

৩০ লক্ষ কোটি ডলারের লক্ষ্য দেশে

উৎসবের শহরে ১২ দেশের প্রতিনিধি

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : চারিদিকে পূজো পূজো ভাব। তার মধ্যেই কলকাতায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মেলবন্ধন ঘটাল ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স। পূর্ব ভারত, বিশেষ করে বাংলার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা তুলে ধরতে মঙ্গলবার শহরের একটি পাঁচতারার হোটেলে শুরু হয়েছে দু'দিনের আলোচনাচক্র, 'থ্রিভেইলিং গ্লোবাল সিচুরেশন অ্যান্ড ইমপ্যাক্টস অন ইন্ডিয়া'। ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার মোট ১২টি দেশের রাষ্ট্রদূত, শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদ ও কূটনীতিকদের উপস্থিতি এদিনের আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। রাজ্যের তরফে ছিলেন অর্থমন্ত্রী ডঃ স্বপন দাশগুপ্ত এবং শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তাপস রায়। উপস্থিত ছিলেন আইসিসি-র সভাপতি পার্থিব নেওটিয়া সহ বণিকসভার শীর্ষকর্তারা।

বাংলায় বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনা খুঁজতে সম্প্রতি একাধিক শিল্পপতি ও কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনার আয়োজন করেছিল আইসিসি। এদিনের সম্মেলনের প্রেক্ষিতে আরও বড়, ২০৩০-এর মধ্যে ভারতের অর্থনীতিকে ৭ লক্ষ কোটি ডলারে

নিয়ে যাওয়া এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে ৩০ লক্ষ কোটি ডলারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা। অর্থমন্ত্রী ডঃ স্বপন দাশগুপ্তের কথায়, 'গত একদশকে ভারতের অর্থনৈতিক পরিসরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। আন্তর্জাতিক অংশীদাররা ভারতীয় বাজারে জায়গা করে নিতে চাইছেন। অন্যদিকে, ভারতীয়

আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে নিজেদের আগ্রহের কথা তুলে ধরেন বিদেশি রাষ্ট্রদূত আহমেদ রামা আজি নান্সন বলেন, 'পর্বতশিল্পের বিকাশ এবং ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতির ডিজিটাল রপান্তরে ভারতের প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা বড় ভূমিকা নিতে পারে।' নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত মারিসা লুইসা জেরার্ড জানান, ইউরোপীয় ইউনিয়নে ভারতের অন্যতম শীর্ষ বাণিজ্য অংশীদার তাঁর দেশ। মে মাসে দুই দেশ জল ব্যবস্থাপনা, কৃষি, স্বাস্থ্য, জাহাজ চলাচল, জলবায়ু, শক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কৌশলগত অংশীদারিত্ব ঘোষণা করেছে। সেই সহযোগিতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সাতটি সংস্থার একটি প্রতিনিধিদল পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসার নতুন সম্ভাবনা খুঁজতে এসেছে।

অন্যদিকে, জলবিদ্যা-সমৃদ্ধভিত্তিক জ্ঞাননি এবং কম-কার্বন সমৃদ্ধিতে নরওয়ের দক্ষতার কথা তুলে ধরেন দেশটির রাষ্ট্রদূত মে এলিন স্টেনার।

এবং প্রতিবেশী বাজারের নৈকট্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানোর শক্ত ভিত তৈরি করে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে নিজেদের আগ্রহের কথা তুলে ধরেন বিদেশি রাষ্ট্রদূত আহমেদ রামা আজি নান্সন বলেন, 'পর্বতশিল্পের বিকাশ এবং ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতির ডিজিটাল রপান্তরে ভারতের প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা বড় ভূমিকা নিতে পারে।' নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত মারিসা লুইসা জেরার্ড জানান, ইউরোপীয় ইউনিয়নে ভারতের অন্যতম শীর্ষ বাণিজ্য অংশীদার তাঁর দেশ। মে মাসে দুই দেশ জল ব্যবস্থাপনা, কৃষি, স্বাস্থ্য, জাহাজ চলাচল, জলবায়ু, শক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কৌশলগত অংশীদারিত্ব ঘোষণা করেছে। সেই সহযোগিতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সাতটি সংস্থার একটি প্রতিনিধিদল পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসার নতুন সম্ভাবনা খুঁজতে এসেছে।

অন্যদিকে, জলবিদ্যা-সমৃদ্ধভিত্তিক জ্ঞাননি এবং কম-কার্বন সমৃদ্ধিতে নরওয়ের দক্ষতার কথা তুলে ধরেন দেশটির রাষ্ট্রদূত মে এলিন স্টেনার।

কলকাতায় বাণিজ্য সম্মেলন

আলিমুদ্দিনের সামনে চণ্ডীপাঠ, পালটা পোস্টার

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : সিপিএমের দলীয় কামালীয় আলিমুদ্দিনের সামনে পোস্টার যুদ্ধের পর এবার চণ্ডীপাঠ করল সনাতনিনারা। সিপিএম সহ সব বামপন্থীরা 'হিন্দুধর্ম বিরোধী' এই অভিযোগে মঙ্গলবার সকাল থেকে মুজফ্ফর আহমেদ ভবন থেকে চিল ছোড়া দূরত্বে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আরপিআই। সেখানে হাজির ছিলেন বিজেপি নেতা, বিধায়ক থেকে শুরু করে সাধুসন্তরা। দুপুর পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলে। অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে এই কর্মসূচিকে বিপ্লব বলে দাবি করেছেন বিজেপি নেতা সায়াস্তন বসু। তিনি বলেন, 'এখানে চণ্ডীপাঠ হচ্ছে মানে এটি বড় বিপ্লব। প্রতিবিপ্লবও বলতে পারেন। আজ সেই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে আসলাম।' এদিনই ওই কর্মসূচিস্থল থেকে খানিকটা দূরত্বে নাগরিক কনভেনশন হয়েছে। তার আগে সনাতনিনদের এই চণ্ডীপাঠের অনুষ্ঠানের বিষয়টি চাউর হতে পালটা পোস্টার দেয় সিপিএমও। দলীয় দপ্তরে ঢোকার মুখেই শারদীয়ার পোস্টারে লেখা হয়, 'সাম্প্রদায়িক, জাতিবিদ্বেষী, বর্ণ বিদ্বেষীরা ছাড়া সবাই স্বাগত। শুভ শারদীয়া।'

সম্প্রতি 'বামবধ' নামে দুর্গাপ্রার্থনা পোস্টার পড়ে আলিমুদ্দিনে ঢোকার মুখে। পালটা হিটলারের কথা স্মরণ করিয়ে সিপিএমও পোস্টার দেয়। তবে এদিনের চণ্ডীপাঠের কর্মসূচি যেন বিজেপি বনাম বামদের তর্জা আরও কয়েক গাপ বাড়িয়ে দিয়েছে। এর আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের

সামনে সাধুসন্তদের নিয়ে কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বারবার বামশৈলের ইশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। সেই যুদ্ধ এবার আলিমুদ্দিনে গিয়ে পৌঁছেছে। সকাল থেকে উদাত্ত কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ করতে থাকেন বেশ কয়েকজন মহিলা। চণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা সত্যজিৎ দাস বলেন, 'যে আলিমুদ্দিন দীর্ঘদিন ধরে বাংলায় হিন্দু বিরোধী পরিচিত কেন্দ্র, তার

পাশেই আমরা বলতে চাই, বাংলার সস্কৃতি কোনও রাজনৈতিক দলের সম্পত্তি নয়। সনাতন ধর্ম, ভারতীয় সভ্যতা ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য কোনও বামপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকে না।' কটাক্ষের সূরে সিপিএম নেতা সৃজন চক্রবর্তী বলেন, 'আমাদের কর্মীরা অছেন ওদের সটিকভাবে চণ্ডীপাঠ করাটা শিখিয়ে দেবেন।'

প্রকাশ, লাভাসার অভিযোগ

রিমি শীল

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : দেশজুড়ে নিবর্তন প্রক্রিয়াকে নিজের অনুকূলে পরিচালনা করার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। মঙ্গলবার কলকাতার এক নাগরিক কনভেনশন থেকে কেন্দ্র ও বিজেপিকে আক্রমণ করলেন প্রাক্তন নিবর্তন কমিশনার অশোক লাভাস। কলকাতার ভারতীয় অভিনেতা প্রকাশ রাজ। অভিযোগ, নিবর্তন কমিশনকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে পুরো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকেই প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে। এর ফলে কমিশনের নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে সশঙ্ক্য তৈরি হয়েছে এবং মানুষ ব্যাঘ্র হয়ে রাস্তায় নামছে।

মুখ্য নিবর্তন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ এবং বিতর্কিত 'এসআইআর' বাতিলের দাবিতে সারা দেশে সাধারণের মাধ্যমে কারা ভোট দেবেন আর কারা দেবেন না, তা

ভট্টাচার্য সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র'-এ এই বিশেষ নাগরিক কর্মসূচির আয়োজন করেছিল নাগরিক মঞ্চ। সাংবিধানিক ন্যায়বিচার ও জনগণের ভোটাধিকার রক্ষায় আয়োজিত এই কনভেনশনে শরীরের উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও শারীরিক কারণে অশোক লাভাস ও প্রকাশ রাজ ভাটুয়ালি বক্তব্য রাখেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে সরাসরি উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন আইএএস ও রাজসভার সদস্য জহর সরকার সহ একঝাঁক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

প্রকাশ রাজ অভিযোগ করেন, দেশে সুপ্রাকল্পিতভাবে বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলকে ভাঙার চক্রান্ত চলছে। তিনি বলেন, 'বর্তমান মুখ্য নিবর্তন কমিশনার দায়িত্ব নেওয়ার আগেও দেখা গিয়েছে মহারাষ্ট্র, কণাটক, তামিলনাড়ু ও বিহারে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে বিরোধী দলগুলিকে দুর্বল করা হয়েছে।' ভোটার তালিকা সরঞ্জামের মাধ্যমে কারা ভোট দেবেন আর কারা দেবেন না, তা

নির্দিষ্ট করে একটি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছে বলে তিনি দাবি লিখেছেন, 'কলকাতায় ফেরাটা মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, সেজন্যই মোদি সরকার কমিশনকে ব্যবহার করছে। দেশজুড়ে নাগরিক সমাজকে এক জোট হয়ে পরবর্তী পদক্ষেপের পরিকল্পনা করার পরামর্শ দেন তিনি।

নিবর্তন কমিশনের বর্তমান ভূমিকা ও স্বচ্ছতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রাক্তন নিবর্তন কমিশনার অশোক লাভাস বলেন, 'গত ৭৫ বছর ধরে দেশবাসীর যে নিবর্তন কমিশনের ওপর আস্থা ছিল এবং যা বিশ্বজুড়ে প্রশংসা কুড়িয়েছে, আজ সেই কমিশনকে নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। ইতিহাসে কখনও এভাবে মানুষকে কমিশনের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামতে দেখা যায়নি।' খেলাধুলোয় নিরপেক্ষ আত্মপারায়ের গুরুত্বের উদাহরণ টেনে তিনি সতর্ক করেন, কমিশনের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হলে নিবর্তনের ফলাফলের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অনেক ছাত্রপোকা, আরশোলা দেশের মধ্যে থেকে ভারতকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে, এদের থেকে সাবধান থাকবেন।' পাশাপাশি শহরে নকশালরদের থেকেও সাবধান হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'দিমাগি নকশালরা কাম্বীর মাড়ে আজাদি স্লোগান দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতকে তাই শক্ত করা দরকার।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আপনাদের জন্য একটা ভালো খবর, সিএ শংসাপুর দেওয়া অধিকারী এখন রাজ্য। তাই আগামীদিনে সিএ শংসাপুর পেতে এখন আর কোনও সমস্যা হবে না।'



চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গাৎসব পূজা কমিটির প্রতিমা। মঙ্গলবার। ছবি : দেবাচন চট্টোপাধ্যায়

কালীঘাট-তৃণমূলকে বাধা পুলিশের মিছিল শুরু ও শেষ রাজাবাজারেই

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে প্রতিবাদ মিছিলে শহরে থেকেও এলেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জ্ঞানেশ-কাণ্ডে প্রথম কলকাতায় পথে নামার ডাক দিয়েছিল মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূলের ছাত্র-যুবরা। কথা ছিল রাজাবাজার থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত মিছিলের পর সভা করার। কিন্তু শেষপর্যন্ত রাজাবাজারে জমায়েত ও সভা করার পর রাজাবাজার ইএসআই পর্যন্ত মিছিল করেই কর্মসূচিতে দাঁড়ি টানল তৃণমূল। তবে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর বাধা সত্ত্বেও রাজাবাজারে দলীয় কর্মসূচিতে উপস্থিতি খারাপ ছিল না। মঙ্গলবার কর্মসূচিতে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, দোলা সেন, কৃণাল ঘোষরা উপস্থিত ছিলেন।

দিল্লিতে সিজেপির আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে ইন্ডিয়া জোটের কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সূত্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার কথা ছিল ইন্ডিয়া জোটের নেতাদের সঙ্গে মমতারও। কিন্তু রবিবার রাতেই প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত জানিয়ে দেন, তিনি কোনও বিচারনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করবেন না। এরপরই তড়িঘড়ি কলকাতায় ফেরেন মমতা। অনেকেই ভেবেছিলেন দলের ছাত্র-যুবদের ডাকা প্রথম প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যোগ দেবেন মমতা। সোমবার ঢেচলার পূজো উদ্বোধনে গিয়ে মমতা-তৃণমূলের কর্মসূচি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ইশিয়ারিতে জল্পনা আরও বেড়েছিল। সোমবার রাতেই মুখ্যমন্ত্রী ইশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, 'মিছিল করতেই দেব না। পুলিশ কমিশনারকে বলেছি রাজাবাজার থেকে এক পাও এগোতে দেবেন না। যেখানে জরু সেখানেই শেষ হবে।' পুলিশ প্রশাসনকে শক্ত হাতে 'বিশৃঙ্খল' মোকাবিলা করার নির্দেশও দিয়েছিলেন তিনি।

মঙ্গলবার কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় নন্দা মিছিল শুরু করার ইজাানা, মিছিলের ব্যাপারে সরকারিভাবে কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি। তা সত্ত্বেও দুপুর দুটো নাগায় রাজাবাজারে জমায়েত শুরু হয়। কিন্তু বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয়



জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে মমতা-তৃণমূলের পথসভা। মঙ্গলবার।

কথা ছিল না। তবে কৃণাল ঘোষ, দোলা সেন, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়রা প্রতিবাদে অংশ নেন। মিছিল থেকে বারবার জ্ঞানেশ কুমারের নামে চোর চোর স্লোগান ওঠে। মিছিল অটাকাতে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনকে কটাক্ষ করে বেলঘাটার বিধায়ক কৃণাল ঘোষ বলেন, 'মমতার নামেই এত ভয়? একটা মিছিলে মিছিলকে ঠেকাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামাতে হবে?' কৃণালের অভিযোগ, কর্মসূচি বাবচাল করতে যেভাবে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে গোটা এলাকাকে অবরুদ্ধ করে দলীয় কর্মীদের পথ আটকানো হয়েছে, তাতে স্পষ্ট যে ওরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দলকে ভয় পাচ্ছে। বঙ্গের সুরে তিনি বলেন, 'ওরে হুন্স! রাজার নেন, যুদ্ধ করে তোর করবীটা তা বলা।' রাজ্যসভার সাসেন দোলা সেনের অভিযোগ, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে গিয়ে প্রতিবাদ করছেন। দিল্লি ও দেশের মানুষ বুঝেছে, এভাবে পুলিশ দিয়ে মিছিল আটকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আটকানো যাবে না।' তবে সরকারের পুলিশ মোতায়েনকে সমর্থন করে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী তাপস রায় বলেন, 'উনি একটা অবজিক্টে ঘনটা ঘটিয়ে দিলে তার দায় কৈ নেবে? তখন তো নৃত্য করবেন। মানুষ আমাদের বিপুল জনাদেশ দিয়ে সরকারে বসিয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায় সরকারের।'

বাহিনী কার্যত সেই কর্মসূচিকে ঘিরে ফেলে। শেষপর্যন্ত পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ২০০ মিটার প্রতীকী মিছিল করার অনুমতি দেওয়া হয়।

জল্পনা থাকলেও এদিনের মিছিলে ছিলেন না তৃণমূল সূত্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে কালীঘাট সূত্রে জমা গিয়েছে, ওই কর্মসূচিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারোরই যাওয়ার

মুখ্যমন্ত্রীর মুখে ফের আরশোলা কটাক্ষ

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : পূজো উদ্বোধনে গিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর মুখে ছাত্রপোকা, আরশোলা কটাক্ষ। ককরোক্ত জনতা পার্টির আন্দোলন ও দিমাগি নকশালদের থেকে সতর্ক থাকার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। দেবী দুর্গার কাছে অসুর বধের শক্তি দেওয়ার জন্য প্রার্থনাও জানানলেন তিনি।

বেশিরভাগ পূজোর উদ্বোধনেই চাহিদা বেশি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মানুষের সেই দাবিই মোতাবে মুখ্যমন্ত্রী টুটুনে কলকাতা থেকে জেলায় জেলায়। মঙ্গলবার নয়িয়ার পূজো, কালীঘাট ও বনগায় পূজো উদ্বোধনে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বনগায় গান্ধিপল্লি বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের পূজোর অন্যতম উদ্যোক্তা খ্যামদাসী অশোক কীর্তিনীয়া। দাপুটে নেতা অশোক এবার রাজ্যের মন্ত্রী। একইসঙ্গে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ অনুগামী বলেও পরিচিত। তাই দিল্লি যাওয়ার তাড়া থাকলেও বনগায় পূজো উদ্বোধনকে বাদ দেননি মুখ্যমন্ত্রী। পূজোর মঞ্চ থেকেই মুখ্য নিবর্তন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে সনোদার দাবিতে দেশজুড়ে সিজেপির আন্দোলন নিয়ে সতর্ক করেন মুখ্যমন্ত্রী।

আসন্ন কুয়াশাচ্ছন্ন মরসুমে দুই জোড়া ট্রেন বাতিল থাকবে/চলাচলের দিন হ্রাস পাবে

আসন্ন কুয়াশাচ্ছন্ন মরসুমে মোকবিলা করার জন্য, নিম্নলিখিত ০২ জোড়া ট্রেন/এক্সপ্রেস ট্রেন সম্পূর্ণ বাতিল থাকবে/চলাচলের দিন হ্রাস পাবে, যার বিবরণ নিম্নরূপঃ—

● সম্পূর্ণ বাতিল : (১) ১৪০০৪ নিউ দিল্লি - মালদা টাউন এক্সপ্রেস (যারা শুক্রর তারিখঃ ০৩/১২, ০৬/১২, ১০/১২, ১৩/১২, ১৭/১২, ২০/১২, ২৪/১২, ২৭/১২, ৩১.১২.২০২৬; ০৩/০১, ০৭/০১, ১০/০১, ১৪/০১, ১৭/০১, ২১/০১, ২৪/০১, ২৮/০১, ৩১/০১, ০৪/০২, ০৭/০২, ১১/০২, ১৪/০২, ১৭/০২, ২০/০২, ২৪/০২, ২৮/০২ ও ৩১.০২.২০২৭ = ২৬ টি ট্রা।) (২) ১৪০০৩ মালদা টাউন - নিউ দিল্লি এক্সপ্রেস (যারা শুক্রর তারিখঃ ০৪/১২, ০৮/১২, ১২/১২, ১৫/১২, ১৮/১২, ২১/১২, ২৪/১২, ২৮/১২.২০২৬; ০২/০১, ০৫/০১, ০৮/০১, ১২/০১, ১৫/০১, ১৮/০১, ২০/০১, ২৮/০১, ৩১/০১, ০২/০২, ০৫/০২, ০৮/০২, ১২/০২, ১৫/০২, ১৮/০২, ২০/০২, ২৮/০২, ৩১/০২ ও ০২.০২.২০২৭ = ২৬ টি ট্রা।)

● চলাচলের দিন হ্রাস : নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নলিখিত বাতিল থাকবে : (১) ২২৪০৬ আন্দোল বিহার টার্মিনাল-ভাগলপুর পর্যন্ত যাত্রা শুক্রর তারিখঃ ০২/১২, ০৬/১২, ১৩/১২, ২৮/১২, ৩০.১২.২০২৬; ০৩/০১, ০৬/০১, ১০/০১, ২০/০১, ২৭/০১, ৩০/০১, ১০/০২, ১৭/০২ ও ২৪.০২.২০২৭ = ১৬ টি ট্রা। (২) ২২৪০৭ ভাগলপুর-আন্দোল বিহার টার্মিনাল পর্যন্ত যাত্রা এক্সপ্রেস : যারা শুক্রর তারিখঃ ০৩/১২, ০৬/১২, ১০/১২, ১৭/১২, ২৪/১২, ২৮/১২, ৩১.১২.২০২৬; ০৭/০১, ১৪/০১, ১৮/০১, ২১/০১, ২৪/০১, ২৮/০১, ৩১/০১, ০৩/০২ ও ২৪.০২.২০২৭ = ১৬ টি ট্রা। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রাকপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মালদা টাউন-শুকুর বস্তী-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন

উৎসবের মরসুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে ০৩৪০৯/০৩৪০৯ মালদা টাউন-শুকুর বস্তী-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংকীর্ণ কর্মসূচি, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ এবং গঠন অনুযায়ী চলাবে :

মালদা টাউন-শুকুর বস্তী	০৩৪০৯	০৩৪০৯	শুকুর বস্তী-মালদা টাউন	
তারিখ	পৌঃ	ছাত্র	পৌঃ	তারিখ
—	১০.০০	মালদা টাউন	০১.৪৫	১১.১০.২৬
১২.৫০	১২.৫৫	সাহেবগঞ্জ	২২.২৫	২২.৩০
১৪.১০.২৬	১৪.৪৫	ভাগলপুর	২০.৫৫	২১.০৫
১৪.৫৫	১৪.১০	ভাগলপুর	১৯.৫৫	১৯.২০
২০.৫৫	২০.২০	পাটনা	১৫.৫০	১৬.০০
১৬.১০.২৬	১৬.১৫	বিল্লি	১৯.৩০	১৯.৩৫
১৭.০০	—	শুকুর বস্তী	—	১৮.০০

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি প্রথমিকভাবে উভয় অভিমুখে নিউ যরাক, বড়হরওয়া, কহলগাঁও, সুলতানগঞ্জ, অভয়পুর, কুইল, মোকামা, বখতিয়ারপুর, রাজেশ নগর টার্মিনাল, দানাপুর, আর, বরার, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, সুবেলগঞ্জ, গোবিন্দপুত্রী এবং টুণ্ডলা টেশনের মাধ্যমে। চলাচলের তারিখ/দিন : মালদা টাউন থেকে ০৩৪০৯-১৬.১০.২০২৬ তারিখ (শুক্রবার) = ০১টি ট্রিপ এবং শুকুর বস্তী থেকে ০৩৪০৯-১৭.১০.২০২৬ তারিখ (শনিবার) = ০১টি ট্রিপ। গঠন : এসি ও টিআর - ০৬, ট্রিপার ক্রস - ০৬, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (এলএস) - ০৬, এলএলএলএলটি - ০১ এবং পার্গার কর-০১ = ২২টি কোচ। স্ক্যাটরিং : মেস/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রাকপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন : @EasternRailway f @easternrailwayheadquarter



ঐক্যের মাঝে সংশয়

শাসককে দড়ি ধরে টেনে নামাতে বিভিন্ন শক্তি জোট বেঁধে থাকে। ইতিহাসে সেরকম উদাহরণ অজস্র। যদিও সেই শক্তিগুলির মধ্যে মতাদর্শের হাজার ফারাক থাকে। তীব্র মতপার্থক্যও থাকে পরিস্থিতির বিপ্লবণ নিয়ে। কিন্তু পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতায় বিভিন্ন মতবাদের শক্তি একত্ববদ্ধ হয়। পৃথিবীর দেশে দেশে এরকম ঘটনা অনেক। এই ধরনের একা চিরস্থায়ী হয় না। মূল্য লক্ষ্য হাসিল হলে একতার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। আবার কখনও মাঝপথে জোট ভেঙে পড়ে।

ইন্দিরা গান্ধিকে গদীচ্যুত করতে সফল হয়েছিল জনতা পার্টি ও বামদের জোট। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে বিভিন্ন শক্তির মিলিত রূপ জনতা পার্টি ভেঙে খানখান হয়ে গিয়েছিল। বামদের সঙ্গে জনতা পার্টির সখ্যও বেশদিন টেকেনি। বামেরা বিদ্রোহ করায় ইউপিএ (সোনিয়া গান্ধি যার চেয়ারপার্সন ছিলেন) একসময় শক্তি হারিয়েছিল। বাংলায় বামদের সরানোর কিছুদিনের মধ্যে কংগ্রেস-তৃণমূলের জোট ভেঙে গিয়েছিল। ঘরোয়া বিবাদে বারবার রক্তক্ষরণ ঘটতেছে ‘ইন্ডিয়া’ জোট।

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) ও মুখ্য নিবাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে এখন আবার বেশ সক্রিয় ‘ইন্ডিয়া’। বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার সিপিএমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে মরিয়া। গত কয়েক বছর ধরে সিপিএম ও কংগ্রেসের মাথামাথি বেশ ভালোই। এখন তেমন অতি বাম বলে পরিচিতরাও ‘ইন্ডিয়ায়’ সক্রিয়। সর্বশেষ মিছিলে রাহুল ও প্রিয়ংকা গান্ধির পাশে আইসা সভাপতি নেহা বোরার উপস্থিতি সেই ছবিটা তুলে ধরেছে।

এর পিছনে কোনও মতাদর্শগত লক্ষ্য নেই। সকলেরই উদ্দেশ্য, ভোটের কারবারে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠা এবং কেন্দ্র থেকে বিজেপিকে অপসারণ। বাংলায় সিপিএম ও কংগ্রেস পরস্পরের হাত ধরেছিল ক্ষমতা থেকে তৃণমূলকে অপসারণ করতে। তৃণমূল অপসারিত হয়েছে বটে। কিন্তু তার পেছনে কংগ্রেস, সিপিএমের ভূমিকা নেই। পুরোপুরি বিজেপির জয়ে তৃণমূলকে সরে যেতে হয়েছে। (কোণসময় মমতা শিবিব এখন ষড়কূটের মতো সিপিএম, কংগ্রেসকে আঁকড়ে ধরছে।

সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবির সঙ্গে ফেনালাপ ও আক্রান্ত হওয়ার পর তড়িঘড়ি বিকাশ ভট্টাচার্যের বাড়িতে যেতে মমতার ইচ্ছাপ্রকাশ তার প্রথম। রাজ্য সরকারের বাধ্য বাংলায় কোনও কর্মসূচি করতে না পেরে নয়াদিল্লিতে গিয়ে ‘ইন্ডিয়া’ জোটে সক্রিয়তা বাড়িয়ে তিনি জাতীয় রাজনীতিতে ভেসে থাকতে মরিয়া। হাতেকো পাশে নিয়ে রাহুল-প্রিয়াংকার মিছিলের পেছনে তরুণ প্রজন্মকে কাছে টানার গভীর উদ্দেশ্য আছে।

ককরোড জনতা পার্টি তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করছে। কিন্তু এই দলটি বিজেপির বিরোধিতা করলেও ‘ইন্ডিয়া’র ঘনিষ্ঠ হয়নি। আপাতত তেমন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তবে বাম ছাত্রদের বড় অংশ ককরোড জনতা পার্টির সঙ্গে পায় পা মিলিয়ে চলছে। সেই বাম পড়ুয়াদের মধ্যে লড়াই নেত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটতেছে নেহা বোরার। দেশভ্রম্ভে নবীন প্রজন্মে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে। রাহুল-প্রিয়াংকাদের তাই মিছিলে নেহাকে আগলে হাঁটতে দেখা গেল। ক্ষমতা থেকে বিজেপিকে বিতাড়ন বা জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের লক্ষ্য শেষপর্যন্ত সফল হবে কি না, তা নিয়ে গভীর সংশয় আছে। কেননা, ‘ইন্ডিয়া’র শরিকদের আলদা আলদা স্বার্থ আছে। বাংলায় বাইরের বিষয়ে মাথাব্যথা নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আবার সিপিএম, কংগ্রেসেরও পাখির চোখ বাংলার ক্ষমতা। উত্তরপ্রদেশ এককভাবে দখল অখিলেশ যাদবের মূল লক্ষ্য। সিপিএমের নজর কেরলে থাকলেও সেখানে আবার পথের কটা ক্ষমতাসীন কংগ্রেস।

অন্যদিকে, নেহা বোরার কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতাদের সঙ্গে মাথামাথির ছবিটা কটর বামপন্থীদের মনে সংশয় জাগিয়েছে। এতে বামমনস্ক মানুষ বিরূপ হতে পারে। কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে একই বিরূপতা বাম মানসিকতায় বিশ্বাসী অনেকের আছে। তাছাড়া ভিন্ন মতাদর্শের সঙ্গে পাশে নেহার ছবিটা প্রতীকী অর্থে হলেও সন্দেহ তৈরি করছে, এই অতি বামেরা তাদের পৃথক চরিত্র ধরে রাখতে পারবে কি। নানাবিধ স্বার্থের সংঘাত ও লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার আশঙ্কার মেঘ চারিদিকে।

অমৃতধারা

কখনও কোনও প্রলাভনের মধ্যে পড়িলে নিজগুণ জীবনের ব্যাধি-যন্ত্রণা এবং এই নম্বর দেহের চরম পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। জীবনের অমূল্য সময়কে আলস্য, জড়তা ও শেথিল্যাবশত নষ্ট করিও না। কোনওক্রমেই সময়-সুযোগ নষ্ট করা কাহারও পক্ষে সম্ভবিনা নয়। বীর সাধক যে, সে কখনও কোনও ব্যর্থতা বিফলতাতে বিরত না হইয়া আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া আত্মবিশ্বাসী বলে বলীয়ান হইয়া আপন কর্তব্য পক্ষে সিংহ-বিক্রমে বিচরণ করিয়া থাকে। অনার্যের জন্য অনুতাপ অনুশোচনা করিও যাহাতে পুনরায় আর তাহা করিতে না হয়। এই ধারণা সত্য হৃদয়ে জাগরুক রাখিও যে, তোমার শক্তি সামর্থ্য কাহারও অপেক্ষা কম নহে। জীবনের উন্নতির মূল -আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যদাবোধ।

—শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

আজকের দিনে
জন্মগ্রহণ করেন
স্বাধীনতা
সংগ্রামী
লালা হরদয়াল।



প্রাক্তন ভারতীয়
ক্রিকেটার
লোক।
গৌতম গম্ভীরের
জন্ম আজকের
দিনে।



অনেকে ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব ছড়াচ্ছেন। তারা বলছেন, আমরা বিজেপির লোক। বিজেপির নির্দেশে আমরা এই কাজ করছি। গত ১০ অক্টোবর আমরা যে পুলিশি দমন-পীড়ন দেখেছিলাম, গতকাল ‘ইন্ডিয়া’ জোটের কর্মসূচিতে তেমন কিছু ঘটেনি। সরকার এভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেয়। মানুষের মধ্যে যেন সন্দেহ ও অবিশ্বাস তৈরি হয়। সুবার কাছে আমার অনুরোধ, সরকারের এই আমলাতন্ত্র বুরুল। তাদের উদ্দেশ্য, আমরা যেন একে অপরের সন্দেহ করতে থাকি। ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব বিশ্বাস করে নিজেদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে দেবেন না।

— অর্জুণ দীপকে

ভাইরাল/১



‘বিশাখা এক্সপ্রেস’ কাচেগুড়া স্টেশনে ছাড়লি। একজন ক্রেতার সন্তানকে নিয়ে চলন্ত ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করেন। পা পিছলে রেললাইন ও ট্রেনের মাঝে পড়ে যাচ্ছিলেন। এক মহিলা আরপিএফ কর্মী তাকে প্লাটফর্মে তুলে নেন। রক্ষা বাবা-শিশুর।

ভাইরাল/২



১০ টাকার কয়েন জমিয়ে কিনে ফেললেন সাধের স্কুটার। তেলোঙ্গানার লাক্ষ্মেস্তিপেটের এক যাজক ২০২৩ থেকে ১০ টাকার কয়েন জমাচ্ছিলেন। তিন বছর ধরে জমানোর পর বস্ত্রভর্তি কয়েন নিয়ে বাইকের শোরুমে আসেন। ১,২৩ লক্ষ টাকার কয়েন গুনতে দু-ঘণ্টা সময় লাগে কর্মীদের। তারপর নতুন স্কুটারের চাবি দেওয়া হয় তাকে।

কৌশল আর আদর্শের টানাপোড়েন

মোহন ভাগবত যখন নিউ ইয়র্কে দাঁড়িয়ে বলেন, ‘যে হিন্দু ভারত থেকে মুসলমানদের তাড়াতে চায়, সে আদতে হিন্দুই নয়,’ তখন স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে— এটি কি সত্যিই আরএসএস-এর আদর্শগত বিবর্তন, নাকি বিশ্বমঞ্চে নিজেদের নতুনভাবে তুলে ধরার এক সুকৌশলী কূটনৈতিক চাল?

কৌশিক কর্মকার



নিউ ইয়র্কে এক সমাবেশে বক্তব্যরত আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত।—ফাইল চিত্র

নির্দিষ্ট ছকে আটকে পড়েনি। এমনকি তাঁর উত্তরসূরি এমএস গোলওয়ালকরও গত শতকের সত্তরের দশকে প্রকাশে বলেছিলেন যে, জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী না হলে সংখ্যালঘুদের নিজস্ব আইন বা রীতিনীতি মেনে চলতে কোনও বাধা নেই। ভাগবতের মতো মোহন ভাগবতের মতো হিন্দু ভাবের একটু গভীরভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে নজর দিতে হত।

মোহন ভাগবতের এই বক্তব্যগুলো নিছকই কোনও আকস্মিক বা আবেগতড়িত মন্তব্য নয়; এটি আরএসএস-এর সুদূরপ্রসারী বিশ্বকৌশলের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আরএসএস এখন আর কেবল ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না। বিদেশে থাকা ভারতীয়দের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে তারা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দেশে নিজেদের শাখার বিস্তার ঘটিয়েছে। ভাগবতের উদ্দেশ্য স্পষ্ট—

বিশ্বমঞ্চে আরএসএস-এর যে একপাশে বা কটরপন্থী ভাবমূর্তি অনেক সময় তুলে ধরা হয়, তা বদলে ফেলা। আন্তর্জাতিক স্তরে পশ্চিমী বিশ্বের একাংশ অনেক সময় আরএসএস-কে কটরপন্থী শ্বেতাঙ্গ এবং ধর্মভিত্তিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে তুলনামূলক তুলনা করে থাকে। এই ধরনের তুলনা আরএসএস-এর বিশ্বব্যাপী বিস্তারের পথে একটি বড় বাধা। তাই ভাগবত এখন অত্যন্ত সুকৌশলে প্রমাণ করতে চাইছেন যে, পশ্চিমী দেশগুলোর মতো ভারত কেবল পেশিজাতিতে বলীয়ান কোনও আধুনিক সামরিক শক্তি হতে চায় না; বরং ভারত হতে চায় এমন এক ‘বিশ্বগুরু’, যে সারা বিশ্বেকে আধ্যাত্মিকতা, সহনশীলতা এবং বহুত্ববাদের পাঠ দেবে।

ভাগবতের সমর্থকরা এবং সংঘের তাত্ত্বিক নেতারা জোর গলায় বলছেন, আরএসএস কখনোই গোঁড়া সংগঠন ছিল না। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা কেবি হেতগাওয়ার, কোনওদিন নিজের নামে কোনও মতাদর্শ বা নির্দিষ্ট কোনও দর্শন সংগঠনের ওপর চাপিয়ে দেননি। তিনি সংগঠনকে যুগের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার এবং যৌথ নেতৃত্বের ওপর ভরসা করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এর ফলেই অন্যান্য রাজনৈতিক বা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মতো আরএসএস কোনও

এমন অনেক রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা ঘটেছে যা এই সম্প্রদায়ের বাস্তব সরাসরি সাহচর্যপূর্ণ নয়। কোথাও পাঠ্যবই থেকে নির্দিষ্ট ইতিহাসের অংশ বাদ দেওয়ার বিতর্ক, আবার কোথাও ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি কিছু নেতার আক্রমণাত্মক মন্তব্য— এই স্ববিরোধিতাগুলোই সমালোচকদের সন্দেহ বাড়িয়ে দেয়। তাদের মতে, হিন্দুত্ববাদ আদতে একটি বহুমুখী মতাদর্শ, যা রাজনৈতিক প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদের

আন্তর্জাতিক মঞ্চে আরএসএস প্রধান আজ যে বহুত্ববাদ এবং সম্প্রীতির বার্তা দিচ্ছেন, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। একদলের মতে, এটি ভারতের বিশ্বগুরু হয়ে ওঠার পথে সংঘের এক যুগান্তকারী আদর্শগত রূপান্তর। কিন্তু সমালোচকদের চোখে, নীচুতলার কিছু নেতার বাস্তব আচরণের সঙ্গে এই বার্তার অমিল থাকায় এটি নিছকই রাজনৈতিক কৌশল। এই দুই বিপরীতমুখী ব্যাখ্যার মাঝেই লুকিয়ে আছে হিন্দুত্ববাদের আগামীদিনের ভবিষ্যৎ।

খাপ খাইয়ে নেয়। বর্তমানে যখন রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শের ব্যাপক প্রভাব তৈরি হয়েছে, তখন শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষে একটু উদার ও মহানুভব সাজার সুযোগ তৈরি হওয়াটাই স্বাভাবিক। এতে আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের ভাবমূর্তি যেমন উজ্জ্বল দেয়, তেমনই সমালোচকদের যুক্তিতেও শান হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

এই পুরো বিষয়টিকে বুঝতে গেলে আরএসএস-এর একশো বছরের দীর্ঘ ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে মূলত তিনটি বড় রূপান্তর দেখা গেছে। প্রথমটি ছিল গোলওয়ালকরের আমলে, যখন সংগঠনের একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শগত রূপরেখা তৈরি হয়। দ্বিতীয় রূপান্তরটি ঘটে এমডি দেওয়ার সময়, যখন তিনি আরএসএস-কে কেবল উচ্চবর্ণের

ভাষার শালীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা

কুভাষা ও অন্ধবিশ্বাসের বিস্তার রুখতে দরকার যুক্তিবোধ, তথ্য যাচাই এবং মানবিকতার চর্চা।

শীলা সরকার



প্রতীকী



ভাষা যখন আক্রমণের অহ্র হয়ে ওঠে, সংস্কৃতির বদলে কুসংস্কার জাকিয়ে বসে, আর যুক্তির জায়গা দখল করে অন্ধবিশ্বাস, তখন বাহ্যিক উন্নয়নের আড়ালে শুরু হয় অবক্ষয়। প্রযুক্তি, মহাকাশ গবেষণা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতির এই সময়েও কুভাষা, বিদ্বেষ ও গুজবের বিস্তার প্রশ্ন তোলে, বিজ্ঞানের সঙ্গে মানুষের মনও কি এগোচ্ছে?

ভাষা শুধু পারস্পরিক সংযোগের মাধ্যম নয়, মানুষের চিন্তারও বাহন। শিক্ষা, রুচি ও মানসিকতার পরিচয় ভাষায় প্রকাশ পায়। মতের অমিল থাকতেই পারে, কিন্তু তা কাউকে অপমান করার অধিকার দেয় না। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মতের বিরোধ হলেই আক্রমণ, অশালীন মন্তব্য, বিদ্বেষ বা চরিত্রহননের প্রবণতা দেখা যায়। কখনও সম্পূর্ণ বক্তব্য না পড়েই মন্তব্য করা হয়, কখনও গুজবকে সত্য বলে প্রচার করা হয়। ফলে যুক্তির জায়গা ছোট হয়ে আসে, আর চিংচারের যেন সত্যের বিরুদ্ধে হয়ে দাঁড়ায়। কুভাষা শ্রোতাকে আঘাত করার পাশাপাশি বক্তার মানসিকতারও পরিচয় দেয়।

যুক্তির বদলে গালিগালাজ শক্তির পরিচয় হয়ে উঠলে সুস্থ সংলাপ হারিয়ে যায়। সংস্কার মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারে, কিন্তু কুসংস্কার চিন্তার স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে। দীর্ঘদিনের বিশ্বাস শুধু পুরানো বলেই সত্য হয় না। আবার পুরানো

বিন্দুবিসর্গ



সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী: সবাঁসটী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলায়ক চিত্রকর কীর্ত্তক দুহাসচন্দ্র তালুকদার সরাণি, সুভাষপুর, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাঁড়িভাসা, জগেন্দ্রপুর-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস: ২৪ হেমন্ত বসু সরাণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল: ৯০৭৫২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস: থানা মোড় ৭৩৫১০১, ফোন: ৯৬৪১২৮৯৩৩৬। প্রোবিশার অফিস: সিসভার প্রুবিণি রোড-৭৩৫১০১, ফোন: ৯৬৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস: এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট ৭৩৬১২২, ফোন: ৯৬৫৪৫৪৬৮৬৮। মালদা অফিস: বিহানি আবাসন, প্রাইড ফ্লোর (নেতাজি মেডের কাছে), গোলাপরি, বাঁধ রোড, আলদা-৭৩২১০১, ফোন: ৯৮০০৫৮৫৪৫০। শিলিগুড়ি ফোন: ৮৩৭৩০৯১৯৯১, জেনারেল ম্যানুজার: ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞান: ২৫২৪৭২২/২০৬৪৮৯০৯৬, সার্কুলেশন: ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ: ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅপ: ৯৭৩৫৭৩৬৩৭৭।

Editor & Proprietor: Subyashchi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E-Mail: uttarbanga@hotmail.com, Website: http://www.uttarbangesambad.in

গণতন্ত্রের জননী ভারত, বার্তা নরেন্দ্র মোদির ‘২৯-এও হারবেন, রাহুলকে খোঁচা শা’র

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : ভোট চুরি, এসআইআর বিতর্ক এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে লাগাতার প্রতিবাদ-বিক্ষোভ চলছে রাজধানীতে। সিইসির পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, বিজেপি, আরএসএস-কেও নিশানা করছে বিরোধী শিবির। এই



অর্থনৈতিক সম্মেলনে হাজির নরেন্দ্র মোদি। নয়াদিল্লিতে।

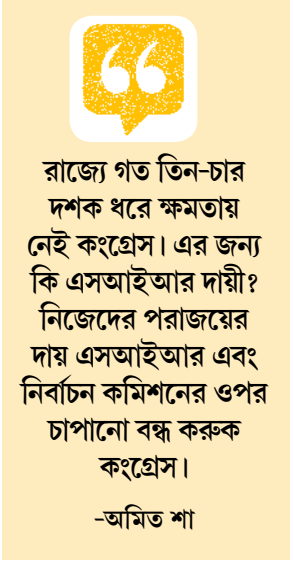
পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার স্ক্রমবার্গ নিউ ইকোনিমি ফোরামের বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ভারতের গণতন্ত্রের বড়াই করে বলেন, ‘ভারত গণতন্ত্রের জননী’। শতাধিক ভাষায় রয়েছে ভারতের। প্রায় ৮০ হাজার নথিভুক্ত সংবাদপত্র রয়েছে। ১ হাজারেরও বেশি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল রয়েছে। শুধু তাই নয়, সমাজমাধ্যমের যুগে ভারতে ৫০ কোটির বেশি ইউটিউব এবং ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারী রয়েছেন।’

মোদি মনে করিয়ে দিয়েছেন, ‘আমাদের দেশে দিয়েয়েছেন, খোলাখুলিভাবে বিভিন্ন ইস্যুতে বিতর্কে জড়তে পারেন। নাগরিকরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের বক্তব্য রাখতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর সাফ কথা,

‘কে ক্ষমতায় রয়েছে সেটা বড় প্রশ্ন নয়। বরং ক্ষমতা কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে সেটাই বড় কথা।’

দিল্লিতে প্রতিবাদ দমন করতে পুলিশের বলপ্রয়োগ, ধরপাকড়, যন্ত্রমস্তুরে প্রতিবাদ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির রাস্তায় হেঁটেছে কেন্দ্র। এই অবস্থায় মোদির মন্তব্যে চর্চা শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে।

নির্বাচন কমিশনের ওপর চাপানো বন্ধ করুক কংগ্রেস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনপ্রিয়তাকে এসআইআরের আড়ালে ঢেকে রাখা বন্ধ করা উচিত রাহুল গান্ধির।’



২০২৯ সালেও কংগ্রেস পরাজিত হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অপরদিকে পীযুষ গোয়েল বলেন, ‘সংবিধানকে অপমান করছেন রাহুল গান্ধি। নিজেদের অতীতের কথা ভুলে গিয়েছেন তিনি। ১০টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। রাহুলের কারশেই কংগ্রেস বারবার গণভাজয়ের সম্মুখীন হয়েছে। উনি সবচেয়ে বড় রেড স্ল্যাগ। সুপ্রিম কোর্টের পিটিশনে ১৪টি ক্রটি রয়েছে। রাহুলের নেতৃত্বে কংগ্রেস ভবিষ্যৎ অন্ধকারে রয়েছে।’

গান্ধিনগর পুরসভার পাশাপাশি বনসকাহ্না জেলার থারা পুরসভা এবং ধারকা জেলার ওখা পুরসভাও দখল করেছে পদ্মশিবির।

সিইসি-কে রক্ষাকবচ কেন্দ্র-কমিশনকে নোটিশ কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনারদের আইনি রক্ষাকবচকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে নোটিশ পাঠিয়েছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কাশ, বিচারপতি জয়মালা বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেক্ষ।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য নির্বাচন কমিশনার আইন, ২০২৩-এর ১৬ নম্বর ধারাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রে্যাটিক রিফর্মস (এডিআর) মামলাটি করেছে। বৃহস্পতিবার মামলার শুনানি। ওই আইনের ১৬ নম্বর ধারায় বলা আছে, দায়িত্বে থাকা বা প্রাক্তন কোনও সিইসি অথবা নির্বাচন কমিশনারদের বিরুদ্ধে তাঁদের সরকারি দায়িত্ব সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্য কোনও ফৌজদারি মামলা গ্রহণ বা চালিয়ে যেতে পারবে না।

যদিও সংবিধানের ৩২৪(৫) অনুচ্ছেদে বলা আছে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের মতো সিইসি-র অপসারণ সম্ভব। অপসারণের পদ্ধতিও একই হবে। সিইসি-র সুপারিশ ছাড়া অন্য নির্বাচন কমিশনারদের সরাসরে যাবে না। কংগ্রেস সাংসদ শশী ধারক এই বিষয়টি সামনে এনে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘জ্ঞানেশ কুমারের কোনও সাংবিধানিক রক্ষাকবচ নেই। ২০২৩ সালের শেষে বিজেপি সরকার একটি আইন পাশ করিয়ে তাঁকে আইনি রক্ষাকবচ দিয়েছে টিকই। কিন্তু তাঁর কাছে সাংবিধানিক রক্ষাকবচ নেই।’

মাদকবিরোধী আন্দোলন কর্মী খুন পঞ্জাবে

মানসা, ১৩ অক্টোবর : ফেসবুক লাইভ চলাকালীন পঞ্জাবের মানসায় এক ওষুধ বিক্রেতার গুলিতে প্রাণ হারালেন পরিচিত মাদকবিরোধী সমাজকর্মী পরবিন্দর সিং ঝোটা। দোকানে বেআইনি মাদক বিক্রির প্রতিবাদ করায় তাঁকে পয়েন্ট ব্ল্যাক রোঞ্জ থেকে গুলি করা হয়।

মঙ্গলবার সকালে এক প্রৌঢ়কে সঙ্গে নিয়ে ওই ওষুধের দোকানে যান পরবিন্দর। প্রৌঢ়ের দাবি ছিল, সেখান থেকেই তিনি মাদক কিনেছেন। এই নিয়ে দোকানদারের সঙ্গে বচসা শুরু হয় পরবিন্দরের। প্রায় চার মিনিটের সেই সরাসরি সম্প্রচারে দেখা যায়, দোকানদার হাতে পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বুক চিতিয়ে পরবিন্দর তাঁকে বলেন, ‘মার মুখে, মার মুখে।’ দোকানদারের কাছে সিসিটিভি ফুটেজ দেখার দাবি জানানোয় পরেই আচমকা গুলি চলে। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন পরবিন্দর। ঘটনায় নিহতের কয়েকজন সঙ্গী আহত হন। দোকান বন্ধ করে চাপট দেয় অভিযুক্ত।

গেট টপকে যন্ত্রমস্তুরে বিক্ষোভ ককরোচদের

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : প্রতিবাদ, বিক্ষোভ দেখানোর স্থানের তালিকা থেকে যন্ত্রমস্তুরের নাম সোমবারই মুছে দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সেই নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মঙ্গলবার যন্ত্রমস্তুরে ঢুকে বিক্ষোভ দেখালেন সৌরভ দাস, আশুতোষ রাফা, আজিজা শিন্ডের মতো ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) নেতারা। গেটের রেলিং টপকে তাঁরা যন্ত্রমস্তুরে ঢুকে পড়েন। তাঁদের হাতে ছিল ভারতের জাতীয় পতাকা। ‘ভারত মাতা কি জয়’, ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ স্লোগান দিতে থাকেন তারা। ককরোচদের এই বিক্ষোভ বেশিক্ষণ টেকেনি। সেখানে কর্তব্যরত পুলিশ তাদের আটক করে। সংগঠনের নেতাদের এভাবে আটক করায় ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে।

দেশে স্বৈরশাসন চলছে বলেও তোপ দাগেন তিনি। আটক

জেডিইউয়ের দপ্তরের দিক থেকে যন্ত্রমস্তুর যাওয়ার রাস্তায় একটি লোহার গেট টপকে ভিতরের ঢুকে পড়েন সৌরভরা। তিনি সমাজমাধ্যমে লেখেন, ‘আমরা যন্ত্রমস্তুর পুনর্দখল করেছি। আমরা যন্ত্রমস্তুরে ঢুকেছি। আর এবার আমাদের আটক করা হচ্ছে। সমস্ত তরুণদের উদ্দেশ্যে এই বার্তা। আমরা এটা করতে পারি। জ্ঞানু, ইউ আর ডান ব্রো।’ এই কড়া নজরদারিতে চোখ এড়াতে রীতিমতো কালাখান ছুঁতে নিয়মভাঙা চালকদের।

আটক সৌরভ-রাফা, ক্ষোভ দীপকের



স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কে? এটি একটি বিক্ষোভ প্রদর্শনের স্থান। আমরা যন্ত্রমস্তুর থেকে জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ করাব।’ ঘটনায় দিল্লি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অভিজিৎ দীপকে। কেন্দ্রকে বিধে তিনি বলেন, ‘আমাদের টিম আজ সকালে যন্ত্রমস্তুরে ঢুকছিল এবং জাতীয় পতাকা তুলেছিল। জাতীয় পতাকা উত্তোলন কবে থেকে আইনভুক্ত পরিণত হল? জাতীয় পতাকা তোলার জন্য কীভাবে কাউকে থেপ্তার করা যায়?’ দিল্লি পুলিশকে তাঁরা তোপ, যাদের হেপাযজতে নেওয়া হয়েছে তাঁদের আইন অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। গোটা দেশ যন্ত্রমস্তুরে পরিণত হবে। এটা শুধু একটি স্থান নয়। আমাদের আইনজীবীরা থানার ভিতরে ঢুকতে পারছেন না। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখানো হয়েছে। দেশে তানাস্থি চলছে।’

একজোট হয়ে লড়াইয়ের বার্তা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : আলাদা আলাদাভাবে সমান্তরাল আন্দোলন নয়, একটি উদ্দেশ্য নিয়ে একজোট হয়ে আন্দোলন করার বার্তা দিল বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। জ্ঞানেশ কাণ্ডে সোমবার সুপ্রিম কোর্ট অভিযানকে সামনে রেখে দিল্লির রাজপথে যে জনপ্রাবন দেখা গিয়েছে তাতে উচ্ছসিত বিরোধী শিবির। দিল্লি তথা দেশের সাধারণ মানুষকে তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। মঙ্গলবার তাঁর বাসভবনে ইন্ডিয়া জোটের নেতানৈরীদের সঙ্গে চায়ে পে চাচার বসেছিলেন তিনি। সেখানে হাজির ছিলেন জ্ঞানেশ জ্ঞানেশ আলোদনের দুই মুখ তথা বাম ছাত্রনেত্রী নেহা বোরা এবং ঐশী ষোষ। নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ এবং যোগেশ্ব যাদবও। বৈঠকের একটি বৌথ সাংবাদিক সম্মেলনও করেন বিরোধীরা। সেখানে সবার শেষে রাহুল গান্ধি বলেন, ‘রাজনৈতিক প্রতিরোধ থামবে না, মানুষের প্রতিবাদও চলবে। শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যেই লড়াই চালিয়ে যাবে বিরোধীরা।’

লোকসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, ‘দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও জনমতকে যারা খর্ব করেছেন, তাঁদের বিচারের মুখোমুখি করা হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে জবাবদিহি করতে হবে। ভোট চুরির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক এবং জনপ্রতিরোধ চলবে। শ্রেষ্পর্যন্ত জয় তাঁদেরই হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে বিচার হবেই। মোদি-শা-র চারপাশে থাকা জাল গুটিয়ে আনা হচ্ছে।’ তাঁর বিশ্বাস, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার

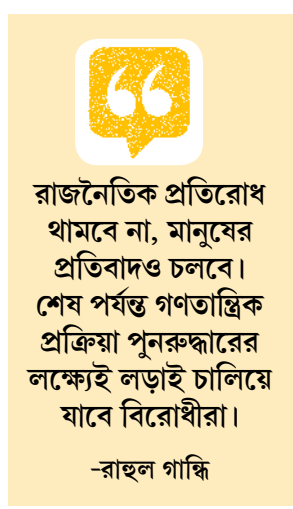
পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে সুপ্রিম কোর্ট, প্রধান বিচারপতি এবং দেশের বিচারব্যবস্থা নিজেদের ভূমিকা পালন করবে।

এদিন রাহুল গান্ধির পাশাপাশি একজোট হয়ে লড়াইয়ের বার্তা দেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সিপিআইয়ের সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা, সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি, এনসিপি-এসপি নেত্রী সুপ্রিয়া সুলে, মমতা-তৃণমূল সাংসদ সাগরিকা ঘোষ, শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় রাউত, আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণও। সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে ইন্ডিয়ার একাবদ্ধ ছবিটাকে ২০২৯ সালের লোকসভা ভোট পর্যন্ত আটুট রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২৪ ঘণ্টার নোটিশে রাস্তায় নামার জন্য তৈরি থাকার কথাও হয়েছে। তবে নবরাত্রি পর্যন্ত রাস্তায় নেমে কোনও আন্দোলন হবে না বলেই ঠিক হয়েছে। ১ নভেম্বর রামলীলা মরদায়ে ইন্ডিয়ার একটি জনসভা ডাকা হয়েছে। সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের মূল দাবিকে সামনে রেখে কীভাবে আন্দোলন জারি রাখা যায় সেবিষয়েই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি যন্ত্রমস্তুরে আন্দোলন, বিক্ষোভ চলবে না বলে কেন্দ্রীয় সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাও মানা হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন বিরোধীরা।

সাংবাদিক বৈঠকে অন্য বিরোধী নেতানৈরীদের পাশাপাশি বক্তব্য রাখেন আইসা সভানেত্রী নেহা বোরাও। তিনি বলেন, ‘গণরক্ত, সংবিধানের অভিন্ন শত্রুর নাম বিজেপি। দেশদ্রোহিতা করতে যারা তারা হলে বিজেপি। এটা করতে সাহায্য করেছে নির্বাচন কমিশন।’ আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ বলেন, প্রশান্ত ভূষণ বলেন, ‘২ অক্টোবর থেকে দিল্লিতে সিইসির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু



ইন্ডিয়ার বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল, খাড়গের সঙ্গে হাজির ছাত্রনেত্রী নেহা বোরা। নয়াদিল্লিতে।



হয়েছে। তাকে পদদলিত করতে সব বন্ধ করেছে সরকার। আধানো নামিয়েছে। প্রতিবাদ আমাদের সাংবিধানিক অধিকার। সবাই মিলে আন্দোলনে



লড়ব। শ্রমিক সংগঠনগুলিও আসবে। এটা গণতন্ত্রের লড়াই। আমরাই জিতব।’ অপরদিকে মমতা-তৃণমূলের সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেন, ‘ভোট কাটার জন্য



মঙ্গলবার ডাল লেকে।

‘লাদাখ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ’ ২৮ জায়গার নামকরণ নিয়ে চিনকে কড়া বার্তা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : লাদাখ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে এবং থাকবে। চিনের কোনও অযৌক্তিক আপত্তি এই বাস্তবতার বদল ঘটাতে পারবে না। লাদাখে ২৮টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের নামকরণের পর বেজিংয়ের আপত্তির কথা জবাব দিল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক।

সম্প্রতি লাদাখের ২৮টি স্থানের নতুন নামকরণ করেছে ভারত। উদ্দেশ্য, সীমান্ত সংরক্ষণ এলাকায় নিজেদের প্রশাসনিক ও কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার করা। ভারতের পদক্ষেপ প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভে ফুঁসে উঠে চীন। বেজিংয়ের দাবি, লাদাখের ওই এলাকাগুলির ওপর ভারতের অধিকার নেই। এই ধরনের নামকরণের তীব্র বিরোধিতা করেছে তারা।

চিনের এই অযৌক্তিক আপত্তির কথা জবাব দিয়েছে সাউথ ব্লক। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখ সম্পূর্ণভাবে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। চিনের কোনও ভিত্তিহীন আপত্তিতে এই বাস্তবতার বদল হবে না।’ বিদেশ মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে থাকা যে



■ লাদাখের ২৮টি জায়গার নতুন নামকরণ করেছে ভারত

■ এর তীব্র বিরোধিতা করেছে চিন

■ বিদেশমন্ত্রকের জবাব, লাদাখ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ

■ নিজেদের ভূখণ্ডের নামকরণে অন্য দেশের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই

■ অরুণাচলে চিনা আগ্রাসনের পালটা হিসেবে বেজিংকে এই বার্তা দিল্লির

কোনও ভৌগোলিক বা কৌশলগত স্থানের নামকরণের একচেটিয়া অধিকার শুধুমাত্র ভারতেরই রয়েছে।

এর জন্য অন্য কোনও দেশের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। এই ধরনের অবাস্ত্বিত হস্তক্ষেপ ভারত বরাদ্দ করবে না।

কূটনৈতিক মহলের মতে, অরুণাচলপ্রদেশকে ‘দক্ষিণ তিব্বত’ বলে দাবি করে চিন প্রায়ই সেখানকার বিভিন্ন অংশের চিনা নামকরণ করে থাকে। ভারত বরাবর চিনের সেই আগ্রাসী পদক্ষেপকে কড়া ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেছে। এবার ভারত নিজেরই লাদাখে কৌশলগত স্থানগুলির নামকরণ করে শি জিনপিংয়ের দেশকে তাদেরই ভাষায় জবাব দিল।

২০২০-তে পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পর থেকে ভারত-চিন সীমান্তে পরিস্থিতি থমকবে। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর দুই দেশই বিপুল সেনা মোতায়েন করেছে। বিভিন্ন স্তরের সামরিক ও কূটনৈতিক বৈঠকের পরেও সীমান্ত সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হয়নি। এই পরিস্থিতিতে লাদাখের সীমান্ত এলাকায় ভারতের দ্রুত পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং ২৮টি স্থানের নামকরণ বেজিংয়ের অসম্মতি যে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

আমেরিকায় ইউনুসকে ঘিরে বিক্ষোভ

নিউ ইয়র্ক, ১৩ অক্টোবর : নিউ ইয়র্কে জন এফ কেনেডি (জেএফকে) আন্তর্জাতিক নিমানবন্দরে বিক্ষোভ ও হেনস্তার মুখে পড়লেন বাংলাদেশের প্রাক্তন অন্তর্ভুক্তি সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুস। সোমবার দোহা থেকে কাতার এয়ারওয়েজের বিমানে তিনি নিউ ইয়র্কে পৌঁছেন। হুইলচেয়ারে করে টার্মিনাল ১ থেকে বেরোনোর সময় একদল প্রবাসী বাংলাদেশি তাঁকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, ক্ষুব্ধ প্রবাসীরা ইউনুসকে উদ্দেশ্য করে ‘আপনি একজন সন্ত্রাসবাদী’ এবং ‘আপনি হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছেন’ বলে স্লোগান দিচ্ছেন। তিনি কেন আমেরিকায় এসেছেন, সেই প্রশ্নও তোলেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের অভিযোগ, ইউনুসের আমলে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ধ্বংস হয়েছে এবং অসংখ্য পুলিশকর্মীর প্রাণ গিয়েছে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে নিরাপত্তারক্ষীরা দ্রুত ইউনুসকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যান। প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর পর এটাই তাঁর প্রথম বিদেশ সফর। বর্তমানে ইউনুসের হাতে গড়া গ্রামীণ ব্যাংকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্তের দাবি উঠেছে। বিক্ষোভ নিয়ে ইউনুসের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

স্বস্তি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : রাফল চুজি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ‘কমভায়-ইন-থিংক’ এবং ‘চোরো কে সদধি’ মন্তব্যের জেরে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে ফৌজদারি মানহানির মামলা চাচ্ছে নিম্ন আদালতে। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট সেই মামলায় স্থগিতাদেশ জারি করেছে।বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি অপরেশ কুমার সিংয়ের বেষ্ট একটি নোটিশ জারি করে চার সপ্তাহের মধ্যে কেফিয়াত তুলব করেছে। বিজেপি কর্মী মহেশ শ্রীশ্রীমাল অভিযোগ করেছিলেন, রাহুল যে মন্তব্য করেছিলেন তা অবমাননাকর এবং মোদির সম্মানহানি করেছেন তিনি। তিনি গিরগাঁওয়ের মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের করেছিলেন। তিনি এও অভিযোগ করেছিলেন, রাহুলের মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপির সদস্যদের লক্ষ্য করেছে করা হয়েছে। সেই কারণে তাঁদের সম্মানহানি হয়েছে।

ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে?’

প্রাথমিকভাবে ১৫ অক্টোবর থেকে ইউপিআই-এ মাশুল চালুর কথা ঘোষণা করা হয়। কেন্দ্র জানিয়েছিল, ২,০০০ টাকার বেশি লেনদেনের ক্ষেত্রে মার্চেন্টের ০.৪ শতাংশ হারে এমডিআর দিতে হবে। কিন্তু এই ঘোষণার পর থেকেই ব্যবসায়ীমহলে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। উৎসবের সময় এনিমতইে কেনাকাটা ও ডিজিটাল

লেনদেন বেশি হয়, তাই এই সময়ে মাশুল চাপালে ব্যবসায় ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছিলেন তারা। সেই চাপেই আপাতত পিছু হটল মোদি সরকার। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইউপিআই-এর দেশব্যাপী জনপ্রিয়তার অন্যতম মূল কারণই হল এর বিমামূল্যে পরিষেবা। এখন ব্যবসায়ীদের ওপর মাশুলের বোঝা চাপলে তা পরোক্ষভাবে সাধারণ ক্রেতাদের যাড়য়ে পড়বে।

দীপাবলির পরেই বসবে ইউপিআই চার্জ



শাহরুখের জন্মদিনে কিং-এর প্রথম বলক

২৪ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে কিং। প্রধান চরিত্রে শাহরুখ খান, ভিলেন অভিনেয় বচন, প্রেম করার দায়িত্বে আছেন শাহরুখ-কন্যা সুহানা খান ও অভয় বর্মা। নির্মাতারা চাইছেন ২ নভেম্বর শাহরুখ খানের জন্মদিনে কিং-এর প্রথম বলক প্রকাশ করতে। এই বলক প্রকাশের একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও করবেন তাঁরা, তারিখ ঠিক হয়নি। ছবির গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং শুরু হয়েছে ১১ অক্টোবর, চলতি মাসের মাঝামাঝি এই অংশের শুটিং শেষ করে পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ একটি নাচের দৃশ্যের শুটিংয়ে মন দেবেন। এই দৃশ্যে থাকবেন সুহানা খান, তাঁর নাচের দক্ষতা এই গান থেকেই দেখতে পাবেন দর্শকরা। ছবিতে আছে চোখ ধাঁধানো ভিএফএক্স, এই বিভাগে কাজ করছে প্রোডাকশন টিম। সব মিলিয়ে এবারের খ্রিস্টমাস জমজমাট করে তুলতে প্রস্তুতি নিচ্ছে কিং বা শাহরুখ খান ও তাঁর টিম।

একনজরে সেরা

অভিনেতার মৃত্যু

টেক্সাসে প্রয়াত ব্রেকিং ব্যান্ড সিরিজের ওয়াশ্‌টন হোয়াইট জুনিয়ার অর্থাৎ আরজে মিত্তে। বয়স হয়েছিল ৩৪। মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। এটি আত্মহত্যার ঘটনা হতে পারে মনে করে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। শৈশবে সেরিরালা পলসিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সেজন্যই শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য কাজ করেছেন। কেনেডি স্যুরেজের সঙ্গে তাঁর বাগদান হয়েছিল। শিল্পীমহলে শোকের ছায়া।

দুর্গা হোমা

৭৮ বছর বয়সে হোমা মালিনি দুর্গা হয়ে মঞ্চ মাতালেন। তেলেঙ্গানার আগরওয়াল সমাজের আত্মা ডাঙিয়া নবরাত্রি উদযাপনের জন্য ক্লাসিক কনভেনশনে এই অনন্য রূপে দেখা গেল অভিনেত্রীকে। অনুষ্ঠানের কিছু ছবি পোস্ট করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। লিখেছেন তাঁর জনপ্রিয় ব্যালে দুর্গার পারফর্ম করতে পেরে তিনি ধন্য। নেটজেন তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

পিছোল স্পিরিট

ভমশি পাইডিপল্লি পরিচালিত সলমন খান অভিনীত ছবি মনস্টার ২০২৭ এর ইদের সময় মুক্তি পাবে, তারিখ ঠিক হয়নি। আবার, প্রভাসের স্পিরিট আসতে ৫ মার্চ। এই সংঘাতে দুটি ছবিরই বক্স অফিস ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তাই স্পিরিট পিছিয়ে গেল। সম্ভবত ওই বছরের শেষের দিকে আসবে ছবিটি, তারিখ এখনও ঠিক হয়নি।

ফিরলেন বিপাশা

হনসল মেহতার ক্রাইম থ্রিলারে ৬ বছর পর আবার অভিনয়ে ফিরলেন বিপাশা বাসু। ওটিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য নির্মায়মান ছবির নাম ঠিক হয়নি। ছবিতে দেখা যাবে বিশাল জেঠওয়া ও সানি কৌশলকে। ছবির শুটিং শুরু হবার কথা জানা গেল সম্প্রতি। সানি পুলিশ অফিসার হয়েছেন, বিপাশা ও বিশালের চরিত্র সম্বন্ধে জানা যায়নি।

অবসরের অমিতাভ

সম্প্রতি ৮৪-তে পা দিয়েছেন অমিতাভ বচন। এখনও কাজ করছেন, সে প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘আমি কৃতজ্ঞ যে এখনও কাজ করতে পারছি।’ এখানেই তিনি বলেছেন, ‘অনেকে আমাকে অবসর নেওয়াতে চাইছে। কেন নেব? আমি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি। এতগুলো বছর কেউ একজন কোনও জায়গা থেকে আমাকে বাঁচিয়ে চলেছে।’



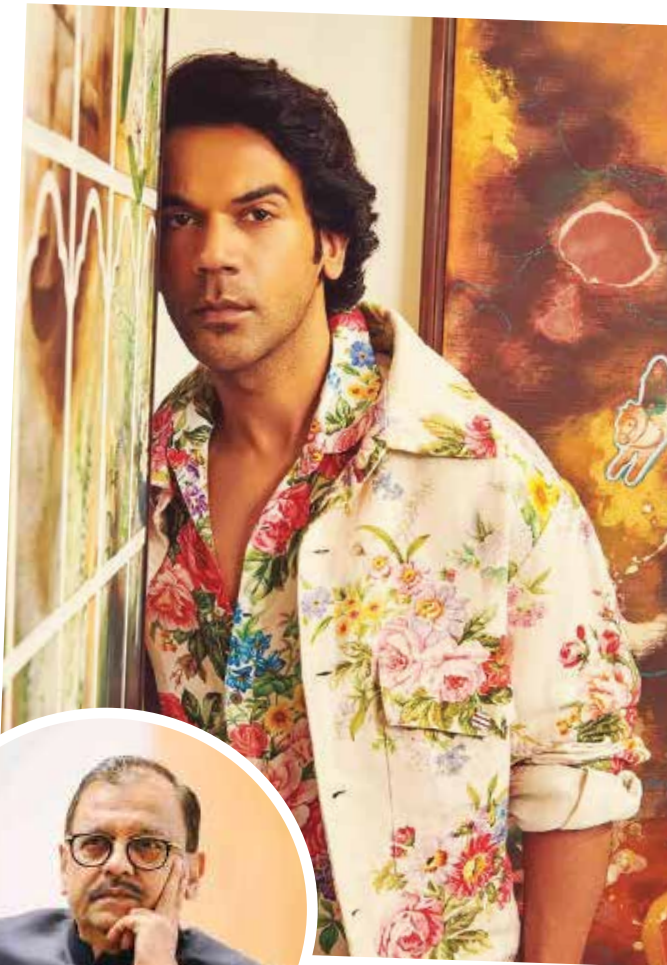
পিতৃখলিতে পাথর, বিগ বস ছাড়লেন ঝিলম

নমিনেশন প্রক্রিয়া চলার সময়েই বিগ বস বাংলার প্রতিযোগী ঝিলম গুপ্তকে ঘর ছাড়তে বললেন বিগ বস। এই ঘটনায় অবাধ হয়েছেন দর্শকরা। অসুস্থ হয়েছেন ঠিক কথা, কিন্তু কী হয়েছে, কেউ জানতে পারল না। তার জন্য চর্চা শুরু হয়েছে। বিগ বস বলেছেন চিকিৎসকের পরামর্শ মেনেই ঝিলমকে চলে যেতে বলা হয়েছে। ঝিলমকে রীতিমতো কাদতে দেখা যায় সে সময়। পরে এক চিকিৎসকের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এই চলে আসার কারণ জানিয়েছেন ঝিলমের বাবা। তিনি জানিয়েছেন, ‘ময়ের পিতৃখলিতে পাথর বড় হয়ে গিয়েছে, খুব যন্ত্রণা হচ্ছে, তাই চিকিৎসকের কথাতাই ঝিলমকে বিগ বস-এর ঘর ছাড়তে হল। আপনি চিকিৎসক, তাই আপনাকে এ কথা বললাম। আমি ওর বাবা।’ ঝিলমের অনুরাগীদের যেমন দুঃখ হচ্ছে, তেমনি অনেকে তাঁর চলে যাবার জন্য বেশ খুশিও হয়েছেন। তাদের প্রতি কটাক্ষ করে ঝিলমের বাবা বলেছেন, ‘আপনি দুঃখ পেয়েছেন দেখে ভালো লাগল, অনেকে আনন্দ করছেন, তাদের শুভেচ্ছা জানাই।

রাজকুমার কে? প্রশ্ন উজ্জ্বলের

দেশের সেলিব্রিটি আইনজীবী উজ্জ্বল নিকম। তাঁর ব্যয়োপিক প্রহার, দ্য আনটোল্ড স্টোরি অফ উজ্জ্বল নিকম –এ নামভূমিকায় রাজকুমার রাও। এই উজ্জ্বল ২৬/১১-র মুহুর্তি বিস্মোদনে সরকার পক্ষের আইনজীবী ছিলেন, তাঁর সওয়ায়েলিই বিস্মোদরণে ধৃত আজমল কাসভের ফাঁসি হয়। ইতিমধ্যে ছবির ট্রেলার দর্শকদের পছন্দ হয়েছে, রাজকুমার রাও প্রশংসা পাচ্ছেন। কিন্তু এই রাজকুমারকে উজ্জ্বল চিনতেন না।

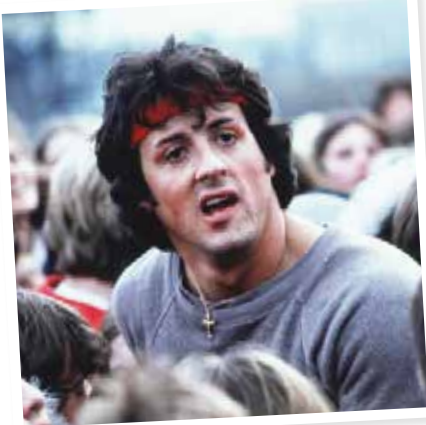
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে উজ্জ্বল বলেছেন, ‘ছবির পরিচালক অবিনাশ অরুণ যখন ছবির কথা আমাকে বলেন এবং জানান রাজকুমার রাও হবেন পদার উজ্জ্বল। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, অবিনাশজি, রাজকুমার কে?’ তারপর অবিনাশ রাজকুমার সম্বন্ধে উজ্জ্বলকে জানান। একদিন নিকম সেটে যান শুটিং দেখতে। তখনই রাজকুমারের সঙ্গে পরিচয় হয়। অভিনেতার কাজ সামনে থেকে দেখে তাঁর ভালো লাগে, বিশেষ করে তারকাসুলভ আচরণের বদলে অভিনেতার সাধারণ ব্যবহার তাঁর পছন্দ হয়। তার কথায়, রাজকুমার একজন প্রকৃত অভিনেতা, আমার গুঁকে ভালো লেগেছে।’ তিনি দেখতে চেয়েছিলেন কীভাবে রাজকুমার তাঁর ব্যক্তিত্ব, কণ্ঠস্বর, কথা বলার ভঙ্গি, তাঁর রসবোধকে পায় তুলে ধরেন। এখানেও অভিনেতার কাজ তাঁর ভালো লেগেছে। রাজকুমার এর আগে শাহিদ, আলিগড়, শ্রীকান্তের মতো ব্যয়োপিকে কাজ করেছেন।



উজ্জ্বল নিকমের ব্যয়োপিক ছাড়াও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যয়োপিক দাদা-তেও তিনি সৌরভের চরিত্র করছেন।

রবির প্রিক্যুয়েলের পরিচালক স্বয়ং স্ট্যালোন

রকি মানে সিলভেস্টার স্ট্যালোন, যে ফ্র্যাঞ্চাইজি তাকে বিশ্বজুড়ে সুপারস্টার, করে দিয়েছিল। এই ফ্র্যাঞ্চাইজি এবার সুবর্ণ জয়ন্তীতে পা রাখল। সেই রকির প্রিক্যুয়েলের কথা বলেছেন স্বয়ং সিলভেস্টার। এবার সিরিজ হিসেবে আসবে এটি, তার পরিচালনা করবেন তিনিই। এই কথা তিনি জানিয়েছেন এন্টারটেনমেন্ট উইকলিতে এক সাক্ষাৎকারে। তাঁর কথায়, ১৬ বছর বয়সী রকিকে নিয়ে এরকি সিরিজ বানানো যায়। এখানে রকির বাবা, মা, সং ভাইদের আনা হবে। দেখা যাবে রকি জীবনের এই অংশে কতটা লক্ষ্যহীনভাবে কাটিয়েছে। আজকের এই বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য এই ছবি একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা নিয়ে আসতে পারে। অনেক দিন ধরেই তিনি প্রিক্যুয়েল সিরিজ বানাতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন কিন্তু ছবির প্রযোজক আরউইন টুঙ্কলার ছবির সন্ধু আটকে রেখেছিলেন। সেটির অধিকার তিনি ছেড়েছেন কিনা, স্ট্যালোন তা জানাননি। তবে প্রিক্যুয়েল বানানোর জন্য তিনি কিন্তু এখনও আগ্রহী। কিছুদিন আগেই জানা গিয়েছিল হলিউডে নতুন ছবি হচ্ছে নাম আই প্লে রকি, রকির সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে এই উদ্যোগ। পিটার ফ্যারোলি ছবির পরিচালক, সিলভেস্টার স্ট্যালোনের চরিত্রে অ্যান্টনি ইপালিতো। এর অর্থ, রকি নিয়ে মেতে উঠেছে হলিউড ও বিশ্বের রকি এবংসিনেমাশ্রমীরা।



কেরালায় একেন ও দ্রুশ ৭

পুজোয় সুরেলা উপহার শিলিগুড়ির দম্পতির

তমালিকা দে

ক্লাস এইটে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গিটার হাতে নিয়ে যে সুরের সফর শুরু হয়েছিল, তা আজ পৌঁছে গিয়েছে টেলিউডের প্ল্যাটারাস লাইমলাইটে। শিলিগুড়ির রথখোলায় ছেলে অম্লান চক্রবর্তী এবং তাঁর স্ত্রী তথা গায়িকা সোহিনী সাহা— পুজোর আবহে কলকাতার বিনোদন জগতে এখন এই শিলিগুড়ির দম্পতির জোড়া আলো। একদিকে ‘দ্য একেন কেরালায় কুরুক্ষেত্র’-এর মতো বিগ বাজেটের ছবিতে মিউজিক ডিরেক্টরের গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত সফলভাবে সামলেছেন অম্লান, অন্যদিকে ‘দেশ-৭’ ছবিতে ডান্স নাট্যর ‘নাচে রে নাচে সারা বাংলা’ গেয়ে বাজিমাত করেছেন সোহিনী। ইতিমধ্যেই গানটি ৩ মিলিয়ন ভিউজ পার করে ফেলেছে। দুর্গাপুজোর আবহে দুজনেই এখন নিজদের ছবির প্রচারে তুমুল ব্যস্ত। আর এর মাঝেই স্বামী না স্ত্রী— কার কাজ শ্রোতাদের মনে বেশি দাগ কেটেছে, তা নিয়ে টালিপাড়ায় চলছে জোর চর্চা।

২০১৪ সালে কলকাতার টলিপাড়ায় একেবারে ‘আউটসাইডার’ হিসেবে পা রেখেছিলেন অম্লান।

তবে হাল ছাড়ার পাত্র তিনি ছিলেন না। শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিন্যাসী থেকে স্কুলজীবন পেরিয়ে শিলিগুড়ি কর্মার্স কলেজে পড়াশোনা করেন। এরপর শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে এমবিএ করে কলকাতা ও দিল্লিতে কয়েক বছর কর্পোরেট চাকরিও করেছেন। কিন্তু টানটা বরাবরই ছিল সংগীতের প্রতি। ছোটবেলা থেকে বাবা-মায়ের সংগীতচর্চার পরিবেশ, ‘ব্যাডেমাতরম’-এ বিজয়ী হওয়া এবং ‘সিধু দা’-কে জীবনের নানা পদক্ষেপে পাশে পাওয়া অম্লানকে লড়াইয়ের রসদ জুগিয়েছে। যার গান শুনে বড় হয়েছেন, সেই ছোটবেলার আইডল অঞ্জন দত্তের সঙ্গেও কাজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তিনি। জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ ‘দুপুর ঠাকুরপো’-তে সংগীত পরিচালক হিসেবে কাজ করার পর অম্লানকে আর পছন্দে ফিরে তাকাতে হয়নি। নিজের এই জার্নি প্রসঙ্গে অম্লান বলছিলেন, ‘‘ওয়েব সিরিজের পর ‘ভিলেন’ নামে একটা বাংলা সিনেমায় প্রথম মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে কাজের সুযোগ পেয়েছিলাম। তারপর থেকে টেলিউডের পাশাপাশি বলিউড এমনকি বাংলাদেশের সিনেমাতেও মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছি। সিনেমা,



সিরিজ সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ৭০টির উপরে কাজ হয়েছে।’’ টেলিউড জমি শক্ত করা মুখের কথা নয়, তবে হার না মানা মানসিকতা নিয়ে ‘চিনি ২’, ‘চোরে

চোরে মাস্তুতো ভাই’, ‘ডাল বাটি চুরমা’, ‘অপারেশন সুন্দরবন’ সহ আরও অনেক ফিচার ফিল্মে তাঁর কাজ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়াও ওয়েব সিরিজ ও টেলিভিশন তো রয়েছেই।

অন্যদিকে সোহিনীর ক্ষেত্রে সংগীতচর্চা একেবারে বংশপরম্পরায় পাওয়া। বাবা কুন্দন সাহা ছিলেন সংগীত জগতের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি। সেই সূত্রেই মাত্র পাঁচ বছর বয়সে দুর্দমনের ‘ছুটি ছুটি’ অনুষ্ঠানে শিশুশিল্পী হিসেবে গান গাওয়ার সুযোগ পান তিনি। সোহিনীর কথায়, ‘বাবার জন্য আমার সংগীত জগতের পরিচিতি ছোট থেকে। নিজেও গান খুব ভালোবাসি। শ্রেয়া ঘোষাল ও আশা ভোসলে আমার প্রিয় সংগীতশিল্পী।’ বহু সিরিয়ালের জিস্লেও গেয়েছেন সোহিনী। গত বছর ‘খাদান’ সিনেমায় তাঁর গাওয়া ‘ফিরাইয়া দাও’ গানটি শ্রোতাদের রীতিমতো মুগ্ধ করেছিল। তাঁর গায়কী নির্মাতাদের এতটাই পছন্দের যে, পরবর্তীতে ‘দেশ-৭’-এর মতো সিনেমায় ডান্স নাট্যর গাওয়ার সুযোগ আসে।

গানের জগতের এই দুই মানুষের দেখাও হয়েছিল সংগীতের আলোচনার মাধ্যমেই। তবে প্রেম থেকে বিয়ে পর্যন্ত গভীরে সময় লেগেছিল মাত্র সাত মাস। কর্মসূত্রে বর্তমানে টালিগঞ্জে সংসার সাজালেও, মাটির টানে শিলিগুড়ি এখনও তাঁদের সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। প্রতিবছর পুজোতে শিলিগুড়ি আসার চেষ্টা করেন তাঁরা। সোহিনী হাসতে হাসতে জানান, শিলিগুড়ি এসে প্রতিবারই বাড়তি কিছুদিন থাকার জন্য তাঁদের টিকিট ক্যানসেল করতে হয়। বাবা ও মা দুজনের কাজই মোবাইলে দেখা যাচ্ছে বলে দারুণ খুশি তাঁদের তিন বছরের মেয়ে আরাধা চক্রবর্তী। বায়না জুড়েছে রিলিজ হলে তাকেও সিনেমা হলে নিয়ে যেতে হবে। দুটো গানই একরঙার একেবারে মুগ্ধ। তাই সারাদিন বাড়িতেই আপনমনে সেসব আওড়াচ্ছে বুদে আরাধা।



টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী দেবেসি মজুমদার ক্যারাটেতে পারদর্শী। রাজ্য স্তরে পদক পেয়েছে সে।

আমার সহ

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

S 9

১৪ অক্টোবর ২০২৬

৯

ফুটফলস বাড়াতে

সক্রিয়
স্বগাররা

একসময় শহরের রাস্তায় রাস্তায় দেখা যেত বিভিন্ন ক্লাবের থিমের পোস্টার, ফ্লেক্স। সেই প্রচারের ধরন বদলাচ্ছে। গত বছর পর্যন্ত পুজোর মরশুমে বুটিক, জামাকাপড়, গয়না কিংবা ইলেক্ট্রনিক্সের দোকানের প্রচারেই বেশি দেখা যেত স্নগারদের। এবার তাঁদের ডাক পড়েছে পুজোমণ্ডপে। কলেজপাড়া, রথখোলা, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং, কাওয়াখালি জনকল্যাণ সংঘ, রবীন্দ্র সংঘ, সেন্ট্রাল কলোনির মতো বড় বাজেটের পুজোগুলিতে মণ্ডপ তৈরি শুরুর সময় থেকেই পৌঁছে যাচ্ছেন কনটেন্ট ক্রিয়েটররা। কখনও স্বেচ্ছায়, কখনও বা সাম্মানিক কিংবা উপহারের বিনিময়ে তৈরি হচ্ছে প্রচারমূলক ভিডিও।



ছবি : এআই



প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : ‘হ্যালো ফ্রেন্ডস, নমস্কার! আমরা এখন রয়েছি সেন্ট্রাল কলোনির মণ্ডপে। এবারের পুজোর আকর্ষণ কী, তা দেখাব আপনাদের...’ ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে একের পর এক এমন কথাতেই শুরু হচ্ছে পুজোর প্রচার। কখনও মণ্ডপের কাজ, কখনও থিমের বলক, কখনও বা প্রতিমার ‘ফার্স্ট লুক রিভিল’। বোধনের বাকি কয়েকটা দিন। তবে, মহালয়ার আগে থেকেই সমাজমাধ্যমে ঘুরছে শিলিগুড়ির একাধিক পুজো প্যান্ডেলের ভিডিও। লক্ষ্য একটাই, দর্শনাধীদের নজর কাড়া। আর সেই কাজে এবার স্নগারদের উপরেই ভরসা রাখছেন বেশিরভাগ পুজো উদ্যোক্তা।

একসময় শহরের রাস্তায় রাস্তায় দেখা যেত বিভিন্ন ক্লাবের থিমের পোস্টার, ফ্লেক্স। সেই প্রচারের ধরন এখন বদলাচ্ছে। গত বছর পর্যন্ত পুজোর মরশুমে বুটিক, জামাকাপড়, গয়না কিংবা ইলেক্ট্রনিক্সের দোকানের প্রচারেই বেশি দেখা যেত স্নগারদের। এবার তাঁদের ডাক পড়েছে পুজোমণ্ডপে। কলেজপাড়া, রথখোলা, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং, কাওয়াখালি জনকল্যাণ সংঘ, রবীন্দ্র সংঘ, সেন্ট্রাল কলোনির মতো বড় বাজেটের পুজোগুলিতে মণ্ডপ তৈরি শুরুর সময় থেকেই পৌঁছে যাচ্ছেন কনটেন্ট ক্রিয়েটররা। কখনও স্বেচ্ছায়, কখনও বা সাম্মানিক কিংবা উপহারের বিনিময়ে তৈরি হচ্ছে প্রচারমূলক ভিডিও।

কেন এই বদল? কলেজপাড়া পুজো কমিটির সাধারণ সদস্য সায়ন চৌধুরীর কথায়, ‘এবছর তুলনামূলকভাবে কম ফ্লেক্স তৈরি করা হয়েছে। স্নগারদের দিয়ে প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কোথাও ফ্লেক্স লাগালে সেই রাস্তা দিয়ে যাঁরা চলাচল করেন, শুধু তাঁদের নজরেই বিষয়টি আসে। স্নগারদের দিয়ে করলে তা শহরের পাশাপাশি বাইরের মানুষের কাছেও পৌঁছে যায়।’

সায়ন জানান, কয়েকজন স্নগারকে দিয়ে অর্থের বিনিময়ে প্রচার করানো হলেও অনেকে স্বেচ্ছায় পারিশ্রমিক ছাড়াই ভিডিও তৈরি করেছেন। অর্থাৎ, কমিটির প্রচার হচ্ছে, অন্যদিকে বাড়ছে স্নগারদেরও রিচ। দু’পক্ষেরই লাভ।

রথখোলা স্পোর্টিং ক্লাবের দুর্গাপুজায় মিডিয়া পার্টনার হিসেবে রয়েছেন অন্তত ২০ জন স্নগার। ক্লাবের সহ সম্পাদক সৌনু রজক বলছিলেন, ‘এখন তো এটাই ট্রেন্ড। আমরা চাই, আমাদের পুজো নিয়ে একটা হাইপ তৈরি হোক। এভাবে প্রচার করিয়ে মনে হয়েছে, মানুষের কাছ থেকে অনেক বেশি সাড়া পাচ্ছি। যাঁরা আমাদের পুজোর প্রচার

করেছেন, তাঁদের সাম্মানিক হিসেবে টাকা দিতে চাইলেও নেননি।’ প্রচারের এই নতুন কৌশলে কোথাও আবার আগেভাগেই তৈরি হচ্ছে কৌতুহল। সেন্ট্রাল কলোনির প্রতিমা এবছরের অন্যতম আকর্ষণ। মাসখানেক আগে থেকেই সমাজমাধ্যমে সেই আভাস মিলছিল। পুজো কমিটিও প্রথম থেকেই শহরের কয়েকজন পরিচিত স্নগারকে সঙ্গে রেখেছিল। কমিটির সম্পাদক পার্থ দে’র কথায়, ‘আমরা ট্রেন্ড ফলো করছি। এবছরই প্রথম এমন প্রচেষ্টা। সাড়াও বেশ ভালো। যাঁরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে পুজোর প্রচার চালিয়েছেন, তাঁদের জন্য উপহারের ব্যবস্থা ছাড়া।’

শহরের মূল স্ট্রেন্ড থেকে কিছুটা দূরে কাওয়াখালি জনকল্যাণ সংঘের পুজো। ফলে দর্শনাধীদের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে প্রচারের গুরুত্ব রয়েছে বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা। কমিটির সম্পাদক জয়ন্ত বিশ্বাস বলছেন, ‘গতবছর আমরা ডিজিটাল ডায়ালগ রাখার পর এবছর প্রথম থেকেই অনেক স্নগার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। সর্বেশেষ দিয়ে পেইড প্রমোশন করানো হয়নি। তবে আমরা চেয়েছিলাম, ওঁরা আমাদের পুজোর প্রচার করুন।’

হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবও পুজোর আগেই একদিন স্নগারদের ডেকে প্রচারের বিষয়ে আলোচনা করেছিল। তাঁদের সম্মাননা জানানো হয়। রবীন্দ্র সংঘ অবশ্য সরাসরি স্নগারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। যাঁরা নিজেরা যোগাযোগ করেছেন, তাঁদের ভিডিও তৈরিতে সম্মতি দিয়েছে কমিটি। শহরের বহু পুজো উদ্যোক্তাই এবছর প্রথম এই পথে হটিছেন।

উদ্যোক্তাদের আগ্রহে স্নগারদের কাজের পরিধিও বাড়ছে। শ্রেয়া গাঙ্গুলি জানান, গতবছরও অনেক ক্লাব তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তবে কোনওটির হয়ে সেভাবে কাজ করা হয়নি। তাই এবছর পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে কাজ করছেন। যদিও তাঁর দাবি, ‘আমি পেইড প্রমোশন করিনি।’

স্নগার বাপা দাসের বক্তব্যেও উঠে এল দু’পক্ষের লাভের কথা, ‘এতে তো ক্লাব এবং আমাদের দুজনেরই লাভ। একাধিক ক্লাব পুজোর এক-দেড় মাস আগেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। তাঁদের সঙ্গে কথা হয়েছে, সেই অনুযায়ী সব চলছে।’ আগে পুজোর থিমের খবর পৌঁছাত পোস্টার, ফ্লেক্স কিংবা পরিচিতদের মুখে মুখে। এখন সেই জায়গায় মণ্ডপের নির্মাণ থেকে প্রতিমার বলক- সবই ধরা পড়ছে মোবাইলের পর্দায়। উদ্যোক্তাদের আশা, সমাজমাধ্যমে ছবি আর ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে শহরের পাশাপাশি বাইরের দর্শনাধীদের মধ্যেও তৈরি হবে আগ্রহ। সেই আগ্রহ শেষপর্যন্ত কতটা ভিড় বাড়ায়, তার উত্তর দেবে পুজোর দিনগুলি।

আমিষ ভোগ
রান্না করে
মায়ের পুজোয়
তৃপ্ত পিঁটু

শোকন সাহা

বাগভোগরা, ১৩ অক্টোবর : ঠিকানা বদল হয়েছে বারবার, কিন্তু রীতি বা প্রথা পরিবর্তন ঘটেনি। বাংলাদেশের নোয়াখালিতে যে রীতির সূচনা হয়েছিল, তা আজও বজায় রয়েছে শিলিগুড়ির আঠারোখাই-শিবমন্দির। এবং জলপাইগুড়ির বেরুবাড়িতে।

মহাপঞ্চমী থেকে দশমী— দেবী দুর্গার ভোগে থাকছে বিভিন্ন রকমের মাছ। শিবমন্দিরে বিভিন্ন পদ রান্না করছেন পিঁটু ভোমিক, টানা ১৭ বছর ধরে। তাঁর বিশ্বাস, আড়ম্বরের চেয়ে নিয়মনিষ্ঠাই সঙ্গী হওয়া মায়ের আসল পুজো।

বাংলাদেশের নোয়াখালির পৈতৃক বাড়িতে যে পুজোর সূচনা করেছিলেন সতীশচন্দ্র ভোমিক, তার দায়িত্ব পরবর্তীতে সামলান ছেলে পরেশচন্দ্র ভোমিক। এখন পৈতৃক পুজোর দায়িত্ব শিবমন্দিরের পিঁটুর কাঁধে। একই নিয়মে পুজো হচ্ছে জলপাইগুড়ির বেরুবাড়িতে।

সেখানে পুজো করেন পিঁটুর জেঠুর উত্তরসূরীরা। তবে বাংলাদেশে কবে পুজোর সূচনা হয়েছিল, নির্দিষ্টভাবে জানেন না কেউই। পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশ থেকে প্রথমে নদিয়ার কৃষ্ণনগর এবং পরবর্তীতে জলপাইগুড়িতে বসবাস শুরু করে ভোমিক পরিবার। পিঁটুর বাবা পরেশচন্দ্র ভোমিক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পাওয়ায় পিঁটুরা চলে আসেন শিলিগুড়িতে। শিবমন্দিরে লেনিনপুরে তাঁদের

বলো
‘দুর্গা’
‘মাইকি’

পুজো শুরু হয় ২০০০ সালে। এখানে তিন বছর পুজো হওয়ার পর পিঁটুদের ঠিকানা হয় শিবমন্দিরের স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসীর বাসায়। দেবীর ঠিকানাও ২০১৮ সাল পর্যন্ত মাটির প্রতিমায় পুজো হওয়ার পর রাজহান থেকে নিয়ে আসা হয় পাথরের মূর্তি। তখন থেকেই নিত্যদিনের পুজো চলছে।

বার্ষিক পুজোর চারদিন থাকে মায়ের জন্য বিশেষ ভোগ। প্রত্যেক দিনই মাছের বিভিন্ন পদ— সপ্তমীতে বাটা মাছ ও কাতলা মাছ, অষ্টমীতে বাটা ও কাতলার সঙ্গে যোগ হয় আড় মাছ। নবমীতে কুমারীপুজোর রীতি আজও রয়েছে। যেমন,

ওইদিন দেওয়া হয় কাতলা ও বাটা মাছ। দশমীতে জোড়া ইলিশ, পুটি মাছ, পাতাভাত, কচুর শাক, শাপলা দেওয়া হয়। দশমীতে অপরাহ্নে পুজো দিয়ে নবপ্রসাদ নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। পাথরের তৈরি মূর্তি হওয়ায় এখন আর বিসর্জন হয় না। প্রত্যেক দিনই মায়ের জন্য মাছের বিশেষ পদ রান্না করেন পিঁটু। পিঁটু বলেন, ‘আমি আড়ম্বরের থেকে নিয়মনিষ্ঠায় বেশি গুরুত্ব দিই। তাই নিজের হাতে ভোগ রান্না করি। তবে এক্ষেত্রে অনেকই আমাকে সাহায্য করেন, এগিয়ে আসেন পড়শিরাও।’ পিঁটুর বিশ্বাস, তাঁর হাতে তৈরি আমিষ পদে সন্তুষ্ট হন দেবী দুর্গা।

এখানে তন্দুরি,
ওখানে চিলি ফিশ

উৎসবে পাতে
লোঙানীয়

দিশ

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : পুজোর কাউন্ট ডাউন শুরু হওয়ার পর থেকেই একটা মিম খুব ভাইরাল হয়েছে। ওই মিমে বিভিন্ন লোঙানীয় খাবারের ছবি দেওয়া, নাচে লেখা ‘তোরা ওটস হুই থা!’ আসলে বছরের বাকি সময়টা ডায়েট মেইনটেইন করলেও, পুজোর এই ক’টা দিন বাঙালির পক্ষে জিতবে লাগানো দেওয়া ওই কিং খানের ভাষায়, ‘মুশকিল হি নেই, না মুশকিন হায়া।’ প্যান্ডেল হাংগিং, কেনাকাটার পাশাপাশি রসনাভুগুণ্ডিও বাঙালির পুজোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রসনাভুগুণ্ডির জন্য পুজোর ক’টা দিন শহরের বিভিন্ন রেস্টোরাঁয় ভিড় জমাবে ভোজনপ্রিয় বাঙালি। মানুষের চাহিদা মেটাতে রেস্টোরাঁগুলো পুজো স্পেশাল বিভিন্ন খাবারের পসরা সাজিয়ে তৈরি।

পুজো উপলক্ষ্যে বাঙালি খাবারের পাশাপাশি মোগলাই থেকে শুরু করে ফিউশন— সব ধরনের খাবারের সজ্জার পাওয়া যাবে শহরের বিভিন্ন রেস্টোরাঁয়। সর্বেশেষ দিয়ে পমফ্রেট থেকে শুরু করে মাছের পপকর্ন, আলু দিয়ে কচি পাঠার বোল কিংবা নোয়াখালি মুরগির ভর্তা; দম বিরিয়ানি হোক কিংবা ক্রিমি চিকেন রসগোল্লা— অর্ডার করলেই সব খাবার টেবিলে চলে আসবে।

চেকপোস্ট এলাকার বিভিন্ন রেস্টোরাঁয় দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে তন্দুরি এবং বাঙালি খাবারের সংমিশ্রণ করা হয়েছে। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের কথা মাথায় রেখে থাকছে মাছের বিভিন্ন পদ। চিলি ফিশ, ফিশ চিকি, দই-কাতলা, ললিপপ; যা চাই, একবার মুখ ফুটে বললেই হল। থাকছে কলকাতা স্টাইল দম বিরিয়ানিও। আফগানি এবং চিকেন তন্দুরিও থাকবে।

পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত এইসব খাবার পাওয়া যাবে। একটি



নোয়াখালি মুরগি ভর্তা, তিলে বাটা মুরগি, লংকাপোড়া-টমেটো দিয়ে মাছের ভর্তার মতো বিভিন্ন পদ থাকছে। এছাড়া মেজবানি মাংস, বিভিন্ন রকমের পোলাও, মাছের পপকর্ন, বাটি চচ্চড়ি সহ অনেক খাবারের ব্যবস্থা থাকছে। নিরামিষে থাকছে খোকার ডালনা, ছানার পাতুড়ি, ফুলকপির রোস্টের মতো পদ।

—মৌমিতা ঘোষ
রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষের তরফে



ছবি : এআই

এছাড়া মেজবানি মাংস, বিভিন্ন রকমের পোলাও, মাছের পপকর্ন, বাটি চচ্চড়ি সহ অনেক খাবারের ব্যবস্থা থাকছে। নিরামিষে থাকছে খোকার ডালনা, ছানার পাতুড়ি, ফুলকপির রোস্টের মতো পদ।

সেবক রোডে একটি মলের হাকিমপাড়ার একটি ক্যাফেতে দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে চালু হয়ে গিয়েছে বাঙালি ফিউশন খাবার। টাকো সাইলে ক্রাফি লুচি দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে লুচি টাকো। থাকছে গন্ধগ্রাজ লেমন গ্রিলড ফিশ, মুরগি পোলাও, মটন কচা পট রোস্ট। সেইসঙ্গে রয়েছে ক্রিমি চিকেন রসগোল্লা। ক্যাফের মালিক প্রিয়াঙ্কর সরকার বলছিলেন, ‘চিকেন বলকে

হোয়াইট সসের সঙ্গে মিশিয়ে এই পদ তৈরি করা হয়েছে। এটা দেখতে অনেকটা বেকড রসগোল্লার মতো, তাই এর নাম ক্রিমি চিকেন রসগোল্লা। থাকছে বিভিন্ন কন্টিনেন্টাল ডিশও।’

সেবক রোডে একটি মলের রেস্টোরাঁয় সর্বেশেষ পমফ্রেট, কচিলাংকা ইলিশ ফ্রাই, সর্বে ইলিশ, ভেটকির পাতুড়ি, ঢাকাই চিংড়ির মালাইকারি, আলু দিয়ে পাঠার বোল, ফরিদপুরের মুরগি পোলাও, ঢাকাই মুরগি পোলাও পাওয়া যাবে। থাকছে নিরামিষ বিভিন্ন পদও। রেস্টোরাঁয় তরফে স্বরূপ দত্ত বলেন, ‘১৫ তারিখ থেকে পুজো স্পেশাল মেনু শুরু হচ্ছে।’

তথ্য দপ্তরের
অনুষ্ঠানে
ভাষা বিতর্ক

শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : অনুষ্ঠান পরিচালনা হচ্ছিল হিন্দি ভাষায়। প্রথমদিকে আধিকারিকদের মনে হয়েছিল পরে নিশ্চয় বাংলায় পরিচালনা হবে। কিন্তু অনুষ্ঠান যত এগিয়েছে, শুধু হিন্দিতেই প্রায় সব কিছু ঘোষণা হচ্ছিল। তাতে বিরক্ত হন জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিক থেকে খোদ শাসকদল বিজেপি নেতাদের একাংশ। এজন্য অনেকে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিকদের যাড়ে দায় চাপাতে থাকেন। তখনই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে।

সূত্রের খবর, অনুষ্ঠানের সমস্ত দায়িত্ব পেয়েছিল গুজরাটের একটি সংস্থা। যোষক হিসাবে হিন্দিভাষীকেই ঠিক করে তারা। তিনি বাংলা বলতে না পারায় আপত্তি ওঠে। কাওয়াখালিতে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আয়োজনে দুইদিনের প্রাক পুজোর অনুষ্ঠানের প্রথমদিন অর্থাৎ ১১ অক্টোবরের ঘটনা এটি। তবে বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মর্শু বলছেন, ‘হিন্দিভাষী দর্শকও তো ছিলেন সেখানে।’

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর সূত্রে খবর, দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১২ অক্টোবরের অনুষ্ঠানে যাতে কোনও বাংলাভাষী সঞ্চালক রাখা হয়, সেই দাবি উঠেছিল। কিন্তু আয়োজক সংস্থার হাতে বাংলার সঞ্চালকের অভাব। তারপর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরকে বাংলা সঞ্চালক ঠিক করতে বলা হয়। অভিযোগ, তড়িঘড়ি যাকে ঠিক করা হয়েছিল, তার মুখে হিন্দি বেরিয়ে আসছিল। বিজেপির একাংশের প্রশ্ন, রাজ্যের সমস্ত কাজে বাংলা আবশ্যিক ঘোষণা করছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রাক পুজোর অনুষ্ঠান পরিচালনা যদি হিন্দিতে হয়, তাতে দলের নেতাদের অভিযোগ আঘাত লাগা স্বাভাবিক। মাটিগাড়ার এক দর্শক সুবোধ সিংহ বলেন, ‘দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠান নাকি ভিন্নাভিন্নাভাবে কোণে কোণে হয়ে গিয়ে সঠিক বোঝাই যাচ্ছিল না।’

স্পাইন সাজরি নিয়ে
আলোচনা নেওটিয়ায়



শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : দীর্ঘদিন ধরে কোমার ও বাড়ের ব্যথায় ভুগেও অনেকে চিকিৎসকের পরামর্শ নেন না। অনেকের মধ্যে আবার এতদূরগত ভয় ও ভুল ধারণা রয়েছে। তবে সময়মতো বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিলে সুস্থ হওয়া সম্ভব বলে জানানেন বিশেষজ্ঞরা। ‘বিশ্ব মেরুদণ্ড দিবস’ উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালে আগাম একটি অনুষ্ঠান করা হয়। এদিন এই হাসপাতালে মেরুদণ্ড সংক্রান্ত চিকিৎসা করে সুস্থ হওয়া রোগীরা নিজেদের

অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। আধুনিক ইউবিই স্পাইন সাজরি নিয়ে এদিন আলোচনা করেন নিউরো সার্জন ডাঃ মেরুদণ্ড নেন না। মেরুদণ্ড ভালো রাখতে নিয়মিত শরীরচর্চা করার পরামর্শ দিয়েছেন নিউরো সার্জন ডাঃ শুভায় বন্দোপাধ্যায়। মেরুদণ্ডের সমস্ত রকমের উন্নত চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গবাসীকে এখন আর বাইরে যেতে হবে না বলে আশাবাদী হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের ফেসিলিটি ডিরেক্টর সঞ্জীব সরকার।

চুরিতে পুলিশের জালে

শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত প্রধাননগর থানার পাতি কলোনি এলাকায় একটি জিম সেন্টারে চুরির ঘটনার তদন্তে সাফল্য পেলে পুলিশ। ঘটনায় এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৮ অক্টোবর রাতে পাতি কলোনি এলাকায় একটি জিম সেন্টারে চুরির ঘটনা ঘটে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১১ অক্টোবর জিম সেন্টারের পক্ষ থেকে প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নামে প্রধাননগর থানার পুলিশ। তদন্তের সময় এলাকার বিভিন্ন সিটিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ চুরির ঘটনায় জড়িত অভিযুক্তের সন্ধান পায়। এরপর গত ১২ অক্টোবর অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের দাবি, ধৃতের কাছ থেকে জিম সেন্টার থেকে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতের নাম হারান কর্মকার। তিনি পাতি কলোনি এলাকারই বাসিন্দা। চুরির ঘটনায় একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে মঙ্গলবার অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

দুর্গোৎসবের মাঝে ডান্ডিয়ায় মাতামাতি

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর আবহের মধ্যেই এখন শিলিগুড়ি শহরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে গুজরাটি লোকসংগীত। নবরাত্রি উপলক্ষ্যে শহরের বিভিন্ন জায়গায় বিপুল উৎসাহে আয়োজন করা হয়েছে ‘ডান্ডিয়া নাইট’। আর শুধু অবাঙালিরাই নন, উৎসবের এই আনন্দে গা ভাসিয়েছেন বাঙালিরাও।

পর্বনে বাহারি চানিয়া-চোলি, কুতর এবং মানানসই অলিভাইজ গয়না— ডান্ডিয়া হাতে গুজরাটিদের সঙ্গে নাচে মেতে উঠছেন তারাও। নাচের পাশাপাশি রসনার তৃপ্তিতে খাবারের মেনুতেও রাখা হয়েছে থোকলা, ফেফড়ার মতো জিরে জল আনা নানা গুজরাটি পদ।

কয়েক বছর আগেও শহরে নবরাত্রি উপলক্ষ্যে এতটা ঘটা করে ডান্ডিয়া নাইটের আয়োজন চোখে পড়ত না। কোথাও কোথাও আয়োজন হলেও তা মূলত মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন সেই ছবিটা অনেকটাই বদলেছে। এমনকি ডান্ডিয়ায় আয়োজকদের তালিকাতেও রয়েছেন বাঙালিরা। ডান্ডিয়া নাইটগুলিতে

শিলিগুড়ির মতো মিশ্র সংস্কৃতির শহরে এ ধরনের অনুষ্ঠান ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এখানে সব সম্প্রদায়ের মানুষ, বিশেষ করে জেন জেডরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিচ্ছে।

— অম্বোষা দত্ত আয়োজক, ডান্ডিয়া নাইট

উকি দিলেই বোঝা যায়, নবরাত্রির এই উৎসব এখন আর কেবল নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আটকে নেই। মোটা টাকার এন্ট্রি ফি দিয়ে শহরের বিভিন্ন বিলাসবহুল ব্যান্ডেরাও আয়োজিত এই ডান্ডিয়া নাইটগুলিতে বিশেষ করে ‘জেন জেড’ বা নতুন প্রজন্মের উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি।

সেবক রোডে উত্তরবঙ্গ মাড়োয়ারি ভবনে প্রথমতে আয়োজিত ডান্ডিয়া অনুষ্ঠানে বন্ধুদের সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন শিলিগুড়ি কলেজের ছাত্রী তানিয়া সেনগুপ্ত। তাঁর সাজেও ছিল একদম গুজরাটি ছোঁয়া।

প্রথমবার ডান্ডিয়া নাচে অংশ নিয়ে উচ্ছসিত তানিয়া বলেন, ‘ফেসবুকের মাধ্যমে এই ডান্ডিয়া নাইট সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এরপর আমরা বন্ধুরা মিলে ঠিক করি, ছুটির দিনে



শিলিগুড়িতে ‘ডান্ডিয়া নাইট’-এ উৎসাহ তুলে।

সবাই মিলে একসঙ্গে আনন্দ করব। বেড়েছে। স্টেশন ফিডার রোডের দারুণ মজা করেছে।’ শহরের একটি সামনে অথসেব রোডে বৃত্তিকের অর্চনা

বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র দেব চৌধুরী। বন্ধুদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে এসে দেব বলেন, ‘আমাদের এক অবাঙালি বন্ধুর কাছ থেকে এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে পেরেছি। ওদের পরিবারের সঙ্গে আমার আরও চারজন বন্ধু মিলে এই অনুষ্ঠানে এসেছি।’

ডান্ডিয়ায় অংশ নেওয়ার জন্য গুজরাটি শোশালেকের দারুণ চাহিদা

আগরওয়ালায়। তাঁর কথায়, ‘সত্যি বলতে দু’বছর আগেও চানিয়া-চোলির এতটা ক্রোতা ছিল না। চলতি বছর গুজরাটিদের পাশাপাশি বাঙালিরাও এ ধরনের শোশাল কিংবেছে। এমনকি ছেলেরাও গুজরাটি কাজ করা ওড়না কুটার সঙ্গে পরার জন্য কিনছেন।’

জেন জেডদের লক্ষ্য করেই মূলত শহরেই নাইটের আয়োজন করা হয়েছে। ইস্টার্ন বাইপাস, সেবক রোড, চেকপোস্ট এলাকার বিভিন্ন হোটেল এবং উত্তরবঙ্গ মাড়োয়ারি ভবন সহ বিভিন্ন ব্যান্ডেরাও বহুসংখ্যক ডান্ডিয়া নাইটের আয়োজন করেছে। এছাড়াও ১৪ ও ১৭ অক্টোবর শহরে আয়োজিত হবে আড়াও বেশ কিছু ডান্ডিয়া নাইট। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে ট্রেন্ডে গা ভাসিয়ে নতুন প্রজন্মের বাঙালিরাও যে এই অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছে, তা আর বারার অপেক্ষা রাখে না। তবে রিলস তৈরি ও ট্রেন্ডের ফলে ডান্ডিয়া আয়োজকদের যে বিপুল মুনাফা হচ্ছে, তা জানিয়েছেন আয়োজকদের মধ্যে অম্বোষা দত্ত। তিনি বলেন, ‘শিলিগুড়ির মতো মিশ্র সংস্কৃতির শহরে এ ধরনের অনুষ্ঠান ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এখানে সব সম্প্রদায়ের মানুষ, বিশেষ করে জেন জেডরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিচ্ছেন।’



ভয়ংকর চিরস্থায়ী বজ্রপাত



ভৈরবজুয়েলার ক্যাটাটুধো নদীর মোহনায় এক অধিশাস্য প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে। সেখানে বছরের প্রায় তিনশোদিন রাতের আকাশে একটানা বজ্রপাত হতে থাকে। মিনিটে প্রায় আঠাশবার বাজ পড়ে ওই এলাকায়। চারপাশের পাহাড়ের ওপর দিয়ে আসা ঠান্ডা বাতাস এবং হুদের গরম আর্দ্র বাতাসের সংঘর্ষে মেষের ভেতর এই বিপুল পরিমাণ বৈদ্যুতিক চার্জ তৈরি হয়। এই ভয়ংকর অথচ সুন্দর বজ্রপাত অনেক দূর থেকে দেখা যায় বলে নাবিকরা একে প্রাকৃতিক বাতিঘর হিসেবে ব্যবহার করেন।



মরুভূমির চলন্ত পাথর

আমেরিকার ডেথ ভ্যালি বা মৃত্যু উপত্যকায় রেসট্রাক্স প্রায়া নামের এক শুকনো হুদের বৃকে ভারী ভারী পাথরগুলো আপনা থেকেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরে যায়। কেউ তাদের ধাক্কা দেয় না, অথচ পাথরের পেছনে মাটিতে চাকার মতো ঘষে যাওয়ার দাগ স্পষ্ট দেখা যায়। বহু বছর রহস্য থাকার পর বিজ্ঞানীরা ক্যামেরায় ধরেন যে, শীতের রাতে সামান্য জল জমে বরফের পাতলা চরার তৈরি হয় এবং ভোরের প্রবল বাতাসে সেই বরফের ওপর দিয়েই পাথরগুলো পিছলে অনেকটা পথ এগিয়ে যায়।

ডেরা বদলে

প্রথম পাতার পর

অসমের প্রশান্ত কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করছেন। তাঁদের মধ্যে একজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আছেন বলেই খবর। সূত্রিম কোর্টে সুবিধা হবে না বুঝতে পেলে অসমে থাকতেই নেপাল পালানোর ছক করেছিলেন রাজগঞ্জের প্রাক্তন বিডিও। সেইহেতুে রবিবার রাতেরই শিলিগুড়িতে পৌঁছান তিনি। তবে শিবমন্দিরের দুই বাড়ির কোনওটিতেই রাতে ছিলেন না। সেবক রোডে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এক সরকারি আধিকারিকের ফ্ল্যাটে প্রশান্ত রাত কাটাতে পারেন। ওই আধিকারিকের ফ্ল্যাটে আগেও প্রশান্তর যাতায়াত ছিল। প্রশান্তর শিবমন্দিরের বাড়িতেও নিয়মিত আড্ডা দিভেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিক।

শোবার শহরের স্টেশন ফিডার রোডের কোনও এক বাবসারীর সঙ্গে দেখা করেন প্রশান্তর এক শাগরদে। সেই বাবসারীর সঙ্গে প্রশান্তর সম্পর্ক নিয়ে রহস্য তৈরি হয়েছে। পুলিশ আধিকারিকদের কেউ কেউ সন্দেহ করছেন, ওই বাবসারী ওয়াওয়ালার মাধ্যমে প্রশান্তর টাকা কেন্দ্রদেশের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন। কিছুদিন আগেও স্টেশন ফিডার রোডে প্রশান্তকে দেখা গিয়েছিল। ফলে সন্দেহ আরও জোরালো হয়েছে। ওই বাবসারীর টিক করে দেওয়া গাড়িতে প্রশান্ত মাঝেমধ্যেই যাতায়াত করছেন



সমাধান না হওয়া বই

ভয়নিচ মান্যাক্রিষ্ট নামের পনেরো শতকের এক প্রাচীন বই আজও বিশ্বের সেরা ভাবাবিদ এবং বিজ্ঞানীদের কাছে এক বিশাল ধাঁধা। এই বইটি এমন এক ভাষায় লেখা আছে যা পৃথিবীর অন্য কোনও ভাষার সঙ্গে মেলে না। পাঠ্য পাতায় আঁকা আছে অদ্ভুত সব অজানা গাছপালা, নক্ষত্র এবং স্নানতর নারীদের ছবি। বহু সুপারকম্পিউটার লাগিয়েও আজ পর্যন্ত কেউ এই বইয়ের একটি লাইনেরও মানে উদ্ধার করতে পারেনি।

মরুভূমির রহস্যময় বৃত্ত

আফ্রিকার নামিব মরুভূমিতে হাজার হাজার গোল গোল কঁকা জায়গা দেখা যায়, যেখানে কোনও ঘাস জন্মায় না। আকাশ থেকে দেখলে মনে হয় মেনে মাটির ওপর কেউ নিখুঁত ছাঁচে ফেলে নকশা করেছে। এদের ফেরার সার্কেল বা পরিদের বৃত্ত বলা হয়। অনেক দিন ধরে মানুষ একে ভিনগ্রহীদের কাজ ভাবলেও, বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন মাটির নীচের উইপোকার বিশাল কলোনি এবং ঘাসগুলোর মধ্যে জল ভাগাভাগি করার প্রতিযোগিতার ফলেই এমন নিখুঁত জ্যামিতিক নকশা তৈরি হয়।



বলেও খবর পাওয়া গিয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের তথ্য অনুসারে নেপালের কবীরভিটা এলাকায় এক হাটেল বাবসারীর অ্যাকাউন্টে উত্তরবঙ্গের বহু প্রভাবশালীর বেআইনি টাকা জমা আছে। সেই তহবিলে প্রশান্তর বিপুল পরিমাণ অর্থ জমা থাকতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন পুলিশের আধিকারিকদের একাংশ। দ্বিতীয়বার সূত্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুমান করলেও প্রশান্তর নামে এখন পর্যন্ত লুকআউট নোটিশ জারি করা হয়নি। ফলে তাঁর পালিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। পুলিশ আদৌ প্রশান্তকে ধরতে চায় কি না তা নিয়ে বড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। প্রশান্তর বিভিন্ন কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত শাগরদেরা প্রকাশ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের অবসরপ্রাপ্ত এক আধিকারিকের কথা, ‘গোয়েন্দারা চাইলেই প্রশান্তর শাগরদেদের জেরা করে, প্রয়োজনে হেপাজতে নিয়ে, তাদের মোবাইল ফোন বর্ডেট সহজেই হস্তান্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। সেটা কেন করছে না তা বুঝতে পারছি না।’ সূত্রের খবর, ইদানীং গাড়িতেই যাতায়াত করছেন পলাতক প্রশান্ত। ডেরার মতো ঘনঘন গাড়িও বলাচ্ছেন তিনি। নামে, বেনামে কেনা চারটি গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করছেন। তবে প্রশান্তকে ধরার ক্ষেত্রে পুলিশের যে কোনও সদিচ্ছা নেই সে বিষয়ে সর্বোচ্চ আদালতের সঙ্গে একমত একাধিক প্রাক্তন পুলিশকর্তা।

গঙ্গায় নৌকাডুবি, মৃত ১৪

পাটনা, ১৩ অক্টোবর : বিহারের বৈশালী জেলার হাজিপুরে গঙ্গায় নৌকাডুবির ঘটনায় অন্তত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মৃতদের মধ্যে শিশু এবং মহিলারাও রয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে রাথোপুর থানার অন্তর্গত রামপুর শ্যামচাঁদ এলাকার কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নৌকায় থাকা কয়েকজন শিশু একটি নিমজ্জণ বাড়ি থেকে ফিরছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।

বৈশালীর জেলা শাসক বর্ষা সিং প্রথমে ১১ জনের মৃত্যুর খবর জানিয়েছিলেন। পরে রাষ্ট্রীয় জনতা দলের নেতা তথা রাথোপুরের বিধায়ক তেজস্বী যাদব জানান, ১৪ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ছ’জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং তিনজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্ঘটনার পর দ্রুত উদ্ধারকাজ ও আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনকে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন। মৃতদের পরিবারপিছু চার লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি। উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণনও শোকপ্রকাশ করেছেন।

পুজো তো ওদেরও!

প্রথম পাতার পর

এখন দুর্গাপুজো মানে শুধু একা বা পরিবারের সকলের সঙ্গে আনন্দ নয়, আনন্দের সমান অংশীদার হচ্ছে পোয়রা।

শিলিগুড়ির শ্রাবস্তী রায় তাঁর পোষা ‘রেমো’ (ল্যাবরাডর) স্পার্ককে বলছেন, ‘ওকে নিজের ছেলে হিসেবেই দেখি। রেমোর জন্য দুটো বিশেষ ড্রেস আডার দেওয়া হয়েছে।’ এমনকি অষ্টমীর দিনের জন্য পরিবারের সবার সঙ্গে মিলিয়ে রেমোরও সাদা রঙের পোশাকের সুন্দর থিমও টিক করেছেন তিনি। তবু দাস তাঁর পোস্টেন রিট্টিভার ‘ক্যান্ডি’ স্পার্ককে বলেন, ‘আমার নিজের একটা মেয়ে আছে বটে, তবে ক্যান্ডিই প্রথম সন্তান।’

ক্যান্ডির জন্য টি-শার্ট কিনেছেন। তব্বীর কথায়, ‘বাড়ির পাশে পুজো হয়। ওকে স্নান-টান করিয়ে, নতুন জামা পরিয়ে সেখানে নিয়ে যাই। এনজয় করে। পুজোর সময় ও লক্ষ্য করে কার হাতে গাড়ির চাবি আছে। কারণ, বাইরে ঘুরতে যেতে হবে যে। না নিয়ে যাওয়া হলে মন খারাপ করে বসে থাকে।’ ডগস নেল কাটার, ট্রিমার ও চিরুনি কিনে রেখেছেন তব্বী। উৎসবের দিনগুলিতে ইউটিউব দেখে ক্যান্ডির গ্রহমি ও নেল কাটিং সেরে নেবেন।

শিলিগুড়ির আরেক বাসিন্দা শালিনী মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ‘বোবো (গোল্ডেন রিট্টিভার) পোশাক পরতে চায় না, যা-ই পরাই না কেন, টেনে খুলে ফেলবেই। বক্সজোর বো টাই পরাতে পারি। পুজোয় সেটাই পরানোর পরিকল্পনা রয়েছে। ট্রিমিংও করাব তেবেই।’ এত গেল ক্যান্ডি, রেমো, বোবোদের পুজো-ফ্যাশনের প্রসঙ্গ। শিলিগুড়ির পথে কালু-ভুলুদেরও দেখা যায়। যাদের আলাদা যত্নআত্তি বা পোশাকেরের গল্প নেই। তবে অনেকে ভালোবেসে তাদের খেতে দেন।

কেউ কেউ আবার নির্ণয় হন বৈকি। দেখলে তাড়িয়ে দেন, লাঠি দিয়ে মারেন, এমনকি গাড়ির চাকায় পিষেও দেন। দেশীয় প্রজাতির এরকম কুকুরদের দেখাভাল তখন শিলিগুড়ির যুধীরা চক্রবর্তী। তাঁর কারণ, ‘পুজোয় তেমন কোনও প্ল্যান নেই। তবে উৎসবের আগে ওদের স্নান করাব, একটুখানি গ্রুফও করাব। আমার সামর্থ্য অনুযায়ী ওদের জোলা রাখার চেষ্টা করি সবসময়। যেমন তো, ওই মায়াম্বা চোখগুলি একটু স্নেহ চায়।’

উৎসব সকলের। রেমো-ক্যান্ডিদের মতো কালু-ভুলুদের পুজো ভালো কাটুক- এটুকু প্রার্থনা তো করা যেতেই পারে।

সিয়াটেলে ঢাকের বাদ্যি



সন্দীপ দেবনাথ সিয়াটেলে, আমেরিকা

বলব? বরণ না বোধন? এক পুরোহিত বলছেন, ‘শ্রীরামচন্দ্র রাবণের সঙ্গে যুদ্ধের সময় দুর্গা থাকে আবাহন করেছিলেন শরৎকালে। সেটা ছিল অকালবোধন। তাই ওটা হবে বোধন।’ আরেক পুরোহিত বলছেন, ‘না, মা আসছেন বাপের বাড়িতে। আমরা মাকে বরণ করে নিছি। তাই এটা হবে বরণ।’

আর আমরা যারা উৎসবে আছি, পুজোর আমেজে আছি— তারা এসব শুনি না। আমরা শুনছি দু’রে কোথাও ঢাকের আওয়াজ। আমরা দেখছি সিয়াটেলের আকাশে শরতের মেঘ, সকালের ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দু আর প্যাস্পাস ঘাসের ফুলে মৃদুমন্দ হাওয়া— আমাদের প্রবাসের কাকশুল।

পুজো এসে গিয়েছে দোরগোড়ায়। আমরা যারা প্রবাসে থাকি, আমরা জানি আমাদের উৎসব দিন-স্ক্ধ-তিথি-বার দেখে করা মুশকিল। তাই আমাদের উৎসব হয় সপ্তাহান্তে। সেক্টেন্ডর-অক্টোবরের শনি-রবিবার বরাদ্দ থাকে শারদীয়া পুজোর জন্য। এবারের সিয়াটেলে পুজো হচ্ছে অক্টোবরের দু-সপ্তাহছড়জে। মহালয়ায় রপদিন থেকেই শুরু হবে যাচ্ছে ছায়েজান। নয় মাস করে সিয়াটেলের সর্বজনীন দুর্গাপুজোর সংখ্যা এখন প্রায় দশটি। সঙ্গে আরও কিছু পারিবারিক পুজোও আছে। মোট কথা, সিয়াটেলেবাসী বাঙালিদের জন্য এখন বেশ খুশির খবর। এখানেও এখন প্যান্ডেল হপিং করে পুজো দেখতে যাওয়ার পরিকল্পনা চলছে। সবথেকে পুরানো বাঙালি সংগঠন



সিয়াটেলে উত্তরপের আয়োজনে দুর্গাপুজো।

‘উত্তরণ’-এর পুজো দিয়ে এবারের সিয়াটেলের পুজো শুরু। এই পুজো সবথেকে বড়ও বটে। শুক্র থেকে রবি— তিনদিন মিলে প্রায় তিন হাজার বাঙালির সমাগম হয় এখানে। আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগরের পাড়ে বাঙালির সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। আর বাঙালি মানেই রবি ঠাকুর, দুর্গাপুজো, সত্যজিৎ রায় আর নলেন গুপ্তের মিস্ত্রি। উত্তরণের এবারের মুখ্য আয়োজক রাজদীপ দে জানালেন, এবারের দুর্গাপুজোর থিম ‘পটচিত্রাঙ্গন’। বিভিন্ন পটচিত্র দিয়ে সাজিয়ে তোলা হবে দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল। প্রান্তিক ও গ্রামবাংলার এই বহুচর্চিত লোকশিল্পকলাকে সকলের মাঝে তুলে ধরাই উত্তরণের উদ্দেশ্য; এই এবারের মুখ্য আয়োজক রাজদীপ দে জানালেন, এবারের দুর্গাপুজোর থিম ‘পটচিত্রাঙ্গন’। বিভিন্ন পটচিত্র দিয়ে সাজিয়ে তোলা হবে দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল। প্রান্তিক ও গ্রামবাংলার এই বহুচর্চিত লোকশিল্পকলাকে সকলের মাঝে তুলে ধরাই উত্তরণের উদ্দেশ্য; এই

শিল্প যাতে হারিয়ে না যায় তারই এক আন্তরিক প্রয়াস। থাকছে গ্রামবাংলার সাধারণ জীবনের ছবি, ফুল, পাখি ইত্যাদি। প্রায় মাসখানেক ধরে বহু রাত জেগে তৈরি হচ্ছে এই ডেকোরেশনের কাজ। শিল্পীর তুলির টানে প্রাণ পড়ে উৎসবের অবয়ব।

অপরদিকে, ‘ভিনদেশি’র পুজোর এবারের দশ বছর হতে চলল। এই পুজো পরের সপ্তাহান্তে। এখানকার বাঙালিদের জন্য দুটো পুজো দেখারই এক সুবর্ণ সুযোগ। দশ বছর উপলক্ষ্যে থাকছে বিভিন্ন চমক। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কচিকাঁচাদের নিয়ে আর প্রবীণদের নিয়ে বিভিন্ন অংশতান। দশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে নতুন দুর্গা প্রতিমা আসছে কুমোরটুলি থেকে।

কেনাকাটার ফাঁকে মণ্ডপে টু

প্রথম পাতার পর

কেউ স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে, আবার কেউ মাকে সঙ্গী করে, কেউবা গোটা পরিবারকে নিয়ে মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরলেন। মণ্ডপের সামনে হাঙ্গরপাড়া থেকে তারা প্যান্ডেল হপিং শুরু করেন। তরুণ বললেন, ‘এ বছর আমার মেয়ের প্রথম পুজো। সেক্ষেত্রে আগেভাগেই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছি। নবমী পর্যন্ত টানা প্যান্ডেল হপিং চলবে। সেখান থেকে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা ও খাওয়াদাওয়াও।’

রথখোলার মণ্ডপসজ্জা দেখে নৌকাঘাটের বাসিন্দা বিউটি অধিকারী সিংহ মুগ্ধ। দুই ছেলের আবদারে খাম্বীকে সঙ্গে নিয়ে এদিন সন্ধ্যাভেই ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলেন। বিউটি বললেন, ‘দিন যত গড়াবে প্যান্ডেলে ভিড় ততই বাড়বে। সেক্ষেত্রে আগেভাগেই ঠাকুর দেখার পর্ব সেরে নেই।’

এদিন সন্ধ্যায় স্টেড্রাল কলোনি দুর্গাপুজোর মণ্ডপের উদ্বোধন হয়। এই পুজো কমিটির উদ্দেশ্য হল এই পুজো এদিন সন্ধ্যা থেকেই সেই টানটা স্পষ্ট। জমকালো অনুষ্ঠানের মাঝেই মণ্ডপ চত্বরে ভিড় উপচে পড়ে। শিলিগুড়ি শহরের বাসিন্দাদের

মেলেনি বোনাস, স্কোভ মেডিকলে

প্রথম পাতার পর

অনেকেই পরিজনদের জন্য পুজোর বাজার করতে পারেনি। এরমধ্যে টাকা না পেলে আনন্দ মাটি হেঁচ যাবে।’ উৎপল বলছিলেন, ‘বাচারী নতুন পোশাকের আশায় বসে রয়েছে। বাড়ি ফিরলেই আবার শুরু করবে। গোটা মাস কাজ করার পরও সব আটকে রেখেছে।’

কর্মীদের কথা রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে জানাবেন বলে জানিয়েছেন ভারতীয় মজদুর সংঘের মেডিকেল ইউনিটের সভাপতি কৌশিক কর। কৌশিক বলছেন, ‘এই মেডিকেল কলেজে অস্থায়ী কর্মীদের ওপর পরিয়েছে নির্যাসে নির্ভর কর্মীদের মাইনে দিয়েছি। তাদের বেতন দিতে টালবাহাদি করছে। কিন্তু সুপারস্পেশালিটি রুকের কর্মীদের বেতন দিয়ে পুরানো রুকের কর্মীদের বোনাস দিলে আরও অসন্তোষ তৈরি হতে পারে।’

স্বাস্থ্য দপ্তরের টাকা এলেই সকলের পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস অনিমেযের।

ওখানেও তিনদিনের বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠান, থাকছে কুমারীপুজোও।

‘একাতান’ বা ‘মৈত্রী’র মতো সংগঠনরাও মায়ের আবাহনের জন্য প্রস্তুত। আয়োজনে বিশাল না হলেও আন্তরিকতায় তাদের কোনও ঘাটতি নেই। একাতানের পুজোয় সন্ধিপুজোর সন্ধ্যায় থাকছে ১০৮ জন বাঙালি নারীকে নিয়ে সান্ধ্য আরতি। আর মৈত্রী এবারে তাদের পুজোয় তুলে ধরতে চাইছে বাংলা ব্যান্ডের ইতিহাস এবং তার সঙ্গে লোকসংগীত, বাউল বা সুফি গানের মেলবন্ধন।

তিনদিনের উৎসবের আয়োজন হলেও, এর পরিকল্পনা ও কাজ শুরু হয় অনেক আগে থেকেই। দুর্গাপুজোয় বাঙালি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবে না, তা কি হয়? প্রতিবারের মতো এবারেরও উত্তরণের আগমনী অনুষ্ঠান থিয়ে ছিল প্রবল আগ্রহ। বিশেষ করে কচিকাঁচাদের নিয়ে বিখ্যাত জাপানি লেখিকা তেৎসুকো কুরোয়ানাগির আত্মজীবনীমূলক গল্পের প্রেক্ষাপটে তৈরি নাটকে ওদের অভিনয় সবার প্রশংসা কুড়িয়েছে। প্রতিদিন স্কুল শেষে নিয়ম করে রাত জেগে রিহাসলি, বন্ধুদের সঙ্গে খুনশুটি, খাওয়াদাওয়া, অভিনয়, ঢাকের তাল তালে ধ্বনুটি নাচের মহড়া— এগুলোই ওদের মনের মণিকোঠায় পুজোর সোনালি স্মৃতি হিসেবে রয়ে যাবে বড় হলে।

এবারে যেহেতু এখানে পুজো শুরু হচ্ছে মহালয়ায় টিক পরপরই, তাই উত্তরণে বিশেষ অনুষ্ঠান হিসেবে থাকছে লাইভ ‘মহিষাসুরমর্দিনী’। মহিষাসুরমর্দিনী দিয়ে শুরু আর সিঁদুরখেলা দিয়ে শেষ। এই তিনদিন সিয়াটেলের বাঙালির বাড়িতে হাড়ি চড়বে না। অষ্টমীর মায়ের ভোগের ঝিড়ি আর লাবড়া, আর দশমীর কচি পঠার ঝোল ছাড়া কি বাঙালির দুর্গাপুজো সম্পূর্ণ হয়? দুর্গাপুজো তো পেটপুজোও বটে! তিনদিন শুধুই ইচ্ছাই, আড্ডা আর খাওয়াদাওয়া।

সম্প্রতি এখানকার অবাঙালিদের, বিশেষ করে আমেরিকানদের মধ্যেও দারুণ উত্সাহ দেখা যাচ্ছে দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে। স্থানীয় কাউন্সেলর, কংগ্রেসম্যান ও নিবাচিত পরিষদিধিরাও এসে দেখে যাচ্ছেন বাঙালির পুজো। গভর্নর সম্প্রতীতির বার্তা পাঠিয়েছেন দুর্গাপুজোর জন্য। নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারেও এখন দুর্গাপুজো হচ্ছে— এই বিশ্বায়নের যুগে এটাও বা কম কিসে!

পুজো পর্যটনে জট কাটছে না বক্সায়

আলিপুরদুয়ার, ১৩ অক্টোবর : ‘হয় এবার, না হলে নেভার’— এই স্লোগানকে সামনে রেখেই লাগাতার আন্দোলন করছেন বক্সা ব্যান্ড-প্রকল্পের বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা। অন্যদিকে, দশ দপ্তর সহ জেলা প্রশাসনের কতরা ‘ওয়েট আন্ড ওয়াচ’ নীতি নিয়ে চলেছেন।

আন্দোলন ধীরে ধীরে নিজেছ হয়ে শেষপর্যন্ত উঠে যাবে বলেই মনে করছে প্রশাসন। দুই পক্ষই নিজেদের জায়গায় অনড় থাকায় পুজোর মরশুমে বক্সা ব্যান্ড-প্রকল্পকে থিয়ে পর্যটন যেন অসম্ভব স্বপ্ন হওয়ায় পথে। সমাধানসূত্র বের হচ্ছে না। আর দুর্গাপুজোর মুখে ভরা পর্যটন মরশুমে ফাঁকা বক্সা, জয়ন্তীর মতো পর্যটনকেন্দ্রগুলো। কিছু পর্যটক এলেও তাঁরা ঘুরে চলে যাচ্ছেন,

কেননা জঙ্গল সাফাইই হচ্ছে না।

মহলবার রাজাভাতখাওয়ায় ধনা অষ্টম দিনে পা দিল। এদিন আন্দোলনকারীরা বক্সা ব্যান্ড-প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর, দুই ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর, পুলিশ সুপার, জেলা শাসক, মহকুমা শাসক সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে চিঠি দিয়ে আন্দোলনের কারণ জানিয়েছেন। গত ১০ অক্টোবর রাজাভাতখাওয়ায় রক্তা অবরোধ করে বড় আন্দোলন করার পর আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বৈঠকে বসে আধিকারিকরা জানান, কেন আন্দোলন হচ্ছে এবং যে দাবিগুলো করা হচ্ছে সেগুলোয় পিছনে কী কী বিষয় যুক্ত রয়েছে, তা বিস্তারিত লিখে জানাতে হবে। সেইমতো এদিন লিখিতভাবে তা জানানো হয় মহা গ্রামসভা বৈঠক সংগ্রাম কমিটি এবং উত্তরবঙ্গ বনজন শ্রমজীবী মঞ্চের তরফে।

এদিন চিঠি জমা দেওয়ার পর আন্দোলনকারীদের মধ্যে লালসিং ভূজেল বলেন, ‘রাজাভাতখাওয়া চেকপোস্ট তুলে দেওয়া আমাদের মূল দাবি। সেইসঙ্গে আরও কিছু দাবি রয়েছে। প্রশাসন লিখিতভাবে দাবির কথা জানাতে বলেছে। সমস্যা না মিটলে ধনা চলবে।’

সত্য একটি অন্তরীনে রাজ্য পুলিশের দক্ষতার ভূমিতী প্রশংসা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরই শীর্ষ আদালতের ভঙ্গনীয় পুলিশের সন্মান ও দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ। কেন এতদিন আদালতের দায়িত্ব সন্ত্বেও প্রাক্তন বিডিওকে ধরা যাবেন যা তিনি কেন আত্মসমর্পণ করেননি, তার ব্যাখ্যাও তলব করেছেন শুভেন্দু।

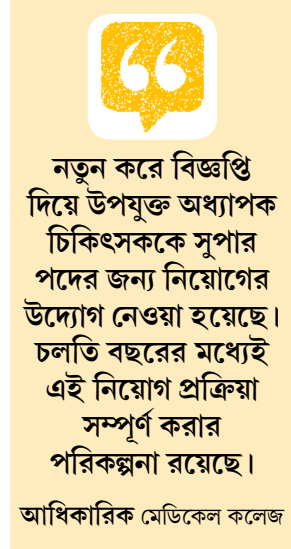
সুপ্রিম কোর্টের অরবিন্দ কুমার এবং বিচারপতি বিপুল বা পক্ষেলালির বেষ্প স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের ওপর তারা হস্তক্ষেপ করবে না বা স্থগিতদেশ্য দেবে না। হাইকোর্টে মালাকারী সংগঠন প্রভু মেত্র বলেন, ‘রাজ্য সরকারের এতদূর ভঙ্গন্য করা, সবকিই এখন রাজ্যের হাতে। হাইকোর্টে পরবর্তী শুনানির আগে রাজ্য পদক্ষেপ করে

মেডিকলে সুপার পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি

রঞ্জিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : রাজ্যের প্রত্যেকটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার (এমএসভিপি) পদের জন্য আবেদনপত্র চেয়েছে স্বাস্থ্য ভবন। এ বিষয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা সঞ্চরিত ডাঃ ইন্দ্ৰজিৎ সাহার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তি মঙ্গলবার স্বাস্থ্য দপ্তরের পোটালে প্রকাশ করা হয়েছে। রাজ্যের মোট ২৬টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ এবং কলকাতার সাতটি মেডিকেল কলেজের ডিরেক্টরকে এই বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের এক শীর্ষস্থানীয় অধিকারিকের কথায়, ‘রাজ্যের বেশিরভাগ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেই উপযুক্ত সুপার নেই, যা ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের (এনএমসি) নিয়মবহির্ভূত। সে জন্য নতুন করে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে উপযুক্ত অধ্যাপক চিকিৎসককে সুপার পদের জন্য নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চলতি বছরের মধ্যেই এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।’

এনএমসির নিয়ম অনুযায়ী



মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার পদের জন্য ১০ বছরের অধ্যাপনা এবং ন্যূনতম পাঁচ বছর প্রফেসর হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কিন্তু রাজ্যের সিংহভাগ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারের সেই অভিজ্ঞতা নেই। কোথাও অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, কোথাও আবার সদ্য প্রফেসর হওয়া চিকিৎসককে সুপার পদে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার নিম্নস্তর সংস্থা এনএমসির নিয়মবহির্ভূত। চিকিৎসক মহলের দাবি, তৃতমূল সরকারের আমলে ‘উত্তরণ লবি’ নিজের কাছের লোকজনকে বিভিন্ন পদ পাইয়ে দিয়েছে। সে ক্ষেত্রে যোগ্যতাকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। রাজ্যে সরকার বদলের পর সমস্ত কিছু এনএমসির নিয়ম মেনে করতে চাইছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, কলকাতার চার-পাচটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ছাড়া রাজ্যের সিংহভাগ মেডিকলেই সুপার পদের পক্ষে এনএমসির নিয়ম মেনে হয়নি। কোথাও পছন্দের লোকজনকে, কোথাও আবার উপযুক্ত কাউকে না পেয়ে অন্য কাউকে বসানো হয়েছে, যা এনএমসির নিয়মবহির্ভূত। এভাবে চললে এনএমসির জরিমানার মুখে পড়তে হতে পারে। সেই জন্য সমস্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেই উপযুক্ত চিকিৎসককে পদে বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার প্রকাশিত স্বাস্থ্য দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বর্তমানে বিভিন্ন মেডিকেলের সুপার পদে থাকা চিকিৎসকরাও আন্দোল করতে পারেন। তবে তিনি যে এই পদে আবেদনের যোগ্য, সেটা সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে হবে। এ পদের জন্য চিকিৎসকরা ১৬ অক্টোবর থেকে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আগামী ৬ নভেম্বর মথারাত পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। তার পরেই আবেদনপত্রগুলি খতিয়ে দেখে ইন্টারভিউয়ের জন্য দিন নিখারিত হবে বলে জানানো হয়েছে।

বিচার আদৌ হবে কি না, তা নিয়ে এখনও সংশয়ের নিহত স্বর্ণ বাবসারী স্বপন কামিলার পরিবার। তাঁর শ্যালক দেবশিষ্য কামিল্যা বলেন, ‘এর আগে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অমান্য করা সত্ত্বেও কেন ওর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার পরোয়ানা জারি করা হল না। আদৌ ন্যায় বিচার পাওয়া যাবে তো? আশা রাখতে পারছি না।’ বিধানসভারের দরবারে স্বর্ণ বাবসারী স্বপন কামিল্যাকে অপহরণ ও খুনে মূল অভিযুক্ত প্রশান্ত বর্মন।

গত বছর জুলাইয়ে সিআইডি ওই খুনের তদন্তভার নিলেও তিনি এখনও অধরা। গত ২৫ মে নিউটাউনের ইকো পার্ক এলাকায় বেপেরোয়া গাড়ি চালানোর অভিযোগে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও খুনের মামলার নথি ঠকা সময় আদালতে না পৌঁছানোয় সহজেই জামিন পেতে যান প্রশান্ত।

সামিদের ভরসায় জয়ের স্বপ্ন বাংলার

দিল্লি-২৪০ ও ১০১/৩
বাংলা-৪২৯
(তৃতীয় দিনের শেষে)

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্যাণী, ১৩ অক্টোবর : থমথমে মুখচোখ। শরীরভাষায় একরাশ হতাশা। বিরক্তিও।

তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হতেই কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমি মাঠের সাজঘরের সামনের বারান্দা থেকে হনহন করে হেঁটে মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়লেন কোচ লক্ষ্মীরতন গুপ্তা।

দলের ক্রিকেটারদের আলাদাভাবে ডেকে নিলেন। অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরশের সঙ্গে টুকটাক কথা বললেন। আর তারপরই মহম্মদ সামি (১৮/০), আকাশ দীপ (১৫/১), মুকেশ কুমারদের (১৭/১) নিয়ে বৈঠক শুরু করে দিলেন। কল্যাণীর মাঠের বাইশ গজ নিয়ে প্রথম দিনের খেলার



আকাশ দীপের শর্ট বলে বৃকে আঘাত পেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন দিল্লির যশ ধূল। মঙ্গলবার কল্যাণীতে রনজি ট্রফির মাঠে।

শেষেই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন সামি। তার পর্যবেক্ষণ যে ভুল ছিল না, আজ তৃতীয় দিনের খেলায় বারবার তা প্রমাণ হয়েছে।

সময়ের সঙ্গে কল্যাণীর ‘ডাবল পেসড’ বাইশ গজ আরও মন্থর হয়েছে। কিছু ডেলিভারি নীচুও হয়েছে। সঙ্গে অমির গনি, প্রদীপ্ত প্রামাণিকের মতো স্পিনাররা টার্নও পেয়েছেন। গতকালের ৩০৪/৩ থেকে শুরু করে আজ সুদীপকুমার ঘরামি (১৩৩) ও অভিষেক পোড্ডেল (১৪৯) খুব বেশি সময় থাকতে পারেননি উইকেটে। তারা ফেরার পর সুনন্ত গুপ্ত (৫০) ব্যাট হাতে দলকে ভরসা দিয়েছেন।

বাকিদের কেউই ব্যাট হাতে বড় রান পাননি। শেষ পর্যন্ত ৪২৯ রানে শেষ হয় বাংলার প্রথম ইনিংস। ১৮৯ রানে পিছিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে মন্থর ও হতাশার ব্যাটিং দিল্লির। তৃতীয় দিনের শেষে দিল্লির স্কোর ১০১/৩। এখনও ৮৮ রানে এগিয়ে থাকা বাংলা কাল

সরাসরি দিল্লি দখলের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। আর সেই স্বপ্নপুরণের পথে ভরসা হিসেবে রয়েছেন সামি-আকাশ-মুকেশরা।

শেষ বিকেলের কল্যাণী আজ জমজমাট। একদিকে বাংলা বনাম দিল্লির চলতি রনজি ম্যাচ নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে আগ্রহ তো রয়েছেই। তার মধ্যেই বেশ কিছু

রনজি ট্রফি শুরু হয়ে যাওয়ার পর পূজোর কথা কি আর আলাদাভাবে ভাবা যায়। আগামীকাল বাকি থাকা সাত উইকেট দ্রুত নিতে হবে আমাদের। আমাদের বোলাররা আগামীকাল কী করে, তার উপরই এখন ম্যাচের ভাগ্য নির্ভর করে রয়েছে।

-লক্ষ্মীরতন গুপ্তা

পূজোর উদ্বোধনও হয়ে গিয়েছে। ফলে কল্যাণীর সাধারণ মানুষ ইতিমধ্যেই পূজোর আমেজে ঢুকে পড়েছে। বাংলা দলের অন্দরে এখনও সেই পূজো পূজো ব্যাপারটা নেই। বুধবার দিল্লির বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের শেষদিন। বাকি থাকা সাত উইকেট নিয়ে সামি-আকাশ-মুকেশরা যদি আগামীকাল জয়ের



আয়ুষ দোসেজাকে আউট করে উল্লাস মুকেশ কুমারের। ছবি : সিএবি

স্বপ্নপূরণ করতে পারেন, তাহলে নিশ্চিতভাবেই দলের অন্দরে উৎসবের আমেজ ঢুকে পড়বে। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, ‘রনজি ট্রফি শুরু হয়ে যাওয়ার পর পূজোর কথা কি আর আলাদাভাবে ভাবা যায়। আগামীকাল বাকি থাকা সাত উইকেট দ্রুত নিতে হবে আমাদের। আমাদের বোলাররা আগামীকাল কী

রোকে-কে জোড়া শর্ত মানহাসের

মুম্বই, ১৩ অক্টোবর : বয়স নয়। ফিটনেস আর পারফরমেন্সই নির্বাচনের মাপকাঠি।

২০২৭ বিশ্বকাপে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা’র টিমে থাকা প্রসঙ্গে এমনই জোড়া শর্তের কথা শোনালেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি মিঠুন মানহাস। শ্রীজন ক্রিকেটার তথা বোর্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার মতে, নির্বাচন নিয়ে শেষকথা বলবে নির্বাচক কমিটি, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তিনি মনে করেন বয়স কখনোই নির্বাচনের মাপকাঠি হতে পারে না।

‘বিশ্বকাপ দল বাছবেন নির্বাচকরাই’

আগামী বছর বিশ্বকাপের সময় বিরাট চল্লিশের কোঠায় পা রাখবেন। রোহিত একচল্লিশ প্লাস। তবে মানহাসের যুক্তি, ‘রিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে বলতে পারি, এই নিয়ে কিছু বলার অবস্থায় নেই আমরা। কারণ নির্বাচনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করবে নির্বাচক কমিটি ও কোচদের ওপর। তবে আমরা মতে, ফিটনেস ও পারফরমেন্সই মাপকাঠি হওয়া উচিত, বয়স নয়। কেউ যদি খেলার মতো ফিট থাকে এবং দলের জয়ে অদান রাখতে পারে, সেটাই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।’

বোর্ড সভাপতির যুক্তি, বিরাট-রোহিতের মতো অভিজ্ঞদের পাশে পেয়ে উপকৃত অধিনায়ক শুভমান গিলও। মিঠুন



বলেছেন, ‘দলে বিরাট, রোহিত, হার্দিকের (পাড়িয়া) উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে ওকে সাহায্য করছে। জসপ্রীত বুমা’রও আছে। যার মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা দিতে পারে। কেউ আবার ফিল্ডিং ক্যাপ্টেন। এর ফলে দায়িত্ব, ওয়ার্কলোড অনেকের মধ্যে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। সুবিধা অধিনায়কেরই। আর চাপের মধ্যে ওরা (বিরাট, রোহিত) বারবার দায়িত্ব সামলেছে। দলকে বসদ জুগিয়েছে। সবমিলিয়ে নবীন-প্রবীণ মিলে যথাযথ কন্ট্রোলশন।’

প্রাক্তন তারকা মহম্মদ কাইফ মনে করেন, ব্যাটাররা সুবিধা পাবে দক্ষিণ আফ্রিকা’র কারণ বর্তমানে ওখানকার পিচ অনেক বেশি ব্যাটিং সহায়ক হয়ে গিয়েছে। বিরাট, রোহিতের উপস্থিতি সৈদিক থেকে ভারতীয় দলের জন্য ইতিবাচক দিক। কাইফের মূল চিন্তা বোলিং ও ফিল্ডিং নিয়ে। গৌতম গম্ভীরদের উদ্দেশে কাইফের পরামর্শ, ‘ব্যাটাররা বিশ্বকাপে দাপট দেখানো। যা সামলাতে বোলিং রিগেড শক্তিশালী হওয়া জরুরি। সফল্য পেতে হলে বোলিং ও ফিল্ডিংয়ের ফরকসেকরনের দ্রুত সমাধান জরুরি।’

মাসের সেরা গিল, শেফালি

দুবাই, ১৩ অক্টোবর : আইসিসির সেপ্টেম্বর মাসের সেরা প্লেয়ারের দৌড়ে ভারতের ‘জোড়া ধামাকা’। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে সেরার শিরোপা পেলেন শুভমান গিল ও শেফালি ভামা। এশিয়া কাপ ও এশিয়ান গেমসে ভারতীয় মহিলা দলের সাফল্যে অন্যতম কারিগর ছিলেন শেফালি। শুভমান অপরদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে স্নপের ফর্মে ছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ মাসের সেরার সম্মান।



তৃতীয়বার একই মাসে পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগে সেরা হলেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা। শুভমান আগেও চারবার এই সম্মান পেয়েছেন। এবারের নিয়ে পাঁচবার। যে কৃতিত্ব দ্বিতীয় কোনও পুরুষ খেলোয়াড়ের নেই। ওয়েস্ট ইন্ডিজ মহিলা দলের অধিনায়ক হেইলে ম্যাথিউজ পাঁচবার আইসিসি-র ‘প্লেয়ার অফ দ্য মাস’ হয়েছেন।

প্রতিক্রিয়ায় শুভমান বলেছেন, ‘পঞ্চমবার পেলাম। দারুণ অনুভূতি। যাঁরা আমাকে নির্বাচিত করেছেন, তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। রানের মধ্যে থাকা, ঘরের দর্শকদের সামনে রান তাড়ায় সাফল্য পাওয়ার মধ্যে বাড়তি তৃপ্তি মেলে, আত্মবিশ্বাস জোগায়। আগামী বছর বিশ্বকাপ রয়েছে। এই মানটা বজায় রাখতে আমার বন্ধপরিকর।’ শেফালি বলেছেন, ‘আবার বেরা হওয়াটা আমার কাছে সেরা সম্মান। এশিয়া কাপ ও এশিয়ান গেমসে দলের সাফল্যে ভূমিকা রাখতে পেরে আমি খুশি।’

পিএসজি-র চ্যালেঞ্জে তৈরি সিটি প্রাক্তন ক্লাবের বিরুদ্ধে নামছেন মোরিনহো



পিএসজি-র বিরুদ্ধে নামার আগে জিম সেশনে আলিঁ ব্রাউট হালাড। মঙ্গলবার।

লন্ডন, ১৩ অক্টোবর : অনেক আশা আশঙ্কার মাঝে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলতে নামছে ম্যাক্সেস্টার সিটি।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আর্থিক নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগ। গত ১৫ বছরে জেতা শিরোপাগুলি কেড়ে নেওয়া কিংবা ইপিএল থেকে বহিস্কারের মতো কঠোরতম শাস্তির আশঙ্কা রয়েছে ম্যান সিটির। এই পরিস্থিতিতে তারা ভারতীয় সময় গভীর রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলতে নামছে। প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন প্যারিস সঁ জাঁ।

প্রবল অস্থিরতার মধ্যে ইপিএলে দারুন ছেদে ম্যান সিটি টানা ছয় ম্যাচ জিতে লিগ শীর্ষে। শেষ ম্যাচে

লিভারপুলকে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে। সেই ছন্দে পিএসজি-র বিরুদ্ধে ধরে রাখতে চায় এনজে মারেক্সার ছেলেরা। তুলনায় একটু ছন্দহীন লুইস এনারিকের দল। শেষ পাঁচ ম্যাচে তিনটি জয়। তবে এই ম্যাচে পিএসজি খেলবে সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজে। টানা তিনবার ইউরোপ সেরা হওয়ার হাতছানি তাদের সামনে। এটাই বাড়তি অনুপ্রেরণা দিচ্ছে এনারিকের দলকে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য ম্যাচে লিভারপুল খেলবে অস্ট্রিয়ান দল লিনজার অ্যাথলেটিক স্পোর্টস ক্লাবের (এলএসসি) বিরুদ্ধে। শেষ ম্যাচে ম্যান সিটির কাছে হেরে বেশ চাপে রেডস শিবির। এই ম্যাচে আলেকজান্ডার ইসাক ও কোডি গাকপোকে পাছে না লিভারপুল। ডোমিনিক সোবোস্লাইও অনিশ্চিত। তবে রায়ান গ্রাডেনবার্চকে পাছে আন্দোনি ইরাওলা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়াল মাদ্রিদ খেলবে ইতালির এএস রোমার বিরুদ্ধে।



এএস রোমা ম্যাচের প্রস্তুতিতে রিয়াল মাদ্রিদের ভিনিসিয়াস জুনিয়র, কিলিয়ান এমবাপে, ডেনজিল ডামফ্রিসরা। মঙ্গলবার।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ
এলএসসিকে বনাম লিভারপুল
ফের্দু বনাম কোমো
সময় : রাত ১০.১৫ মিনিট
ম্যাক্সেস্টার সিটি বনাম প্যারিস সঁ জাঁ
এএস রোমা বনাম রিয়াল মাদ্রিদ
বোডো/গ্লিমট বনাম বরুসিয়া উটমুন্ড
শাখতার দোনেস্ক বনাম এইফকে এথেন্স
রিয়াল বেটিস বনাম এফসি পোর্টো
অ্যাস্টন ভিলা বনাম ফেনেরবাখ
স্টোভন ব্রাভিয়াভা বনাম স্টুটগার্ট এফসি
সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট
সেন্টপটার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

নিজের প্রাক্তন ক্লাবের বিরুদ্ধে ও পয়েন্ট ঘরে তুলতে মরিয়া রিয়াল কোচ হোসে মোরিনহো।

লা লিগায় ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে জিতলেও মোটেও আহামরি ছিল না। তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বারবারই ভিন্ন মেজাজে দেখা যায় এখনের দলটিকে। এখনও পর্যন্ত নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি বনার্ডো সিলভা। ছন্দহীন ভিনিসিয়াস জুনিয়রও। তাই কাজটা একটু হলেও কঠিন রিয়ালের কাছে। সামনেই রয়েছে এলা ক্লাসিকো। তার আগে

নিজদের হন্দ ফিরে পেতে রোমা ম্যাচ পাখির চোখ কিলিয়ান এমবাপেদের।



চণ্ডীগড়কে ইনিংস ও ১৪০ রানে হারানোর পর ফোটোসেশনে মুম্বইয়ের তুষার দেশপাণ্ডে, তনুয কোটিয়ান, শামস মুলানিরা। মঙ্গলবার।

অধিনায়ক হিসেবে সিরাজের প্রথম জয়

সেকেন্দ্রাবাদ, ১৩ অক্টোবর : অধিনায়ক হিসেবে প্রথমবার জয়ের স্বাদ পেলেন মহম্মদ সিরাজ। তিনদিনেই ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ইনিংস ও ৪০ রানের বিশাল জয় তুলে নিল সিরাজের নেতৃত্বাধীন হায়দরাবাদ। ইনিংস হার ব্যতীতে ১৬১ রান দরকার ছিল। কিন্তু বাইতি স্পিনার তনয় ত্যাগরাজনের (৫২/৬) স্পিন যুগির সামনে ১২০-তেই আটকে যায় ত্রিপুরা।

দুই উইকেট নেন সিরাজ। ম্যাচ শেষে সিরাজ বলেছেন, ‘মরশুমে প্রথম জয়। অধিনায়ক হিসেবেও প্রথমবার জিতলাম। অবিশ্বাস্য লাগছে। এই ম্যাচ থেকে পাওয়া আত্মবিশ্বাস নিয়ে সামনের দিকে তাকাতে চাই।’ মেন্টর ওয়াসিম জাফরকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন। সিরাজের কথা, ‘ওয়াসিমভাই ব্যাটারদের মাথায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে, কীভাবে রান করতে হয়। ওর উপস্থিতিতে দল, বিশেষত নতুনরা উপকৃত।’

তিনদিনে চণ্ডীগড় বধ মুম্বইয়ের

চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে ইনিংস ও ১৪০ রানের বিশাল জয় দিয়ে রনজি অভিভান শুরু করেছে মুম্বইও। মুম্বইয়ের ৪২৯ রানের জবাবে প্রথম ইনিংসে মাত্র ৭৮ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল। ফলোঅনের পর খেলতে নেমে তুষার দেশপাণ্ডে (৩৭/২), তনুয কোটিয়ান (৩০/৩), শামস মুলানিদের (৬৯/৩) সামনে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯৫-তে অলআউট চণ্ডীগড়। জয়ের মাঝেও বড় ঝুঁকি ঘেঁড়-৪ হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে লগ্না সময়ের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে গেলেন সব অধিনায়ক আয়ুষ মাের।

বিহারের বিরুদ্ধে ইনিংস ও ২৬৬ রানে জয়ী উত্তরপ্রদেশ। ৫৪০ রানের জবাবে বিহার দুই ইনিংসে করে মাত্র ১৪১ ও ১৩২। বিজয়ওয়াড়ায় অনুষ্ঠিত ম্যাচে লজপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচ বাঁচাতে লড়াই চালাচ্ছে কণাটিক। তৃতীয় দিনের শেষে কণাটিকের স্কোর ১৭৬/৪। মাত্র ৩২ রানে এগিয়ে। ৮১ রান করে অপরাধিত আহমেদ করল নায়া। সঙ্গী অধিনায়ক রবিচন্দ্রন

স্বরণ (২১।) আগামীকাল শেষদিনে উত্তেজক সমাপ্তির হাতছানি।

ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে শতরানের পর বল হাতেও দাপট রবীন্দ্র জাদেজার। রাজকোটে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সৌরাষ্ট্রের ৩৯৩-র জবাবে ছত্তিশগড় করে ৩১২। দলের পক্ষে সবায়িক ৩ উইকেট নেন জাদেজা।

তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে সৌরাষ্ট্র ৪৫/০। সবমিলিয়ে ১২৫ রানের লিড।

অসম-পাঞ্জাব ম্যাচে মূল লড়াই প্রথম ইনিংসে এগিয়ে গিয়ে



মরশুমে প্রথম জয়। অধিনায়ক হিসেবেও প্রথমবার জিতলাম। অবিশ্বাস্য লাগছে। এই ম্যাচ থেকে পাওয়া আত্মবিশ্বাস নিয়ে সামনের দিকে তাকাতে চাই।

৩ পয়েন্ট নিশ্চিত করার। তৃতীয় দিনের শেষে অসমের ৩৭৩ রানের জবাবে পাঞ্জাবের স্কোর ২৮৭/৫। হরনুর সিংকে (৫৪) নিয়ে ১৩৭ রানের ওপেনিং পার্টনারশিপ গড়েন অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জয়ী দলে সদস্য বিহান মালহোত্রা (১০৩)। বিহানের সুবাদে একসময় পাঞ্জাবের স্কোর ছিল ১৯৫/১। এখান থেকে অসমকে ম্যাচে ফেরান বোলাররা। আপাতত প্রথম ইনিংসে লিড পেতে পাঞ্জাবের দরকার আরও ৮৭ রান। হাতে অবশিষ্ট ৫ উইকেট।

‘চাকরি’ খুঁজছেন বিরাট!

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : ৩৭ বছর বয়সে কি চাকরি খুঁজছেন বিরাট কোহলি? চাকরি প্রার্থীদের প্ল্যাটফর্ম ‘লিঙ্কডইন’-এ নিজের প্রোফাইল খুলেছেন ‘চেজ মাস্টার’। দীর্ঘ পোস্টও করেছেন এই নিয়ে। নিজের ভাবনা, লক্ষ্যের কথাও বিস্তারিতভাবে যে পোস্টে তুলে ধরেছেন। মূলত ক্রীড়াসরঞ্জাম প্রস্তুতকারক অ্যাজলিটিস ও ওয়ানচ-ওয়ার্ল্ড ব্র্যান্ডের প্রচারের জন্যই বিরাট উদ্যোগ। অ্যাজলিটিসে বিশাল অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করেছেন বিরাট। ওয়ানচ-ওয়ার্ল্ড নিজের ব্র্যান্ড। ‘লিঙ্কডইন’ প্ল্যাটফর্মকে কাজে লাগিয়েছেন নিজের জোড়া ব্র্যান্ডের প্রচারের কাজে।

পোস্টে বিরাট লিখেছেন, ‘এমন একটা ভারত দেখতে চাই, যেখানে প্রতিটি নতুন সমানভাবে গুরুত্ব পাবে। নতুন প্রজন্ম প্রমাণ করছে বিশ্বমানের ক্রীড়াবিদ তৈরি করতে আমাদের দেশ থেকে। এই ভাবনাকে এগিয়ে দিতে পুরোদস্তুর ক্রীড়া প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলতে চাই। এই লক্ষেই বিনিয়োগকারী হিসেবে অ্যাজলিটিসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। পুরো কেরিয়ারে নিজস্ব এক মান বজায় রাখার চেষ্টা করছি। সেই বিশ্বাস থেকে তৈরি কর হচ্ছে নিজস্ব ব্র্যান্ড ওয়ানচ-ওয়ার্ল্ড।’

মাহিকে নিয়ে আশায় সিএসকে

চেন্নাই, ১৩ অক্টোবর : দলে থাকলেও ২০২৬ আইপিএলে একটা ম্যাচেও মাঠে নামেননি। প্রশ্ন উঠছে আগামী আইপিএলে ক্রিকেটার নাকি নতুন কোনও ভূমিকায় দেখা যাবে



মহেন্দ্র সিং ধোনি? টানা পোড়েরের মধ্যে চেন্নাই সুপার কিংসের সিইও কাশী বিশ্বনাথন মাহি সমর্থকদের জন্য আশার খবর শোনালেন। আশাবাদী, আগামী মেগা লিগে বাইশ গজে ব্যাট হাতে দেখা যাবে বছর পঁয়তাল্লিশের ধোনিকে। কাশী বলেছেন, ‘এই প্রশ্নটা (মাহির খেলা নিয়ে) ওকেই করা উচিত। আমিও ভিজ্ঞাসা করব। আমাদের দলি নিয়েছে, চেন্নাইয়ে পৌছানোর পর সিদ্ধান্ত জানাবে। আমার ধারণা সিএসকে-র হয়ে ওর খেলা চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এখনও ধোনি আমাদের দলের অন্যতম ক্রিকেটার।’

তেরোর গেরোয় ফাঁসলেন বাভুমা

হ্যাজেলউডের ছয়ে এগোল অস্ট্রেলিয়া

ডারবান, ১৩ অক্টোবর : আনলাকি খার্টিস! অধিনায়ক হিসেবে প্রথম ১২টি টেস্টে অপরাজেয় তকমা ধরে রেখেছিলেন টেন্স বাভুমা। তেরো নম্বর টেস্টে তার সেই রথ থামিয়ে দিলেন জিম্বা। প্রথম টেস্টের পঞ্চম দিনে জেশ হ্যাজেলউডের (৪৯/৬) দাপটে দক্ষিণ আফ্রিকা ৮৬.৫ ওভারে ২০৬ রানে দ্বিতীয় ইনিংসে অল আউট হয়। ব্যাট হাতে দুই ইনিংসে দাপট দেখানোর পর অফস্পিন বোলিয়ের ম্যাট রেনসের (৩০/২) শিকার বাভুমা (১) ও কাইল ভেরেইনি (১)।

ডারবান টেস্টের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কারও তার হাতে উঠেছে। জয়ের জন্য ৪২১ রানের টার্গেট নিয়ে নামা দক্ষিণ আফ্রিকা গতকালই ১০২ রান তোলার ফাঁকে টপ অভয়ের চার ব্যাটারকে হারিয়েছিল। মঙ্গলবার তাদের হয়ে যেটুকু লড়াই তা পাওয়া গেল আইডেন মার্করামের থেকেই। ২৩৭ বল খেলে তিনি ৭৫ রান করেন। কিন্তু এদিন দুই অলরাউন্ডার মার্কো জানসেন (৩৫) ও উইয়ান মুন্ডার (২৯) ছাড়া কেউই মার্করামকে সহযোগিতা করতে পারেননি।



কেউই মার্করামকে সহযোগিতা করতে পারেননি। রবিবার

রবিবার থেকে গকেবেরহায় সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে।

কোচকে সরিয়ে দল ঘোষণা প্যারা এশিয়াডের

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : অবশেষে এশিয়ান প্যারা গেমসের জন্য ১৬৬ সদস্যের ভারতীয় দল ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক। ১৮ অক্টোবর থেকে প্যারা এশিয়াডের আসর বসছে জাপানের আইচি-নায়গায়। তার আগেই দল নির্বাচন প্রক্রিয়ায় চরম অনিয়ম ও স্বজনপোষণের অভিযোগে তোলাপাড় হয়েছে এদেশের ক্রীড়া মহল। প্যারা শুটার এবং সাইক্লিস্টদের আকাশ দল নির্বাচন নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রতিবাদে নামেন। পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠায় অবশেষে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয় ক্রীড়া মন্ত্রক। ভারতের প্যারা শুটিং কোচ জয়প্রকাশ নটিয়ালকে দলের কোচের পদ থেকে সরিয়েও দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ উঠেছিল, নির্দিষ্ট মাপকাঠি বা সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া না মেনেই শুটারদের নির্বাচন করেছে কোচ জয়প্রকাশ। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক তহব্বলের অভিযোগও তোলায় খেলোয়াড়রা। স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া’র সদর দপ্তরের বাইরে বিক্ষোভও দেখান তাঁরা। কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যর সঙ্গে দেখা করে বিচার চান। সব দিক বিবেচনা করে অভিযুক্ত কোচকে বাদ দিয়ে অভিজ্ঞ জীবন এল রাইয়ের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল। প্যারা গেমসের জন্য ভারত মোট ২৭৫ জনের দল জাপানে পাঠাচ্ছে। এর মধ্যে ১৬৬ জন অ্যাথলিট। ক্রীড়াবিদরা মোট ১০টি বিভাগে অংশগ্রহণ করবেন।

রোহিতকে নেতৃত্বে ফেরানোর ভাবনা মুম্বইয়ের

মুম্বই, ১৩ অক্টোবর : সফলতম অধিনায়ক রোহিত শমার ওপরই কি ফের আস্থা রাখতে চলেছে মুম্বই ইন্ডিয়ানস? অধিনায়ক হার্দিক পাডিয়াকে নিয়ে আগেই মোহভঙ্গ হয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তৃদেব। গত দুই আইপিএলে অধিনায়ক ও ব্যাটার, জোড়া দায়িত্বেই ব্যর্থ। চোটআঘাতও পথের কটা। নেতৃত্বের অপর দাবিদার সূর্যকুমার যাদবও অফ-ফর্ম। এনেনে পরিস্থিতিতে রোহিতকে অধিনায়ক হিসেবে ফেরানোর ভাবনা গুরুত্ব পাচ্ছে।

দৌড়ে ভারতীয় দলের সহ অধিনায়ক তিলক ভাৰ্মাও রয়েছে। তবে পাঁচচারের চ্যাম্পিয়ন ফ্র্যাঞ্চাইজির শীর্ষকতারা তিলককে নিয়ে ধীরে চলার পক্ষে। সূর্যের

দিল্লির ব্যাটিং কোচ যুবরাজ



খবর, রোহিতকে নেতৃত্বে ফিরিয়ে, ডেপুটির দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে তিলককে। সেক্ষেত্রে রোহিতের তত্ত্বাবধানে নিজেকে তৈরি করে নেওয়ার কিছুটা সময় পেয়ে যাবেন বাঁহাতি মিডল অর্ডার ব্যাটার।

শুধু নেতৃত্ব বদল নয়, হার্দিককে সম্ভবত ট্রেডের ভাবনা রয়েছে মুম্বইয়ের। কলকাতা নাইট রাইডার্স, চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা হওয়ার কথাও সামনে এসেছিল। মুম্বই সবথেকে আগ্রহী হার্দিকের বিনিময়ে রাজস্থান রয়্যালস থেকে যশস্বী জয়সওয়ালকে পেতে।

সর্বমিলিয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে হার্দিকের ভবিষ্যৎ যোর অনিশ্চয়তার মধ্যে। এদিকে, রোহিতকে নিয়ে মুম্বইয়ের নতুন ভাবনার মাঝে দিল্লি ক্যাপিটালস তাদের ব্যাটিং কোচ হিসেবে যুবরাজ সিংয়ের নাম ঘোষণা করল। হেড কোচ তথা নিজের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌভদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন যুবি। প্রতিক্রিয়ায় যুবরাজ বলেছেন, 'দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে নতুন শুরুর অপেক্ষায় মুখিয়ে আছি। আমি উত্তেজিত। দাদার সঙ্গেও ফের কাজ করার সুযোগ পাব। এবার কোরের ভূমিকায়। আমি নিশ্চিত দারুণ কিছু অপেক্ষা করছে।'



শতরানের পর সৈদিকুল্লাহ অটল।

বাংলাদেশকে রুখলেন অটলরা

আবু ধাবি, ১৩ অক্টোবর : ৪৭৯ রানের টার্গেট ছুড়ে দিয়ে আফগানিস্তানের জয়ের রাস্তা আগেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন লিটন দাসার। এরপর গতকাল শেষবেলায় ৩ উইকেট তুলে নিয়ে আফগানদের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টে বাংলাদেশ জয়ের পথেই ছিল। টেস্টের শেষদিনে মঙ্গলবার মরিয়া লড়াইয়ে সৈদিকুল্লাহ অটলরা (১১১) ম্যাচ ড্র করে দেন। টেস্টে যখন দাড়ি টেনে দেওয়া হয় তখন দ্বিতীয় ইনিংসে আফগানিস্তানের স্কোর ৩৪৬/৮। এবাদত হোসেন (৫০/৩), মেহিদি হাসান মিরাজদের (৭৩/৩) প্রয়াসে জল ঢেলে দিয়ে সৈদিকুল্লাহর লড়াইয়ে শেষদিনে সংগত করেন হাশমাভুল্লাহ শাহিদি (৩৬), ইক্রাম আলখিল্লাহ (৩৩)। এমনকি নয় নম্বরে ব্যাটিং করতে নামা কাইস আহমদ ৪৯ রানে অপরাজিত থাকেন।

কলকাতায় এল ক্লাসিকো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : পূজোর পরেই ফের মেগা ম্যাচ। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে হতে চলেছে স্প্যানিশ এল ক্লাসিকো। ২৫ নভেম্বর কলকাতায় বার্সেলোনা লেজেণ্ডস দল মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ লেজেণ্ডস দলের। যুববার রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ এই ঘোষণা করেছেন। তবে টিকিটের দাম কী হবে, কবে থেকে টিকিট ছাড়া হবে এই বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি। রিয়াল ও বাসার হয়ে কারা খেলবেন সেটাও এখনও জানা যায়নি। আশা করা হচ্ছে, এই ম্যাচে লুইস ফিলিপো, কার্লোস পুওলদের মতো অতীতের তারকারা আসতে পারেন।

বৈভবকে নিয়ে টানা পোড়েন

চারমিনার শহরে সিরিজ দখলে চোখ শ্রেয়সদের

হায়দরাবাদ, ১৩ অক্টোবর : নিজামের শহর। কারও কারও কাছে বিরিয়ানির শহর। শহরের বুকে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক স্মারক চারমিনার। যার টানে প্রতি বছর ভ্রমণপিপাসুরা ভিড় জমান ইতিহাসবিজ্ঞিত হায়দরাবাদে। বৃথবার অবশ্য ইতিহাস নয়, ক্রিকেট-জুড়ে আক্রান্ত মহম্মদ আজহারউদ্দিন, ভিভিএস লক্ষ্মণের শহর। ভারতীয় দলের জন্য হাতছানি আরও একটা সিরিজ জয়ের। তিন ম্যাচ শেষে স্কোরলাইন ২-১। আগামীকাল জিতলে সিরিজ নিশ্চিত।

রাজীব গান্ধি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সেই লক্ষ্যে নামছে শ্রেয়স আইয়ার রিপেড। রাঁচির হারের ধাক্কা কাটিয়ে ইন্দোরে ব্যাটে-বলে দাপুটে জয় এসেছে। হায়দরাবাদ যে ধারা বজায় রাখতে বন্ধনরিকর 'মেন ইন ব্লু'।

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ
চতুর্থ টি২০ আজ
সময় : সম্ভা ৭টা, স্থান : হায়দরাবাদ
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস
নেটওয়ার্ক ও জিওটস্টার

ঘরের ছেলে তিলক ভাৰ্মা সাংবাদিক সম্মেলনে সেই কথাই বলছিলেন। সাফ কথা, সিরিজ জয়ের অপেক্ষা দীর্ঘ করতে নারাজ তারা।

ঘরের মাঠ নিয়েও আবেগতড়িত। তিলক বলেছেন, 'নিজের শহরে খেলা আলাদা অনুভূতি। নতুন করে পিচ তৈরি করা হয়েছে এখানে। সর্বকিছু খতিয়ে দেখেই চূড়ান্ত গেমপ্ল্যান তৈরি করা হবে।' তবে বিগহিটার সমৃদ্ধ ক্যারিবিয়ান ব্যাটিংকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে আক্রমণাত্মক বোলিং স্ট্র্যাটেজি গুরুত্ব পাবে। তিলকের কথায়, নিয়মিত উইকেট তুলে নেওয়ার লক্ষ্য থাকবে।

ব্যাটিং পজিশন নিয়ে বাতাও দিয়ে রাখলেন টি২০ দলের সহ অধিনায়ক। তিলকের কথায়, 'তিন নম্বরে ব্যাটিং করতে ভালোবাসি। পাওয়ার প্লে-তে বৃন্তের বাইরে মাত্র ২ জন ফিল্ডার থাকার সুবিধা পাওয়া যায় গুরুত্ব নামলে। তবে দলের প্রয়োজনে যে কোনও পজিশনে (চলতি সিরিজে ৫-৬ নম্বরে খেলছেন) মেলতে প্রস্তুত আমি। ব্যক্তিগত ইচ্ছে নয়, দলের চাহিদাই গুরুত্বপূর্ণ।' হাইস্কোরিং ম্যাচের পরস্পরা রয়েছে

হায়দরাবাদে। ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বৈরথেও পরস্পরা ভাঙার সম্ভাবনা ক্ষীণ। নিট ফল, আতশি ব্যাটিংয়ের পূর্বাভাস। প্রশ্ন, সুবিধাটা সেই হোপ, শেরফানে পাদারফোর্ড, রোমারিও শেফার্ড, রোভমান পাওয়েলরা নেনেন নাকি অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, শ্রেয়সরা টেকা দেবেন?

দুই দলের তারকা ব্যাটারদের ভিড়ে কালকের দ্বৈরথে সিরিজে এখনও সুযোগ না পাওয়া বৈভব সূর্যবংশী ঢুকে পড়লেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। বিশ্বায় বালককে খেলানোর দাবি উঠলেও সঞ্জু অগ্রাধিকার পাচ্ছেন। তবে পাটা পিচ, তুলনামূলক



সাংবাদিক সম্মেলনে ফুরফুরে মেজাজে তিলক ভাৰ্মা। বৃথবার নামবেন সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে।

ছোট বাউন্ডারির কথা মাথায় রেখে পরিবর্তনের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া কঠিন। বল গৌতম গম্ভীরের কোটে। তবে প্রথম এগারো কী হবে, তার জন্য টস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। রাতের ম্যাচ। ফলে কয়েন যুদ্ধ ফের ফ্যাক্টরি। দুই শিবিরের স্লোগানও এক-টসে জিতে ফিফিউ। ইন্দোরে পথের কটা শাই হোপকে গুরুত্ব আউট করে স্বস্তি দিয়েছিলেন অদীপ সিং। কালকের নীল নকশাতেও অগ্রাধিকার হোপকে দ্রুত ফেরানো। অদীপ জানিয়েছিলেন, হোপের জন্য নিদিষ্ট প্ল্যান ছিল। তারই সফল পেয়েছেন। আগামীকাল?



নেটে টানা অনুশীলন করে গেলেও প্রথম একাদশে জায়গা হচ্ছে না বৈভব সূর্যবংশীর।

উত্তরের মধ্যে অনেকাংশে লুকিয়ে নিজামের শহরের ক্রিকেট দ্বৈরথের ভাগ্য। অবশ্য ক্যারিবিয়ান ব্যাটিং লাইনআপে বাল্লদের অভাব নেই। কখন কে বিশ্ফোরণ ঘটাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা মুশকিল।

আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদে খেলার সুবাদে রাজীব গান্ধি স্টেডিয়াম অভিষেকের ঘরের মাঠ। আর এই মাঠে ঝড় তোলটা কার্যত 'বয়ে হাত কা খেল'। চলতি সিরিজে দুর্দান্ত ফর্মের খেলায় পরিভ্রাণ। তরতাজা অবস্থায় এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর এই ম্যাচে নামাতে চেয়েছিলেন বলেই এই সিদ্ধান্ত। প্রথমার্ধের পুরো সময়টা যেন আঙুন বারানেন এই মিজো স্টাইকার। মাত্র ৯ মিনিটে

কোটে বেরোতে সক্ষম হয়েছেন। শ্রেয়স ইতিমধ্যেই ম্যাচ জেতানো ইনিংস উপহার দিয়েছেন। ঘরের মাঠে তিলকও মুখিয়ে থাকবেন হাউস ইনিংস খেলতে। আগামীকাল কে বা কারা বিডে মিলিয়ে বাজিমাত করতে পারেন, সেটাই দেখার।

সামিদের ভরসায় জয়ের স্বপ্ন বাংলার

অধিনায়ক হিসেবে সিরাজের প্রথম জয়

-খবর এগারোর পাতায়

দুইবার এগিয়েও হার ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল এফসি-২ (ডেভিড-২) আল শোর্তা এফসি-৩ (আহমেদ, হুসেন ও কুকু)

সুমিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : সমর্থকদের শারদ উৎসবে জয় উপহার দিতে পারলেন না আনোয়ার আলি-ডেভিড লালহালানসাদ্ধার।

প্রথমার্ধেই অন্তত চার গোল দিয়ে খেলা শেষ করে দেওয়ার কথা ইস্টবেঙ্গলের। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর দ্বিতীয় ম্যাচে ইরাকের আল শোর্তা এফসি-র বিপক্ষে দুইবার এগিয়ে থেকেও ম্যাচটা শেষপর্যন্ত ২-৩ গোলে হেরেই

ফিরতে হচ্ছে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের দলকে। আইএফএ লিগের সেমিফাইনালে হ্যাটট্রিক করার পরেও কেন তাঁকে ফাইনালে নামাননি হাবাস, সেটা এদিনের খেলায় পরিভ্রাণ। তরতাজা অবস্থায় এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর এই ম্যাচে নামাতে চেয়েছিলেন বলেই এই সিদ্ধান্ত। প্রথমার্ধের পুরো সময়টা যেন আঙুন বারানেন এই মিজো স্টাইকার। মাত্র ৯ মিনিটে

কোটে বেরোতে সক্ষম হয়েছেন। শ্রেয়স ইতিমধ্যেই ম্যাচ জেতানো ইনিংস উপহার দিয়েছেন। ঘরের মাঠে তিলকও মুখিয়ে থাকবেন হাউস ইনিংস খেলতে। আগামীকাল কে বা কারা বিডে মিলিয়ে বাজিমাত করতে পারেন, সেটাই দেখার।

শট গোল ডেভিডের। দ্বিতীয় গোলাটা ৪১ মিনিটে। এবার বস্ত্রের বাইরে থেকে ড্যানি ফ্রি কিং নিলে তা থেকে মহম্মদ বসিম রশিদের মাইনাস এবং ডেভিডের গোলে বল ঠেলেতে ভুল হয়নি। কিন্তু তিনি গোল করেও নিজের দোষ ঢাকতে পারবেন না। প্রথমার্ধেই ম্যাচটা শেষ করে সাজখরের ফেরার কথা ইস্টবেঙ্গলের। কিন্তু একের পর এক নিশ্চিত সুযোগ নষ্ট করার খেসারত দিতে হল। অন্তত দুইটি

ক্ষেত্রে ডেভিড ৬ গজ বস্ত্রের মধ্যে থেকে সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। প্রথমার্ধে ওই অসাধারণ পারফরমেন্সের মধ্যেই একটা বিশ্রি গোল খেয়ে নিজেরাই নিজেদের জন্য চাপ তৈরি করে রাখে ইস্টবেঙ্গল। ১৪ মিনিটে কবেন রায়মিরেজের কনার থেকে অন্তত দুইটি হেড ছিল। যা ঠিকঠাক না হওয়ায় গোলে না ঢুকলেও ফের রুবেন এসে বল তুললে আহমেদ ইয়াহা আল-হাজাজের

একটা ড্রপ হেডে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোল খেলেন প্রভস্থান সিং গিল। ঘটনা হল, এই অর্ধেই যদি ডেভিডের গোলগুলো হত তাহলে হয়তো ম্যাচে ফিরতেই পারেন না আল শোর্তা। বিশ্বকাপার গোলকিপার জালাল হাসানের পারফরমেন্স এদিন কিছু ক্ষেত্রে ভালো হলেও অসাধারণ নয়। তাঁর যে চোট ছিল তা বারবার মাঠে শুয়ে পড়ায় বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু এই সুযোগটা নিতে পারেনি হাবাসের দল। উল্টে ২-১ এগিয়ে থাকাটাই যেন কাল হল ইস্টবেঙ্গলের।

বিরতির পর ফিরে এসেই পরপর গোল



ইরাকিদের। বিশ্বকাপার স্টাইকার মোহানন্দ আলিকে না নামালেও দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ক্রিস্টিয়ান বারকোকে নামিয়ে দেন আল শোর্তা কোচ। সম্ভবত এটাই টার্নি পয়েন্ট ম্যাচের। ৫১ মিনিটে আহমেদ ইয়াহা আল-হাজাজের ক্রস থেকে হুসেন আল সাইদির ছোট টেকায় গোল। আনোয়ার আলি এটা তো বটেই, ঠিক দুই মিনিটের মাথায় তিন নম্বর গোলের সময়ও পাশে দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে। ৫৩ মিনিটে বারকোর কনারে হেড করে ৩-২ করেন কিংসলে ফিডেলিস কুকু।

তবে এই দাপট বেশিক্ষণ আর ধরে ফিরে এসেই ৭৬ মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ ও লাল কার্ড দেখেন আব্দুল মাজিদ মৌমৌনি। ১০ জনে কিছু সুযোগ তৈরি করলেও এই সময়টা ইস্টবেঙ্গলেরই সুযোগ ছিল বেশি। ড্যানি, ডেভিড, লুকাস জেলিনস্কি ও আকে

আনউদ লোবা, প্রত্যেকে সুযোগ নষ্টের দোষে দোষী। তেমনি ডিফেন্সে এদিন আনোয়ার আলি-দিয়েগো জিভুলিচ জুটি অসম্ভব খারাপ। প্রতিপক্ষ লাল-হলুদ বস্ত্রে ঢুকলেই পরিস্থিতি ত্রাহি ত্রাহি হয়েছে। তবে এই আল শোর্তাকেও

আহামরি লাগেনি। এবারের ইরাকি লিগে কেন তারা ৫ নম্বরে, সেটা খেলায় পরিভ্রাণ। হাবাস এদিন বিপিন সিং, লোবা ও জেলিনস্কিকে পরে নামান।

আল হুসেইন ম্যাচের মতোই এদিনও দুইবার এগিয়ে থেকেও তা ধরে রাখতে ব্যর্থ ইস্টবেঙ্গল। এর ফল কিন্তু পরে ভুগতে হতে পারে। ঘরের মাঠে অন্তত ড্র না করতে পারলে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়া কঠিন হবে।

ইস্টবেঙ্গল এফসি : সুস্থান, হার্দিক (বিপিন), আনোয়ার, জিভুলিচ, নুঙ্গা, জয়, রায়মিরেজ (লোবা), রশিদ, জিকসন, এডমুড ও ডেভিড (লুকাস)।

আল শোর্তার বিরুদ্ধে দুইবার ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ডেভিড লালহালানসাদ্ধা। তবে দিনের শেষে হার হজম করতে হল লাল-হলুদ শিবিরকে। ছবি : ডি মণ্ডল

সুযোগ নষ্টের খেসারত : হাবাস

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : ম্যাচ শেষের বাঁশি বাজতেই একরশ হতাশা নেমে এল গ্যালারিতে। পরিশ্রান্ত লাল-হলুদ ফুটবলাররা মাটিতে বসে পড়েছিলেন।

আল হুসেইন ম্যাচের পুনরাবৃত্তি। জর্ডনে গিয়ে ২-০ এগিয়ে থেকে ২-২ গোলে ড্র। মঙ্গলবার ঘরের মাঠে প্রথমার্ধে ২-১ গোলে লিড নিয়ে ২-৩ গোলে হার। অথচ একটা সময় মনে হয়েছিল আল জাওরা ম্যাচের স্মৃতি ফেরাতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল। সেবার কার্লিন চ্যাপম্যান হ্যাটট্রিক করেছিলেন। এদিন প্রথমার্ধ দেখে মনে হয়েছিল চ্যাপম্যানকে ছুঁতে চলেছেন ডেভিড লালহালানসাদ্ধা। কিন্তু কোথায় কি? দ্বিতীয়ার্ধে ভদ্রুর রক্ষণভাগ ও সুযোগ নষ্টের খেসারত দিল ইস্টবেঙ্গল।

প্রথমার্ধেই আরও দুই-তিনটি গোল হয়ে পারত। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। ম্যাচের পর



৩ পয়েন্ট হাতছাড়া করে হতাশ জিকসন সিং, আনোয়ার আলি। ছবি : ডি মণ্ডল

কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসও স্বীকার করে নিলেন, সুযোগ নষ্টের মাশুল দিতে হল তাদের। লাল-হলুদ কোচের কথায়, 'পাচ-ছয়টি গোলের সুযোগ তৈরি করে আমরা দুই গোল করেছি। ওরা দুইটি সুযোগ কাজে লাগিয়ে গোল করেছে। এটাই ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দিয়েছে।' তিনি আরও বলেছেন, 'দ্বিতীয়ার্ধের আগে ছেলেদের সতর্ক থাকতে বলেছিলাম। আমাদের গোল শোধ করার জন্য যথেষ্ট সুযোগ ছিল। কিন্তু আমরা সুযোগ কাজে লাগাতে পারিনি।' মনঃসংযোগ ধরে রাখতে পারিনি।

ম্যাচ হারের আসল কারণটা প্রতিপক্ষ কোচ সামি ট্রাবেলসিহ বলে গেলেন। ম্যাচের পর আল শোর্তা কোচ বলেছেন, 'প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গল দুর্দান্ত খেলেছে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ওদের শারীরিক সক্ষমতা কমে গিয়েছিল। তাই একজন কম খেলেও গোলের সুযোগ পেয়েছিলাম।' সামনেই আইএসএল। তার আগে ইস্টবেঙ্গলের পারফরমেন্স সমর্থকদের রক্তচাপ বাড়িয়ে দিয়েছে।

৪ উইকেট দেবায়নের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : ঋতম ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ঋতম চ্যালেঞ্জার্স কাপ অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের ক্রিকেটে মঙ্গলবার ইসলামপুর ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৭ উইকেটে জাভেদ ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন মাঠে টসে হেরে জাভেদ ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১১১ রান তোলেন। রিয়াজ আনসারি ৩৮ রান করে। ম্যাচের সেরা শুভজিৎ কালু ৬ রানে পেয়েছে



ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে শুভজিৎ কালু ও অর্জুন সাহানি।

৩ উইকেট। ভালো বোলিং করে অভিষেকও (২৩/২)। জবায়ে ইসলামপুর ১৬.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১১৭ রান তুলে নেয়। প্রিয়শিস রজক ৩৫ ও নিলয় ব্যাপারি ৩৩ রান করে।

পর আধে ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৩৩ রানে ইসলামপুরের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে হেরে আধে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১০২ রান তোলেন। রোহন পান্ডেয়ান ২৯ ও ম্যাচের সেরা অর্জুন সাহানি ১৫ রান করে। দেবায়ন কুণ্ডু ১৬ রানে পেয়েছে

৪ উইকেট। ভালো বোলিং করে প্রিয়শিসও (১৪/২)। জবায়ে ইসলামপুর ১৯.১ ওভারে ৯৯ রানে গুটিয়ে যায়। অভিষেক ২০ ও প্রিয়শিস ১৯ রান করে। দেবাংশ আগরওয়াল ১৩ ও শ্রেয়াংশ আগরওয়াল ২৮ রানে নেয় ২ উইকেট।



চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে ঝমকলাল লেউসিপাখরি।

চ্যাম্পিয়ন ঝমকলাল

রাজগঞ্জ, ১৩ অক্টোবর : দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের একদিনের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ঝমকলাল লেউসিপাখরি। মঙ্গলবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে রাহান সেভেন স্টারকে হারিয়েছে। বলদাপুরু নেতাঞ্জি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে নিধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ফাইনালের সেরা ঝমকলালের গোলকিপার আরমান। ছবি : দেবব্রত সেন

SILIGURI STAR HOSPITAL

DEPARTMENT OF GENERAL LAPAROSCOPIC & CANCER SURGERY

AREA OF EXPERTISE:

- General Surgery
- Laparoscopic Surgery
- Laser Surgery
- Oncological Surgery: Breast Cancer, Stomach Cancer, Colon Cancer

CALL FOR APPOINTMENT
1800 123 8044
800 100 6060

DR. VISHANT DEO
MBBS, MS GENERAL SURGERY
EX AAIMS, NEW DELHI
& EX TATA CANCER MUMBAI

starhospitalsig@gmail.com
www.starhospitalsig.com
Asian Highway - 2, Tinbatti More, Siliguri - 734005